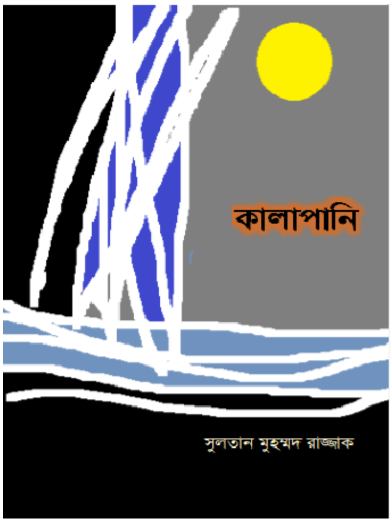


কালাপানি

সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক



মঞ্চ নাটক

সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক

সর্বস্বত্বঃ ড.আফরোজা পারভীন

ই বুক প্রকাশনাঃ মে ২০২১

অলংকরণঃ নিজ

প্রচ্ছদ, পেজ বর্ডার ইন্টারনেট থেকে নেয়া, ০০১৭১২২০০৬৬৭

সৌজন্য ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার হলো।

মোবাইলঃ ০১৭১১২২০০৬৬৭

মূল্যঃ ২০০/

কুশীলবঃ

রূপলাল

জাবেদ

নবীরুদ্দি

রফাতুল্যা

কিতার

বুড়ো

হামেদলী

মফেজ

বাবর

কুমেলা

আরজানে

রুশনাই

সমবেত

<u>কালাপানি -১</u>

স্থানঃ

কাজীর হাটের বাঁধ। ভাঙন কবলিত নিম্নবিত্ত মানুষেরা বাঁধের উপর আশ্রয় নিয়েছে। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত তাদের ঘর। সময় সন্ধ্যা। কিছু আশ্রিত মানুষ আলাপ করছে। তামাক পান চলছে। দূরে কোথাও ওঝাদের বিষ-বন্দনা গীত হচ্ছে - এলোমেলো বাতাসে মাঝে মাঝে তার শব্দ আসে। কেউ কান দেয়না তাতে - সাড়াদিনের ক্লান্তিময় আলস্যিতে তাদের আলাপ চলে ক্ষীণবহা নদীর মতো - শুধু দুখে নামের মানুষটি নদীর দিকে চেয়ে আছে - নিথর দেহ, অর্থব দৃষ্টিতে-

রূপলালঃ	আরে বাবর মিদ্দার কতা শোন আমার কাছে-তুরা কি জানি?
জাবেদঃ	কও, কও কাহা?
রূপলালঃ	বাবর মিদ্দা হলো তমিজ মন্ডলের ব্যাটা-
নবীরুদ্দিঃ	মন্ডলের ব্যাটা আবার মিদ্দা আয় ক্যাবে?
রূপলালঃ	সেই তো মজার কতা, বাবর আলী মিদ্দা বংশের মিয়েক বিয়ে হরে মিদ্দা অয়ছে-!
সমবেতঃ	হা -হা -হা !
নবীরুদ্দিঃ	লাউগাছে কুমড়ের ফলন কাহা!
রূপলালঃ	উয়্যার বাপ যে শ্যাষ বয়সে বিক্ষে হরে মরেছে- সে খবর জানিসন্যা?
রফাতুল্যাঃ	(হাঁপানীর রুগী) কও কি, (কাশে) উপেড়ে লকলকানে, নীচে দেহি পচা শিঁহেড়
রূপলালঃ	কতার মিদেন নোগ্ সাঁধাস ন্যা!
জাবেদঃ	রফাতুল্যা বাই, উঁহা আর খায়েনা, বুকখ্যান তো ঝাঁঝরা বানা ফেলিছ্যাও-
রফাতুল্যাঃ	গ্যাদাকালে চোখ লাগিছিলো, (কাশে) সেই যে চোখ নাগলো, আর ছাড়লো না। (রূপলাল তাশ হয়) এহন তো যাই যাই--
জাবেদঃ	কই কাহা, কও -
রূপলালঃ	তুরা কি আমার কতা শুনতিছিস? তোর মন নয়চে কো -নে -!
নবীরুদ্দিঃ	কও, কও -
রূপলালঃ	তে শোন, সে আমালে শ্যাখগরে ছিলো ষাঁটেল অবস্থা। শ্যাখেগরে বাড়ীৎ ঐ বাবর সিঁদ দিছিলো -পরে যহন কতাডা জানাজানি হলো মারির ভয়ে হে পলায়া গেল ঢাহার শহরে। সেহেনে বলে এক সন্ন্যাসী তাক্ একঝোলা টাহা দিছিলো।
নবীরুদ্দিঃ	হুঁহ্, সন্ন্যাসি উনার জন্যি টাহা জম্মা থুইছিলো - দ্যাহোগা কার মাতাা ফাটাইছিলো।
জাবেদঃ	পহটো মারব্যার পারে -
রূপলালঃ	অসুম্ভাব কিছুন্যা, রাজবাড়ীর যে বিহারী মওজনের সাথে হে গুই সাপের চামড়ার ব্যবসা হরতো, যুদ্ধুর বছরে তার সব টাহাই তো মারে দিলো -

---

১। ষাঁটেল - ডাকসাইট

২। চোখলাগা - কুদৃষ্টি লাগা (লোকবিশ্বাস)

৩। নোগ - আঙুল

নবীরুদ্দিঃ ফ্যাদাপচাল, ভাল্লাগেনা! বাজারের অবস্থা তো সুবিধের মনে অয়না কাহা। কামাই রুজি নাই। চালের দাম তো ফরফরা বাড় -

কিতারঃ কাহা -

রূপলালঃ উহঁ -?

কিতাবঃ আমি তো শ্যাষ অয়া গ্যালাম কাহা -

নবীরুদ্দিঃ বাঙে পড়িস্ হ্যা - দুঃখু কষ্ট জীবনের সাথি - জাবেদ বাঁচে নাই?

নবীরুদ্দিঃ কি যে কস মাঝে মদ্দি, পিত্তি জ্বলে, যুদ্ধুর বছরে তোর বাপ মাও মরেছে - তুই মরে গিছিস্?

জাবেদঃ বাঁচে আছি, বাপ মা মলিই কি ছাওয়ালপল মরে? বুহির মদ্দি ইটু খালিখালি লাগে - তাও বাঁচে আছি।

নবীরুদ্দিঃ ইয়েকই বাঁচে থাহা কয় -

জাবেদঃ তালি তাই।

কিতাবঃ প্যাটের মিদেন যে কোন শয়তান থাহে, মন কয় প্যাট ফাঁরে শালাক খুন হরে ফেলাই - (প্রস্থান)

রূপলালঃ হে, হে এই জেবনে অম্বা কতবার হলো -!

জাবেদঃ নবীরুদ্দিন বাই, মান্ষি কচ্ছে, বাঁধের পর বোলে আর থাহা যাবিন্যা-?

নবীরুদ্দিঃ কি জানি! চিন্তে হরতিও আর ভাল্লাগেনা- শালা তিতে অয়ে গেছে জীবনডা-

রূপলালঃ সেই কতাই ভাবি, জীবনভর খালি বাঙাবাঙি, গুষ্টিক শালার জেবনের, গাঙে থাহি সাড়াদিন গতরে মাছের আঁশটে গন্ধ, তাও শালার ভিটেবাড়ী ছিলো -!

রফাতুল্যাঃ তুমি আবার ক্ষ্যাপো হ্যা, (কাশি) ইটু আগেই তো হাস্লে-

রূপলালঃ বুঝিনে, কহুন আঁসাচাপে, কহুন কাঁদা চাপে, নয় বছর কালেত্তিন বাবার সাতে গাঙে নাবিছি, হেহ, গাঙের সাতে প্যাটের নাড়ির যেন গিড়ে মারা, গাঙ ছাড়্যা যাবো কোনেরে প্যাটের নাড়িৎ বড় টান লাগে -

রফাতুল্যাঃ কইছ্যাও ঠিক!

নবীরুদ্দিঃ লঞ্চের ঠ্যালায় তো আমারে বাঁশ চলে গেল কাহা, লাৎ চড়ার সোয়ারী নাই। আজ পাইছেলাম এক ভদ্দর লোক, ফুল প্যান পরা - পায় চামড়ার জুতে, মাজায় চামড়ার পেটি, গাজনার বিল যাবি, তিরিশ টাহা ভাড়া- কয় দশ টাহা! আধঘুন্টা চুপা বাড়্যা হলে কলাডা - তুলি নাই শালা শগুনিক -

---

১। ফ্যাদাপচাল - বাজে আলাপ
২। গিড়ে - গিঁট

রূপলালঃ আমারে অবস্থাও তাই! এমন একদিন ছেলো সোঁতের আঁশ দ্যাহেই কব্যার পারতাম, মাছ আছে, না কচ্ছপ আছে।

জাবেদঃ ক্যাম্বে হরে?

রূপলালঃ ক্যাম্বেযিন এটা গন্ধ নাগতো, একবার বাদার জোলায় মাছ মারতি যায়া পাও কাটাছিলো, রক্তের ঘিরান নাগছিরো নাহে - সেই রহম মাছ মাছ গন্ধ -

নবীরুদ্দিঃ মুন কয় রাতদিন এই কতাই ভাবো -?

রূপলালঃ মাতায় তো কত কতাই আসে - কামুখ্যা হলদার এন্ডিয়া যায়া কামুখ্যা মিত্তির অয়ছে, জাতঘর বদলায়া রক্ত বদল হরতেছে - কবে যে আমার রক্ত বদল অবি?

নবীরুদ্দিঃ বাদ্দেও - এটা শাস্তর ধরো -

রূপলালঃ শাস্তর আর কি কবো, দে-রে কিতাব -(হুঁকা নেয়)

জাবেদঃ কও,কও -

রূপলালঃ (সুখ টান দিয়ে) গুড়ুক গুড়ুক করোরে উঁহা মারো মাতার চিন্তে পোহা-

জাবেদঃ ধরো কাহা!

রফাতুল্যাঃ (কাশি) উহাড়া এদিক দিয়ো-

নবীরুদ্দিঃ তামুক আর খায়েনা, ছাড়ে দ্যাও -

রফাতুল্যাঃ এই আজই শ্যাষ! তামুক খায়েই ওটপো, কাল বেড়া যাাবো গাছ কাটপ্যার - (কাশি) করাত ভাড়া হরা নাগবি

রূপলালঃ তোর করাতখ্যান কি অলো?

রফাতুল্যাঃ করাত বেচে ইন্দেশন নিলেম, মরেই গেছিলেম! দেও -

জাবেদঃ কই কাহা?

রূপলালঃ নে ধর (রফাতুল্যাকে হুকা দেয় - ধুয়া ছাড়ে) যে কয় শাস্তর তার গুয়ায় থাহেনা বস্তর। তে শোন, এক রাজার ছিলো দুই রানী, বড় রানীর প্যাটে জরমালো এক বানর আর এক ধুইতুলি পক্কি, তারে নাম বুদ্ধ আর ভূতুম,

নবীরুদ্দিঃ কাহা, ঐ শাস্তর আর কদ্দিন শোনবো।

রূপলালঃ খুব ভাল্লাগে। *বুদ্ধ বানরের মত জীবন ধরে যুদ্ধু হরলেন, কিন্তূক মানুষ অওয়ার মন্তরডা পালেমনা-

নবীরুদ্দিঃ চিতেয় উঠলি পাবে-

রূপলালঃ কতা ঠিক! দুখে, এ দুখে তুই কিছু ক-

রফাতুল্যাঃ দুখেও কবি কতা যাই (কাশতে কাশতে প্রস্থান)

১। প্রচলিত রূপকথা

(বাতাসে বিষবন্দনা মন্ত্র স্পষ্ট হয়)

রূপলালঃ কোনহর ওঝা আয়ছে?

জাবেদঃ মানিকগঞ্জেত্তিন- তা কই, দুইদিন অয়া গেল বিস নামেনা - ওঝা কয় পীতরাজ গোক্ষুরির কামুড় লায়- কামুড় দেছে পাহাড়ে *সাপায় (নদীর গর্জন ওঠে বিষ বন্দনা মন্ত্রের সুর তাতে হারিয়ে যায়, চকিত হয় দুখে। উঠে দাঁড়ায তাকিয়ে থাকে)

নবীরুদ্দিঃ গাঙের দিক তাহায়া কি দ্যাহো ও দুখে বাই, দুখে বাই-

রূপলালঃ দেখছিস -দুখের বুহি নিয়েশ পড়েনা, দম আটকায়া তাহা নয়ছে। উয়্যার বুহির মদ্দি সাপ, একবার চম্পাবতী রাজকুমারী ফুল বাগানে বেড়াচ্ছে। এমন সুমায় এক আজদাহা নাক্ষস, সুতানলী শংখ অয়া নিঃশ্বেসের সাতে রাজকুমারীর বুহির মদ্দি চলে গেল। তারপরতিন নিশিরাত্র যহন রাজকুমারী ঘুমায়া পড়তো, ঘুমায়া পড়তে রাজ্যির সগল প্রজা, তহন আজদাহা নাক্ষস বাড়াতো। মায়ের কোলের মিদেন শিশু, সেই শিশুরে ধরে ধরে লিতো।আর মাও জন্ননী, ঘুমায়া ঘুমায়া স্বপন দ্যাহে, তার দুই আতের মদ্দি সোঁতের ল্যাহান কিযিন নামে যায়, মাও স্বপন ভাবে ছাওয়াল পেচ্চাব হরেছে। হাসে, মনে মনে কয় কি শয়তান! যহন ইটু চ্যাতন অয়, ভাবে ক্যারে, বুহির মদ্দি, নিথর হ্যা, খলবলায়া ওঠেনা হ্যা ছাওয়াল ছোট ছোট পাও দিয়ে বুহি লাত্তি দেয়না হ্যা, চমকে ওটে, চিক্কির মারে ওঠে...

(জনৈক বুড়ো কাঁপতে কাঁপতে প্রবেশ করে)

বুড়োঃ হেই রূপলাল, কি কস্ কি কস্?

রূপলালঃ এই শাস্তর কচ্ছি কাহা-

বুড়োঃ শাস্তর কয়া প্যাট ভরে? দুনিয়াডা কি শাস্তর কওয়ার জাগা?

নবীরুদ্দিঃ দাদা বসো -

বুড়োঃ উহাডা দে (বসে তামাকে টান মেরে) সেই আমলের মন মোহন তামুক, আহা (রূপলাকে) তোর কি মনে আছে? তোর বাবার ব্যবসাও ছিলো জুমজমাট, আমাওগবে ছিলো জোতজুমা-

রূপলালঃ সে কি আজকের কতা!

বুড়োঃ এহন বটগাছ অয়া গেছিরে - ঐ যে ঢালার চর, ভাঙ্গতি দেখলাম গড়তি দেখলাম, ভাঙ্গতি দেখলাম আবার গড়তি দেখলাম। হে -হে ইয়ের মিদেল কত মানুষ জরমালো, কত মানুষ মরলো, জনম ভরে খালি কাজ্যা দেখলাম, হেই, হেই লাদালরা এদিক আয়, ইটু ঘন অয়া বয়-

---

১। *সাপা - প্রচলিত লোককথায় পাখা বিশিষ্ট সাপ

২। *প্রচলিত - রূপকথা,

৩। নিশিরাতি - নিশিরাত্রি (জেলেদের উচ্চারণ)

৪। নিয়েশ- নিশ্বাস

নবীরুদ্দিঃ আগ্যা বসো - (সবাই ঘন হয়ে বসে)
বুড়োঃ ঢালার চর দেখছিস্?
জাবেদঃ দেখছি, ধান যা জরমেছে! তে মতলেব আলীরাও টোং বসায়া পওর দেয়। আগ্যানের জো নাই কের-
বুড়োঃ চোহির মদ্দি জ্বলে ওটেনা তোগরে, বুহিৎ ঢোল বাজেনা?
নবীরুদ্দিঃ কি কও?
বুড়োঃ পাঁচ কুড়ি বয়েস অবি সামনের অঘ্যাণে, এহ্লনো এই বুহি কান লাগা শোন, ঢাক বাজতেছে ধুরুম ধুরুম, হেই বেটা বিলির ছাউরা, হেই তুরা কি নুমা ছিড়িস?
জাবেদঃ দাদা কি কয় ?
বুড়োঃ ধান কাটে আন! ঢালার চর দহল হরে লে, ঢালার চর দুধির সব দহল হর। অ, তা পারবুন্যা- সে আমলে চাপাই নবাবগঞ্জেরতিন আম লয়ে যাতাম ঢাকায়, দেখছিলেম, *রানীমার পাছে সাঁওতাল বুনোরা খাড়াইছিলো - যুদ্ধ হরছিলো-। তুরা তো শালা বিলিরছাউ খ্যাতা মুড়ে দ্যা কুঁহাবের পারিস- হুঁহ, হুঁহ -
নবীরুদ্দিঃ খাও তুমি, এহ্লনো তো মর নাই।
বুড়োঃ (ক্ষেপে যায়) এহন আমি যাবো না! তোগরে তো কুত্তে জরম অয়ছে, ন্যাজ দাবায়া উহ্ন উহ্ন- হরিস ঐ বেটা শুনিস্ নাই, আমার লাঠি যহন গুরতো কোন শালা ছিলোনা সামনে খাড়ায়-
রূপলালঃ ঢালার চর তো সরকার আমাগরে নামেই দেছে কাহা -
বুড়োঃ সরকার দেছে তো দহল যা লাঠি ফালা লিয়ে বাড়া, তা যদি না পারিস,জমি খায়ছে গাঙে তো, ইবার মাছি নাগবো তোগরে বো,র পাছে - মাছি নাগবো হু হু !
নবীরুদ্দিঃ ভাল্লাগেনা, দাদা তুমিই কও কি হরবো? গাঙের মিদেন জমিগুলে চলে গেছে, আজ তিনডে বছর বাঁধের পর!মানষিক ঠিক পাব্যার দেইনে - ভিতরি ভিতরি পাগল অয়া গেছি দাদা, ঘোম নাই, ঘোম আহেনা- হারা রাইত দুইচোখ তাহায়া থাহে -
বুড়োঃ অবিই তো, অবিই তো, - হে- হে-হে পারতলে মাটি না থাকলি কি ঘোম আহে? ঢালার চর দহল হর -
রূপলালঃ জমি আমারে নামে শ্যান্ শ্যান্ আছে।
নবীরুদ্দিঃ কাগজপাতি বাবর মিদ্দার কাছে -
বুড়োঃ ও জারের ব্যাটা হ্যা তোগরে সাতে?

---

*রানীমা -ইলামিত্র।

জাবেদঃ সরকার যহন দেছে তহন পাবোই!
বুড়োঃ হুহ, একি কব্বরের মাটি পাইছিস, যে মরে গেলিই গাড়্যা থুবি। এ চরের মাটি, এ মাটিৎ বসতি তাগোৎ নাগে ! ভাবে পাইন্যা, জুয়েন মানষির রক্ত এ্যাতো টালা হ্যাঁ? হেই রূপলাল, হেই নবীরুদ্দীন, চল ঢালার চর দহল হরি - আবে গুলা ভরা ধান- ঠান্টা জান -হে -হে -হে বউ লিয়ে সুহী থাকপু .. হে -হে -হে কতা কসন্যা হ্যাঁ -এহ্?
নবীরুদ্দিঃ যাবো দাদা - !
বুড়োঃ এইতো বেটা ছাওয়ালের কতা - আমার নাঠিহ্যান তোকই দেবো যা-। ও নবীরুদ্দিন তোর বউ কি বাত নাদছে, সাড়াদিন কিছু খাই নাই - খুব ক্ষিদে-
নবীরুদ্দিঃ অম্বে হরে কওয়ার কি দরকার?
(বিষ বন্দনা থেমে গেছে বাতাস ভেসে আসে নদীর শান্ত সুর। ভাটির স্রোতের মাঝিরা ক্লান্ত কন্ঠে ভাটির গান গায়)
রূপলালঃ উহ্ গুমাট, বাতাস নাই- ইলশের ঝাঁক এই গরমে নিতল যায়- সুখ শান্তি নিতলে যায় - আহাল চাদ্দিক আহাল।
বুড়োঃ পোখ- পাহালীর গলার আওয়াজ শুদ্ধে বদলে গেছে- ও নবীরুদ্দিন চল-
(হামেদালীর প্রবেশ)

হামেদলীঃ	বাঁচলো না কাহা-
নবীরুদ্দিঃ	মরে গেছে?
হামেদালীঃ	হয়, পীৎরাজে বিষ তুল্লনা- কড়ি চালান দিলো - কড়ি চল্ল না, ওঝার কলো মানষি নষ্ট হরছে। আরজানে তো উপস্থিত মানষির লগে আতপাও জড়ায়া কাঁদলো আর কলো বাইসব *থমক তুল্যা আমার *বোর জান বিক্ষে দ্যান। তারপর ওঝা রুগীর মাতায় হাত দিলো- চুল উপড়ে গেল...
	(বাবর মিদ্দা এবং মফেজের প্রবেশ)
বাবর মিদ্দাঃ	জেব জন্তূর হাতে মরণ, বোদয় ভালো লক্ষণ। আমার বড় চাচা ধান *পওর দিব্যার যায়া দাঁতাল শুয়েরের আতে মারা গেছিলো! কপালে যেভাবে মিত্যু আছে ঠ্যাহানের রাস্তা নাই- চাচা, সালামালেকম -
বুড়োঃ	হুঁহ -
বাবরঃ	রূপলাল, অগ্রিম টাহা নিছিস্ মাছ দিসন্ে এদিক ঢাকার মওজনের কাছে আমার *সুরমান থাহেনা।

১। *থমক -মন্ত্রে সাম্মাহন
২। *বোর- বউয়ের
৩। *সুরমান সম্মান
৪। *পওর- পাহারা দেয়া

রূপলালঃ	মাছ পাইনে, গাঙে মাছ কুমে গেছে, মিদ্দা সাপ
বাবরঃ	তার আমি কি জানি, পুরষ্যা মানষির ভাতার হচ্ছে টাহা, আমার হাতে টাহা না থাকলি ভাল ঠ্যাহেনা-
মফেজঃ	ক্যাম্বেযিন বিধবে বিধবে ঠ্যাহে -
বাবরঃ	দোস্ত মিয়ে -
মফেজঃ	জ্বে -
বাবরঃ	ঢাহার মওজন আমাগরে য্যাম্বে চাপ দেয়, সেই চাপ ইটু উয়্যারে দিবেন। বুঝিস্ন্যা তুরা এ্যাতো সুযোগ সুবিধা তোগরে দেই- এই যে এহন আরজানে সাপুড়ের বউ সাপের কামুড়ি মলো - কাফনের টাহা নাই - দিলাম- যাক নিজির কতা নিজি কলি আল্লা গুনা দেয়- (চলতে থাকে) দোস্ত মিয়ে!
মফেজঃ	কন্-
বাবরঃ	পুরান মানুষ বূলতি এই কয় ঘরই বাঁচে না?
মফেজঃ	জ্বে, যাগরে অবস্থা ভালো ছিলো অন্য জাগায় বাড়ীঘর বানায়ছে - ইরা গেলিই ছাপ অয়া যায়-
বাবরঃ	সব শালা হারামী - টাহা পযসা খরচ করে হজ্ব করে আলাম, গাঁও শুদ্ধে লোহেক আরবের খাজুর আর জমজম কুয়ের পানি খাওয়ালেম, তাও শালারা আমাক হাজী কয়া ডাহে না -শালা হারামীর বাচ্চারা -(প্রস্থান)
নবীরুদ্দিঃ	ও শালার কাছতিন টেহা নিছ্যাও কি কামে - দিয়ে দিব্যার পারোনা!
রূপলালঃ	অভাবে পড়ে লিছিলাম, আল্লাদ করে তো নেই নাই -
বুড়োঃ	কিসির টাহা ?
জাবেদঃ	বাবর মিদ্দা ঢাহার মওজনের লোতুন *ফরে-
রূপলালঃ	ফরে না, যমুনে সটার লোতুন *নাং! হলদার অয়েও যদি না বাঁচপ্যার পারি, গাং দিয়ে কি অবি? মরে যাক, মরে যাক, যমুনে শালির বিটি শালি মরে যাক্ উয়্যার সাড়া শরিলি কুরিকুষ্টি ধরুক, মরে যাক, মরে যাক (আলো নিভে)

১। *নাং - অবৈধ প্রেমিক
২। *ফরে-ফরিয়া

<u>কালাপানি -২</u>

নবীরুদ্দিনের ঘরের সামনে। সময় সকালের দিক। বৈঠার বাঁধন দিতে নবীরুদ্দিন ব্যস্ত সোহাগী খাবারের সানকী ধুয়ে ছিকেয় তুলে রাখে

সোহাগীঃ আচ্ছা, আমার চুড়িগুনে বেচলি ইটু জাগা কিনা যাবিন্যা? হ্যানে থাকতি আর ভাল্লাগেনা, শালিকির ক্যাচব্যাজানি!

নবীরুদ্দিঃ (বিরক্তি সূচক শব্দ করে) তোক লিয়ে অয়ছে যন্ত্রনা। দুই ভরির দুইহ্যান রূপের চুড়ি বেচপ্যার গেলি জগদীশ কম্মকার দাম দিবিনি মোটে চল্লিশ টাহা - এক কাঠা জাগা কিনতিউ লাগে ফ্যালাছাড়া পাঁচশ টাহা-

সোহাগীঃ পাঁচ শ -ও টাহা! বাবা -

নবীরুদ্দিঃ তোর বাপ তো আর কিছু থুয়ে যায় নাই, যে সেহেনে যায়া ওটপো। আমারে কফিলদ্দিন, ভিটে গাঙের মিদেন যায়া সুমুর পালোনা, শ্বশুড় আসে নিয়ে গেল - বাড়ি হরার জন্যি আধ বিঘে জাগা দেছে। আর আমি বেটা শালা যেদিন বিয়ে হরিছি- সেই দিনই মরিছি- এহন ভূত অয়া ঘুরে বেড়াচ্চি-

সোহাগীঃ গরীব মানষির মিয়া আমি, যা কবে মুখ কান বুজে শোন লাগরি - যদি সাধ্যি থাকতে-

নবীরুদ্দিঃ গরীব মানষির মিয়েগবে নানান দোষ, পুরষ্যা মানষিক লগে তাগরে পীরিতির ভড়ং, আসল পীরিত ভাতের নগে।

সোহাগীঃ গাও জ্বালানে কতা কয়ো না-

নবীরুদ্দিঃ ও যে কিতাবালী আজ দুইদিন নায় ভাতের অভাব - বউ পলালো হ্যাঁ - ভাতের লেগেনা?

সোহাগীঃ দ্যাহোগা কিতাব আলীরও দোষ আছে!

নবীরুদ্দিঃ কিসির দোষ? ভিটে বাঙেছে - লাও বেচেছে জাল বেচেছে- বেচে এলহা খায়ছে না- শালা মিয়া মানুষ আর *কায়া হুমান, ভাত ফুরেলিই নাই..!
(আশেপাশে ডুগরে কেঁদে ওঠে কেউ) আবার কাঁদে কিডা, সহ্য অয়না! কতা কম্না হ্যাঁ কাঁদে কিডা?

সোহাগীঃ দুখের মাও। হে তো সারাদিনই কাঁদে, একটাই ছাওয়াল তাও পাগল অয়া গেছে!

নবীরুদ্দীনঃ সগলেরই তো একই অবস্থা- (চীৎকার করতে করতে কুমেলা বিবি মঞ্চে প্রবেশ করে দুখে ক্ষিপ্ত অবস্থায় একটা খড়ি দিয়ে মাকে আঘাত করে)

১। হ্যানে- এখানে
২।* কায়া- কাক

কুমেলাঃ ও নবীরুদ্দিন (সোহাগী তাকে নিয়ে ঘরে যায়)

নবীরুদ্দিঃ এ শালার পাগল থাম্- খবরদার (জাবেদ, রূপলাল ছুটে আসে) ধর জাবেদ - ধর শালাক- (রূপলাল জাবেদ ও নবীরুদ্দিন সবাই মিলে বেঁধে ফেলে)

রূপলালঃ কষ্যা বাঁধ, কষ্যা বাঁধ, পাগল অয়ছে, পাগলামী হরে !

নবীরুদ্দিঃ কেউ কিছু কয়নাতো, আসপদ্দা মাতায় ওঠেছে- এহন লাত্তি গুড়ি দ্যা লামান নাগবি।

জাবেদঃ এই খড়ি দিয়ে মাক বাড়ি দেছে - কি আক্কেল, দেই গুটা দুই (জাবেদ বাড়ি দেয়, অগ্নিদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে দুখে) বয়,বয় হ্যানে-

রূপলালঃ ব্যতা নাগেনা? বাবা ঐ রহম ব্যতা তুমার মার শইলিউ লাগছে -

জাবেদঃ দেহিছিস নবীরুদ্দিন বাই ক্যাম্বে হরে তাহা নয়ছে- দেই শালাক-

নবীরুদ্দিঃ থাক্ আর মারিসন্যা, থাক (আদর করে দুখের মাথায় হাত দেয়) মাক মারিস ক্যা হ্যাঁ? মার কি দোষ আমারে তো সগলেরই দুঃখীর কপাল- (দুখে নিঃশব্দে কাঁদে)

রূপলালঃ কাঁদ্যা তো লাভ নাইরে বেটা, শক্ত অয়া থাহো। শিহেড় বাড়াও, এই জেবনবিক্ষের শিহেড় পাতাল পৌছে দেও, চাদ্দিক ছাড়ায়া দেও, তেয়গা ঝড়ের নগে নাড়াই হরব্যার পারবে-!

(বাবর ও মফেজ প্রবেশ করে)

বাবর মিদ্দাঃ এই জেবনে দুঃখু কম পোয়াই নাই-

মফেজঃ জ্বে

বাবরঃ সদর ঘাট কত যে রাত কাট্ছে - একরাতির তো একবেটা পুলিশ, ঘোমের মদ্দি কান ধরে এমন জোরে টান মারছিলো মিটফোড হাসপাতালের ভুড়িয়ালা ডাক্তার দিছিলো তিন সেলাই -

মফেজঃ জ্বে, কান বোদয় ফুলে পাহে পুজ অয়া গেছিলো - আহারে-

বাবরঃ জেবনডাও ঐ রহম, টাহা না থাকলি ফুলে পাহে পুজ অয়া দুগন্ধ বাড়ায়। বাদেনীরা দশ আঙুলির কিরামতির কথা কয়না?

মফেজঃ জ্বে কয়-

বাবরঃ যে মানুষ কিরামতি জানে - তার আতের তালুৎ *নিয়েরের পানির ন্যাগাল সুখ টলমল হরে। আচ্ছালামো আলাই কম-

নবীরুদ্দিঃ আলেই কম ছালাম - কোনতিন?

বাবরঃ আল্লার দুনিয়া ঘুরে আলাম।

মফেজঃ খালি মক্কাশরীফ বাদে-

বাবরঃ যাবো দোস্তমিয়ে, আল্লাহ বরাতে থুলি আবার যাবো - ইবারই য়েচ্ছে ছিলো (দুখে কে দেখে ছির চুক চুক করে) অল্পবয়েসে বেরেনডা ডিফিট খাল্যা -আহা!

মফেজঃ দোস্তমিয়ে, আপনে ইবার হজ্বে গেলি মোকছেদ ডাহাতির তদবীর কিডা হরবি!

বাবরঃ সেইজন্যি তো কচ্ছি য়েচ্ছে ছিলো উপায় নাই। কলূন্যাতো তুরা কেম্বে আছিস, ভালো না মন্দ না মেডিয়াম?

নবীরুদ্দিঃ চলে যাচ্ছে-

বাবরঃ আমি ভালে নাই, তুগারে জন্যি তো জেবন নিক্ষয় হরে দিলাম- সামান্য কিছু বাহী ছেলোরে রূপলাল,

রূপলালঃ আজই শোধ অয়া যাবিনি-

বাবরঃ আর দেওয়া লাগবিন্যা, হিসেবের খাতাত্তিন নাম কাটে দিছি টাহা পয়সা লাগলি নিস- আর শোন যে কতা কওয়ার জন্যি আইছি।

মফেজঃ হয় মাত্তর দুই তিনডে কতা, মছলা মাছায়েল-

বাবরঃ থন আপনের মছলা পরশুদিন গেছিলাম পাবনার টাউনি। মোকছেদের ইটু তদবীর হরার নেগে তে এনিজনিয়ার সায়েপের সাতে দ্যাহা অইছিলো - তহন বেলা-

মফেজঃ তিনডে চারডে অবি-

বাবরঃ ঐ রহমই। এনিজনিয়ার সায়েপ তো তুগারে সাতদিনির সুমায দেছে-

নবীরুদ্দিঃ সুমায় কিসির?

মফেজঃ সুমায কি দিব্যার চায়, আমি আর উনি তো পাও জড়া ধরে সুময় লিছি

বাবরঃ থাক্ ও কতা মানষি বিশ্বেস হরবিন্যা, চোহি দেহে বিশ্বেস হরেনা?

রূপলালঃ কলেন্না তো কিসির সুমায় দেছে?

১। *বাদেনী - বেদেনী
২। *নিয়ের - শিশির

বাবরঃ কচ্ছি, কচ্ছি, কওয়ার জন্যিই তো আইছি। ঐ এক শালা মোকছেদ, ডাহাতি হরে ধরা পলো, তদবীর না হরেও পারিনে। তুগারে ঘরবাড়ী বাঙেছে, এহন গাঙ শালিকির নাগাল বাঁধের পর লইছিস- ইয়ের পর যদি জুলুম অয় ক আমার জানের মদ্দি কেবে ঠ্যাহে? সেদিন এনিজনিয়ার সয়েপের পাও ধরার চায় যদি আরো কিছু ধরার থাকতো, তাই ধরতাম- ইয়ে ছাড়া উপায় ছিলোনা-

মফেজঃ তাই, তাই। দোস্তমিয়ের সে কি কান্নন । এই রহম কান্নন তিনবার দেহিছি- একবার উনার মরহুম আব্বাজান ইন্তেকাল ফরমালেন। আরেকবার শাজাদপুর হাটে পহট মারার দুন্নামে...

বাবরঃ (রাগত) থামেন, নাদানের মতো কতা কব্যান না, মুহী বেরেক লাগান।

নবীরুদ্দিঃ আমরা অতো কতা শূনব্যার চাচ্ছিনে-

বাবরঃ বেশী কতা কওয়া লোহের বিপদে বেশী। এক লোক গল্প হরতো আমি অমুক জাগায় *ডাহাতি হরিছি। তমুক জাগায় ডাহাতি হরিছি। তহন বিটিশের আমাল - *লাল পাগড়ীয়ালা আসে ধরে নয়ে গেল ব্যাটা গপ্পের - তারপর মাররে মার প্যাট পাঁরায়া আড়িশ বাই হরছিলো-

রূপলালঃ আপনেও তো কমে ছাড়তিছ্যান না...

বাবরঃ কতায় কতা ওটে। এনিজনিয়ার সয়েপ কয়ছে বাঁধ হলো গরমেনের জাগা। এ জাগা ছাড়্যা দেওয়া লাগবি। ইডা কারু ঘর তূলার জাগা ন্যা, বাগুন গাছ লাগালের জাগান্যা-

নবীরুদ্দিঃ থাক্প্যার তো মন কয়না, কিন্তুক ঠ্যালায় পড়ে নয়ছি

বাবরঃ তুরা কেবে আছিস না আছিস, তাৎ কেরু কিচ্ছু আসে যায়না, গরমেনের জাগা ছাড়ে দে -

নবীরুদ্দিঃ আপনের কতায়-?

বাবরঃ আহা, আমার কতায় ছাড়ে দিবিহ্যা- আমি কিডা! আমি তো তুগারে বাই। কি হরি নাই তুগারে জন্যি, ঢালার চর তুগারে নামে শ্যানশ্যান হরালাম, তুরা দহল নিবের পারিসন্যা এহেনে থাহিস অন্যায়ভাবে এহন তুগারে পাছায় কেই যদি বাড়িদ্যা নামা দেয় আমি কি হরবো?

নবীরুদ্দিঃ কাহা (রূপলালকে) বুদ্ধি দ্যাও

রূপলালঃ বুদ্ধি নাই - গাঙের সোঁতে বাস্যা গেছে-

১।*নীল লোহিত - প্রমথ চৌধুরী

.২। *লাল পাগড়ীয়ালা - বৃটিশ সরকারের পুলিশ

বাবরঃ ওসব কতা মানষি কি কামে কয় বুঝিসন্যা! শোনেক- তুরা যারা বাঁধের পর নইছিস আঁড়ি চাঁদা তুলে আজার দুই টাহা দিগা - খয় খরচা হরে থু আসপেনে না অলি আমি ঠ্যাহাবের পারবোন্যা ! কি কস?

নবীরুদ্দিঃ দুই আজার টাহা!

রূপলালঃ হে -হে -হে বিনি-নুনি পান্তা খাই, টাহা -হে- হে হে-

বাবরঃ তালি কি আর হরা যাবি, যাক গেন-

মফেজঃ যাওয়া নাগে দোস্তমিয়ে (ইতিমধ্য মফেজ দুখের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়)

বাবরঃ হয় যাওয়াই নাগে যে কতা কল্যাম চিন্তে হরে দেহিস-(দুখে হঠাৎ মফেজকে খামচে ধরে)

মফেজঃ আঃ আঃ বাবারে - (সবাই চমকে তাকায়)

বাবরঃ কি অলো -?

রূপলালঃ ছাড়ে দে -দুখে-

নবীরুদ্দিঃ দুখে বাই ছাড়ে দে ছাড়ে দে কচ্ছি- (ছেড়ে দেয় চোখ জ্বলতে থাকে)

বাবরঃ উয়্যার গায় কি লুটিপিটের গন্ধ পালু বাপ, যে কুত্তের মতন হাবল্ মারলু? এতো ক্ষেপা ক্ষেপিছিস - আহা-

নবীরুদ্দিঃ আর কব্যান্না, উয়্যার মাক যা মারেছে আজ!

বাবরঃ মাও জন্ননীর গায় হাত তুলিছিস! হারামীর বাচ্চা হারামী, জ্বলে পুড়ে শ্যাষ অয়া যাবু। যাই, তুরা তো কিছুই পারিস ন্যা , ঢালার চরের দিক তাহালি জান টালা অয়,কাগজপাতি সব টিকঠাক- তুরা দহলডাই নিব্যার পারলুন্যা যাগ্গেন (দুখের দিকে) কেবে হরে তাহাস্ এ্যাঁ, কুত্তে ক্ষেপা ক্ষেপিছিস, অতো ক্ষেপা ভাল্লায় (প্রস্থান)

রূপলালঃ তুমার চোহিও তো শয়তানের আগুন জ্বলে

(শ্লথভঙ্গীতে কিতাবালী আসে)

নবীরুদ্দিঃ কিতাবালী -

কিতাবঃ মুখখ্যানে তো কলংকের কালিত ভরে গেল নবীরুদ্দিন -

নবীরুদ্দিঃ কি আর হরবি, ধরেনে কপালে ঐ ছিলো-

কিতাবঃ শান্তিপাইনে, ভাবব্যার পারিনে যে পক্ষী বারো বছর ধরে পুষলাম যার টলটলা মুহীর দিক চায়া, নাউ বেচলাম, জাল বেচলাম ভিক্ষের ঝোলা কাঁধে নিলাম, হে আমার গায় কালি ঢাল্যা পলা গেল, পলা যাব্যার পারলো?

রূপলালঃ মাতা খারাপ করিসন্যা -

কিতাবঃ বিশ্বেস করো কাহা, কয়ডা রাত একফুটা ঘোম নাই, আমার বু্হির মদ্দি জ্বলে, জ্বলে পোড়ে - আমি যে কি হরবো- !

নবীরুদ্দিঃ কিতাবালী!

কিতাবঃ কি যে হরি নবীরুদ্দিন - আমার সগল স্বপন সাধ আল্লাদ বিষ কাঁটা অয়ছে - তারপর কোলের গেদা যহন মাও মাও হরে কাঁদে - বুহির মিদেন যে কেম্বে হরে ওটে মন কয় আমার জেবনে আধার ছাড়া কিছু নাই!

আধার কালাপানির মিদেন আমার চোকদুড়ে বাস্যা বেড়ায়, বাতাস গেদা ছাওয়ালডার কান্নন, নবীরুদ্দিনরে আমি শ্যাষ অয়া গেছি!

নবীরুদ্দিঃ চুপ করে থাক, পুরষ্যা মানষির অতো ভাঙে পলি চলেনা। এ সোহাগী - সোহাগী
(সোহাগী ঘর থেকে উকি দেয়)

সোহাগীঃ কি কও?

নবীরুদ্দিঃ তাল মরিচ দ্যা চারডে হুরুম মাহাদে-

সোহাগীঃ দেই - (ভেতরে যায়)

কিতাবঃ শালিক খুন হরে ফ্যালবো-

রূপলালঃ মাতা খারাপ হরিসন্যা, চুপচাপ থাক- কামকাজির চেষ্টা হর- উঠিরে নোতুন খরা বাঁধা নাগবি।

নবীরুদ্দিঃ কোন জাগায়?

রূপলালঃ যমুনার মুহী (সোহাগী মুড়ি মাখতে মাখাতে প্রবেশ) (রূপলাল যেতে থাকে)

সোহাগীঃ কাহা, মুড়ি খায়া গেলে না?

রূপলালঃ নারে বেটী, আরেকদিন খাবো (প্রস্থান)

কিতাবঃ ভাবী কেম্বে আছেও?

সোহাগীঃ ভালো আছি বাই।

কিতাবঃ আমাক তো *শোথ করলেনা, আমি কেম্বে আছি?

সোহাগীঃ কাটা ঘায় আর নুনির ছিটে দিব্যার চাইনে বাই, কোন মুহী কতা কবো একজন দোষ করলি জাত শুদ্ধে দোষ অয়-

নবীরুদ্দিঃ (মুড়ি খেতে থাকে দুখের দিকে নজর যায়) দুখে বাই খাবু চারডে, আম্বে হরে তাহা
থাহিস কি কামে হেহ-?

সোহাগীঃ তুমরা কতা কও (প্রস্থান)

নবীরুদ্দিঃ তুই কেম্বে আছিষ না আছিস, তোর ভাবীক কওয়ার দরকার কি? মাগী মানুষ হলো ইল্লেত বালাই , গন্দল ফল আগে খাইছিলো কিডা?

১। *শোথ - জিঞ্জাসা

নে হুরুম খা (ধীর গতিতে কিতাবালী মুড়ি খেতে থাকে) আরে কিডা গো, কোনতিন ? (দাতারা কাঁদে রুশনাই বয়াতীর প্রবেশ)

রুশনাইঃ নগর বাড়ীৎ গায়েন দিছিলো মওজনরা। রাজাপুরির উম্বর বয়াতী আইছিলো পাল্টা গায়েন।

নবীরুদ্দিঃ ইস ইক টু খোঁজ পাই নাই, ইস! কত পাল্যা?

রুশনাইঃ টাহা তিরিশক ! যা দিনকাল পড়েছে টাহা আর টাহা ন্যা, বানের পানি! আসে ঠিকই, কিন্তূক যাওয়ার সুমায় *অজেন্ন অয়া বাড়া যায়! তুমার চলতেছে কেবে?

নবীরুদ্দিঃ জোত জুমা তো নাই , এহন অইছি পাটনী! চলে -

রুশনাইঃ (মাথা ঝাঁকায় ঘন টোকা দেয় দোতারার তারে) (গেয়ে ওঠে)

তুই বিনেও দিন তো যাবি কালা
তুই বিনেও দিন তো যাবি ,
না হয়, মধুর চাঁদখ্যান আগুন হরি
মধুর চাঁদখ্যান আগুন হবি,
তাও, তুই বিনেও দিন তো যাবি

হা- হা- হা- তাইন্যা নবীরুদ্দিন, বাই দিন তো বসে থাহেনা, দিন চলেই যায়

নবীরুদ্দিঃ সেইজন্যি ভাবিন্যা, যা থাহে কপালে। ধরো এটা গায়েন - খানিক শুনায়া মনডা উদাস করে দিলে

রুশনাইঃ শোন নোতুন এটা গায়েন বাধছি (ইতিমধ্যে সোহাগী দুয়ার ধরে দাড়ায়, দুখের মা এসে বারান্দায় বসে)
কিতাবে জন্মান্তর বলে
মানুষের কি হয়
পাগল রুশনাই পায়না ভেবে
নশ্বরে অবিনশ্বরে জন্মান্তরে হয়।।
সর্পেতে খোলস বদলায়।
পিপেড়ির ও পাখা গজায
আবার একজনমেই বনের বিছা
প্রজাপতি হয়।।
পথের ফকির বাদশা হয়
বাদশা আবার ফকির হয়
একজনমেই এক জীবনে
কত বদল হয়।।
(কিতাবালী বেরিয়ে যায়। দুখে কাঁদে ফুপিয়ে ফুফিয়ে হাত বাঁধা থাকার কারণে বন্যপশুর মতো বাববার চোখের জল কাধের সাথে মুছতে চেষ্টা করে - পারেনা- চোখের অবিরল ধারায় ভিজতে থাকে) যাই গো নবীরুদ্দিন বাই, দেহা অবি - (যেতে থাকে)

নবীরুদ্দিঃ সামনে গায়েন অলি সুংবাদ দিলো- (দুখের মা নেমে আসে দুখের কাছে- বাধন দেখে, রূপলাল আসে) কি চাচী, বান্নন খোল কি কামে?

কুমেলাঃ ইস, দড়ির বান্ননে রক্ত জমাট বাঁধছে - ইস (খুলতে থাকতে)

নবীরুদ্দিঃ ছাড়্যা দ্যাও কি কামে থাক আম্বেই-

কুমেলাঃ আমার ছাওয়াল কি চোর যে চোরের ন্যাগাল বাঁদিছ্যাও? (রূপলাল হাসে)

নবীরুদ্দিঃ কাহা, সামলাও!

রূপলালঃ ছাড়্যা দে-

কুমেলাঃ ও বাপ নবীরুদ্দিন, মার সামনে যদি ছাওয়ালের আত পায় দুড় পড়ে, সে দড়ি যে মার প্যাটের লাড়িৎ গিয়ে মারে বাপ! আমার ব্যাটা ভালো থাকতি তো ভাত কাপুড় কম দেয় নাই-

নবীরুদ্দিঃ (ছেড়ে দেয়) যাও, নিয়ে যাও (দুখে কুমেলা বিবির প্রস্থান)

রূপলালঃ অরুপ কুমার যহন ফির্যা আলো অন্ধ মাও জন্ননী কালো এ ছাওয়াল আমার- দ্যাশের প্রেজারা হাসে, কানা বুড়ী কয় কি! সগলে কয় ও বুড়ী আর মানুষ হাসায়োনা ও পালেয়ান হ্যা তুমার ছাওয়াল অবি। বুড়ী চিক্কুর দিয়া কয়, আমি অন্তরের চক্ষু দিয়ে দেখতিছি- এ আমার অরুপ কুমার - আমি পেরমান দেহাই এই কয়া বুড়ী উল্টামুহী খাড়ায়া আপন স্তন্য টিপে ধরলো সেই স্তন্যেরত্তিন দুধির ধারা ছুট্যা পরলো অরুপ কুমারের মুহী ------
মার মনরে নবীরুদ্দিন মার মন (আলো নিভে)

(প্রচলিত উপকথা)

<u>কালাপানি -৩</u>

(সন্ধ্যা। পাশের বাড়ী থেকে সোহাগী আলগা বাতি ধরিয়ে নিজের ঘরে সন্ধ্যা দীপ দেয়। দুখের মা আসে।)

কুমেলাঃ সোহাগী লো কোনে গেলু? একটানে আটে আলা, সেই মোলই কবরেজের বাড়ীত্তিন। আমারে দুখের ওষধ দেছে। ওনার কাছে আবার জ্বেন পরী আসে তো! জ্বেন পরী বলে কয়ছে, আমারে দুখে বালো অয়ে যাবি। তাই যিন অয় মা আল্লা যিন তাই হরে।(বারান্দায় বসে। সোহাগী আসে)

সোহাগীঃ দুখে বাই বালো হোক আমরাও তো চাই। কতদিন যে কয়ছে ও ভাবী আমার বুন নাই। তুমি আমার বুন। ভিটে যেদিন গাঙে পলো সেদিনিত্তিন আর কতা কয়না। মুখখ্যানে দিক তাহালি সহ্য অয়না। ঘোম না পারা চোক দুটে ভাটার আগুনিক মতো জ্বলে - আবার কোন সুমায় মনে অয় ঘুলাম্যায় এহ্লনি জপ জপা বিষ্টি নাবাবি।

কুমেলাঃ বড় আহালে উয়্যার জরম অইছেলো, খালি ভাতের জন্যি পরের দুয়েরে দুয়েরে জীবন নিক্ষয় হরে - উয়্যাক মানুষ হরিছি মা- আমার সেই কষ্টের ছাওয়াল এহন আমার সামনেই পাগল অয়া ঘুরে বেড়ায়! মা রে দুঃখির কপালে সুখ সয়না-(কেঁদে ফেলে)

সোহাগীঃ ওষধ পত্তর খাওয়াও, আল্লার রহমে সব ঠিক অয়া যাবি, কত মানষ্যারই তো বাও বাতাসে লাগে ঐ রহম অয় আবার বলোও অয়া যায়-।

কুমেলাঃ সেই দুয়া হরিস মা (চোখ মুছে) তোর জন্যি এটা গাছ-ন আনছি

সোহাগীঃ আমার জন্যি গাছ-ন আনইছ্যাও! দেহি দেহি। কেম্বে খাওয়া নাগবি?

কুমেলাঃ খাওয়ার নেগে না-

সোহাগীঃ তে?

কুমেলাঃ রূপের কবজে ভরে মঙ্গঁলবারে নাল সুতে দ্যা মাজায় বাঁধে থুয়া নাগবি।

সোহাগীঃ দেও (যত্ন সহকারে আঁচলে বাঁধে)

কুমেলাঃ নবীরুদ্দি আসে নাই?

সোহাগীঃ না। বাড়ীৎ চাল নাই, আসপিনি তো নাক্ষসের ক্ষিদে লয়ে!

কুমেলাঃ যাইরে মা! (প্রস্থান)

(চারদিক অন্ধকার সোহাগী আঁচল হাতড়ে দেখে, নেশাগ্রস্ত হযে পড়ে সন্তানের স্বপ্নে। আপন বিশ্বাসের বৈভবে উজ্জল হয়ে ওঠে মুখ। আচলের গিট খুলে গাছের শেকড়টি হাতের তালুতে রাখে, মোহাবিষ্টের মতো কথা বলে। শনশনা বাতাসে ধবস নামার শব্দ আসে । তার ভবনা স্থালিত হয়, স্খালিত ভাবনায় যোগ হয় নদী।)

১। *বাওবাতাস- এখানে খারাপ বাতাস লোকবিশ্বাস - কোন কোন বাতাসে দুষ্ট আত্্াভর করে ঘুরে বেড়ায়। সে বাতাস কারো গায়ে লাগলে দুরারোগ্য ব্যাধি হয।
২। মোলই - মৌলবী

সোহাগীঃ গাঙের কি গজ্জন! খলবলায়া চলে। প্যাটের মিদেন রক্তে ছাওয়াল আও হরে কতা কয়ঃ লাত্তি মারে, খলবল হরে ফুলনাড়ি খামচা দিয়ে ধরে - ইঃ... । রক্তের মিদেন পুন্নিমার চান বাস্যা আসে- আমি আত বাড়ায়া সে চান ধরবো - কোলে তুলে নেবো আদর হরবো চুমে খাবো মাঝি, ও মাঝি, ঐ দ্যাহো-ঐ দ্যাহো আমার রক্তে পুন্নিমার চান বাস্যা আসে (আছন্ন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে নবীরুদ্দি আসে)

নবীরুদ্দিঃ সুয়াগী, হেই সুয়াগী, বাত্তিডা ইটু বারান্দায় আন কি আঁধার! (সোহাগী দেখে) ও কি -রে! ভর কালি সাঁঝে তুই এম্বে খাঁড়া আছিস হ্যা?

সোহাগীঃ কেবলি দুখের মার নগে কতা কলাম তো!

নবীরুদ্দিঃ অ। ধর, চাল ধর। তাড়াতাড়ি বাত ফুটেনে (চাল দেয়) চাই! ক্ষিদে, শালা লাক্ষসে ক্ষিদেরে-!

সোহাগীঃ হ্যানে খাড়াও, পাটি আনে দেই। বাতাসে বসে জিরেতি জিরেতি অয়া যাবিনি- (সোহাগী ভেতরে যায়, কাঁধের গামছা দিয়ে বাতাস খায়)

নবীরুদ্দিঃ আত পাও শালার বিষ! পাটনীর কাম হরে মানষি? শালা জেবন শুদ্ধে বিষ অয়া গেছে। দাদা ঠিকই কয়, বাঁচে থাহার জন্যি কাজ্যা মারামারির দরকার- সুখ শান্তির দরকার - নাআলি কিতাবালীর বৌ পলা গেল আমারে বউ যাতি কতক্ষণ! আমারে ঘরে নক্ষী আর মাংনা মাংনী আসতেছে না - শালা নক্ষীর চুল চাপে ধরে আনা নাগবি- -। ঢালার চরে ধানে রং ধরেছে, ধানের নাম বাঁশীরাজ -হে - হে মটকা ভরা ধান থাকলি তো মনে বাঁশী বাজেই (রূপলাল চাল ডালের টোপলা মাথায় নিয়ে প্রবেশ করে) কাহা, চল্যা আল্যা?

রূপলারঃ হহ। আলাম। চালের যা দাম, সাড়াদিনের মাছ বেচেও দিনির খোরাক ওটেনা-তারপর ফরের ঠ্যালায় শ্যাষ।

নবীরুদ্দিঃ বসো।

রূপলালঃ সদাই গুনে দি আসি (প্রস্থান) সোহাগী পাটি নিয়ে আসে, বিছায়ে দেয়)

সোহাগীঃ বুঝলে -?

নবীরুদ্দিঃ হুঁ

সোহাগীঃ দুখের মাও এটা গাছ দেছে

১। পাটনী - পারাপার যিনি করেন।
২। ফরে - ফড়িয়া
৩। সদাই - সওদা

নবীরুদ্দিঃ পার তলে মাটি নাই গাছ লাগানোর সখ! কিসির গাছ?

সোহাগীঃ (হাসে) তুমি যে কি-! এ আলো আমার বিরামের গাছ, রূপের কবজে ভরে মঙ্গলবারে মাজার বাঁধা নাগরি। এটা রূপের কবজ বানা দেওনা!

নবীরুদ্দিঃ টাহা আসপি কোনতিন? যহন টাহা অয় বানা দেবো, তোর মতন আমার অতো আল্লাদ নাই!

সোহাগীঃ এটা কিছু চালিই তুমার মাথা গরম অয়। ক্যা, ক্যা আমি মানুষন্যা, আমার সাধ আল্লা নাই? (কেঁদে ফেলে) মিয়ে মানষির কোল ভরা না থাকলি মানষি আটকুড়ে কয়, মুখ দেখলি অযাত্রা অয়- আমি সহ্য হরব্যার পারিনে, সহ্য অয়না (প্রস্থান)

নবীরুদ্দিঃ আমার তো সহ্য অয়। মানষি ঠাট্টা হরে কয়- আমি বলে ব্যাটা ছাওয়াল ন্যা, মাতার মদ্দি তো তহন আগুন ধরে যায়, আমি তাও সহ্য হরি, আমি তাও সহ্য হরি তুই সহ্য হরব্যার পারিসন্যা হ্যা? (জাবেদ প্রবেশ করে)

জাবেদঃ কিরে নবীরুদ্দিন বাই, পাটি পারা নয়ছে একজাগায়, আর তুই বসে নইছিস আরেক জাগায়- কি ব্যাপার?

নবীরুদ্দিঃ ওঃ এম্বেই ! খিয়াল নাই, আধার কুদের তো, আয় বয়।

জাবেদঃ (দু জনে পাটিতে বসে) তোর নগে কতা কয়া আরাম নাই।

নবীরুদ্দিঃ ক্যা?

জাবেদঃ তোর কতার কোন ছিরিকিক্কা নাই।

নবীরুদ্দিঃ তাই নেহি? (হাসে) ভালো হরে কতা কওয়া শিখপ্যার পারলামনা।

জাবেদঃ রস আছে কিন্তুক তিতে-

নবীরুদ্দিঃ কিসির?

জাবেদঃ তো মুহির ।

নবীরুদ্দিঃ হা -হা - হা । আজ এ্যাতো রস ক্যা? শাজাদীর নগে দ্যাহা অইছেলো নেহি?

জাবেদঃ অইছেলো। দ্যাহা তো পেরায় দিনই অয়। কিন্তূক কাউয়ার- শ্যাষ দশা- ঠোহায়া ঠোট ব্যাতা হরা - বেল খাওয়া আর অয়না-

নবীরুদ্দিঃ পচা শামুকিউ তো পাও কাটে - কাটে না?

জাবেদঃ কাটে । সাতে সাতে ধনুষ্টংকার ধরার সুম্ভারনাও থাহে-

নবীরুদ্দিঃ বালাই ষাট। তাও আমরা চিষ্টা হরবো।

১। ছিবিছিক্কা- সৌন্দয্য

জাবেদঃ বাদ্দেও! (জামগাছে আম ধরেনা। মিদ্দার নগে আমগরে আপোষও কোন কালে অবিন্যা, মিদ্দার মিয়ের নগে আমার বিয়েও অবিন্যা- বাদ্দেও ! ভাবী কো?

নবীরুদ্দিঃ বাত নানতেছে। চাল ছেলোনা আনলেম তেয়গা।

জাবেদঃ (দূবে অন্ধকার হাতড়ে বুড়োকে আসতে দেখা যায়। অসমান পথে সে হঠ্যাৎ পড়ে যায়, নবীরুদ্দিন ও জাবেদ সজাগ হয় শব্দ অলো কিসির?)

নবীরুদ্দিঃ তাইতো! শালা আঁধারে কিছু দ্যাহাও যায়না!

বুড়োঃ নবীরুদ্দিন, এ বাই, পড়ে গেছিরে বাই

নবীরুদ্দিঃ এ হে হে রে বুড়োদাদা (দুজনের চুটে গিয়ে ধরে তোলে)

বুড়োঃ আহ! বুড়ো অলি নানান যন্তনারে বাই। শরীলডা শালার বুঝা - কতায় কয় বুড়ে হাতির যন্তনা অয় শরীল - -আহ - খালি হাতিহ্যা, শালা মানুষও তাই!

নবীরুদ্দিঃ কতা পরে শোনবোনে - ইটু জিরেও, ইস কপল কি ঘামা ঘামেছে

বুড়োঃ পানি দে - পানি খাবো (নবীরুদ্দিন ভেতরে যায়)

জাবেদঃ সুস্থির অয়া বসো- (গামচা দিয়ে বাতাস করে)

বুড়োঃ দিন বোধয় বেশীদিন নাইরে- শরীলির ধাব্বল ফুরে যাচ্ছে
(নবীরুদ্দিন পানি নিয়ে আসে)

নবীরুদ্দিঃ ইটু খাও। চোহি মুহী ইটু দ্যাও- (মুখ চোখ ধুয়ে পানি খায়)

বুড়োঃ তুগারে জ্বালাই - আমার বংশের বাত্তিতো সব নিভে গেছে - আমিই এহনো জ্বলতিছি টিমটিম হরে। হে হে আমি নিবলিই আমার বংশ আঁধার । আমার রক্তের সোঁত দুনিয়ায় আর ববিলায় আর ববিলয়-

নবীরুদ্দিঃ (হাল্কা করার চেষ্টা করে) উডা কি কোন কতা দাদা! বংশের বাত্তি জ্বলিই বা কি না জ্বলিই বা কি! হে হে তুমার লাতি বৌ তো দুনিয়ার সব গাছ গাছালিই হজম হরে ফ্যাল্লো-

বুড়োঃ য্যান ছাওয়াল পল অয় সেই দুয়া হরি
(রূপলাল হুকা টানতে টানতে প্রবেশ করে)

জাবেদঃ আসো কাহা, সেই কহনতিন মনের মিদেন ধুমে ধূমে হরতেছে -

রূপলালঃ তুরা তো আর কিন্যা খাবিন্যা?

নবীরুদ্দিঃ অতো বড় দুন্নাম দিয়েনা কাহা- কয়দিনই আবোই তো একপুয়া কিনে দিলেম-

রূপলালঃ দিছিলি নাহি। মনে থাহেনা- ধুমে খাই, বাড়া যায়-

জাবেদঃ অতো তামুক মানষি খায়?

বড়োঃ দে এদিকে দে- (সুখ টান মেরে) রূপলালের বাবা জ্যোতিলাল হলদার, তামুক খাতো আর শাস্তর কতো - কত যে শাস্তর জানতো, গুড় গুড় করে উহায় টান মারে ধরতো - এক ছেলো সদাগর তার ছিলো এক ছাওয়াল- ছাওয়ালের রূপ পাহা ডালিমি হার মানা তো, পুন্নিমা চানেক হার মানাতো তাই সদাগর ছাওয়াল নামরাখলো রূপলাল কুমার-

রূপলালঃ সেই শাস্তরের রূপলালই তো আমি -তে রূপলাল কুমারর নগে বিয়া অইছেলো কাঞ্চনমালার, আর আমার বোর নাম দুগ্গা

সমবেতঃ হা - হা - হা

রূপলালঃ বাবার সাধ আল্লাদ একটুও পুরেন হরব্যার পারলামন্যা!

বুড়োঃ দুঃখির কতা শুনলিই তুগরে আস চাপে্ তাজা রক্ত শরীলি কুরুৎ বেশী!

রুপলালঃ মাতার উপ্যার দগদগা রোদ, আগুনির ছুরি অয়া গাঙের পানিৎ ঝিলিক মারে। তারি মদ্দি মাছ দরার নেগে খরা পাতে বসে থাহা - যে কাম বাবা হরে গেছ, আমিউ সেই কামই হরতিছি-

বুড়োঃ ঠিক, ঠিক। (সব কিছু উপলব্ধি করে মাথা দোলায়) বদল নাই - যমুনের নগে হরদার গো পীরিতির বদল নাই। ঠিক ঠিক।

রূপলালঃ কাহা, মাঝে মদ্দি ভারি, রূপলাল কি বাঁচ্যা আছে, না বাল্যকালেই মরে গেছে?

নবীরুদ্দিঃ কি যে কও কাহা!

রূপলালঃ কিন্তূক সন্দো অয়। খরার নগি ধর্যা পানির দিক এক ধিয়ানে চায়া - খড়া থাকতি মনে অয় খরার নগি ধর্যা চায়া আছে, জ্যোতিলাল হলদার, আমি ন্যা,- রূপলাল বাল্যকালেই গাঙের সোঁতে বাস্যা গেছে কো-ওনে। রূপলাল নাই।

(বুড়ো আস্থির হয়ে ওঠে রূপলাল কথায়। টনটান একধরণের ব্যথায় তার মুখাকৃতি বিকৃতি হয় মুচড়ে ওঠে শরীর। লোলাচর্মসার হাতদুখানি বিস্তার করে রুপলালের দিকে - উপলব্ধির বিস্তৃতি কে রুদ্ধ করতে কয় সে। প্রতিবাদ করে)

বুড়োঃ হেই, হেই রূপলাল, অন্তরের সুরডা থামা, থামা রূপলাল - ভেতরের কলজেডা মোচড় মারে যন্তনা নাগে- থামে যা, থামে যা রূপলাল..।

(কুমেলা বিবি ব্যস্তভাবে প্রবেশ করে)

কুমেলাঃ ও বাবা নবীরুদ্দিন, আমি কি যন্তনায় পড়িছি বাপ!

নবীরুদ্দিঃ ক্যা, কি অয়ছে আবার?

কুমেলাঃ দ্যাখতো বাবা দুখে আসেনা, হাত ধরে টানলাম - আমাক ধাক্কা দিয়ে ফ্যালা দিলো, কতো কি হরি ও দিকে কহন পাড় ভাঙে ঠিক নাই।

বুড়োঃ নবীরুদ্দিন - যা তুরা যায়া ধরে আন-

নবীরুদ্দিঃ আয়তো জাভেদ (প্রস্থান)

বুড়োঃ গাঙের ক্ষিদে বড় ক্ষিদে। এই জেবনে তিন তিনবার দেলহাম। যেইনা প্যাটে ক্ষিদে নাগেছে- অম্বেই সাড়া পাড় জুড়ে কালাপানির জিব্বা বাড়ায়, মানুষ বিচের নাই, জেবজন্তু বিচের নাই, গাছপালা বিচের নেই- লকলকানে জিব্বা দিয়ে খালি টানে আর টানে-

কুমেলাঃ আমি যাই (যেতে থাকে)

বুড়োঃ হেই, তুমি আবার যাও কোনে? হ্যানেই থাহো। চিকিসসা হরাও, বাওবাতাসের পাগল অয়া গেছে। তাও তুমার বাগ্যি বালো, পাগল বানায়াই ক্ষেন্তি দেছে। এমন কতক জারে বাতাস আছে, মানুষ পালি এ্যাহে বারে উড়ায়া কোকাফ শহরে নয়ে যায়

কুমেলাঃ মৌলই কবরেজ এয়ে ওষধ বানা দেছে (আঁচল দেখায়) আর কালাঘোড়ার খুর গলায় বানতি কয়ছে- আমি যে কেবে হরে ওষধ খাওয়াবোনে,

রূপলালঃ আসুক তো ধব্যাপাড্যা খাওয়ান্যা নাগবি

বুড়োঃ পাগল অলি তাক আবার ওষধ খাওয়ানে মুশকিল! (আরজানে সাপুড়োর প্রবেশ) কিডা যায়?

আরজানেঃ আমি আরজানে

বুড়োঃ কোণে গিছিলি?

আরজানেঃ গেছিলাম, জগদীশ কম্মোকারের বাড়ীৎ-

বুড়োঃ কম্মোকারের বাড়ীৎ হ্যা, সুনাদানা কিছু বেচলু নেহি?

আরজানেঃ না দাদা, সুনাদানা পাবো কোনে? বোর নাহে এটা নাকফুল ছিলো এহন তো পরার লোক নাই।

বুড়োঃ অ! হয়, তোর বউডাতো অকালে মলো-তা সাপ নাড়াচাড়া হরলি সাপের আতেই মেত্যু অয় - সুনাটুকু কত বেচলু?

আরজানেঃ বেচি নাই, উডা বাঙে এটা বালি বানালাম,

রূপলালঃ বালি! কার জন্যি, নিহে হরবি নেহি?

আরজানেঃ না, ওসখ আর নাই। পীতরাজ গোক্ষুরির নেগে বানালাম।

১।দেলহাম - দেখলাম

২। কোকাফ - প্রচলিত উপকথায় জ্বিন পরীর আবাসস্থল

৩। বালি - নাকে ব্যবহারের ছোট আকুতির বালা। লোকবিশ্বাস

রূপলালঃ সাপের নাহে দেওয়ার জন্যি বালি বানাইছিস?

আরজানেঃ হয়!

বুড়োঃ সাপের নহে দিবি?

আরজানেঃ হয়, আমার সখ অয়ছে-

কুমেলাঃ ও বাবা কি কয়রে!

রূপলালঃ যে সাপ তোর ঘরের বউ মারে ফেল্লো, সেই মরা বোর নাহের সুনা তুই সাপের নাহে দিবি- এ কেম্বে কতা!

আরজানেঃ জান্নে কাহা, জান্নে। বৌ দুধির বাটি দিলো- আর সাপ দিলো ছোবল। বহুৎ চেষ্টা হরলাম, কিন্তুক বাঁচলোনা। বোর কব্বরে দিয়ে ফিরতি ফিরতি ভাবলাম যে সাপ আমার জেবন, স্বপন আমার সুক শান্তি বিষ বানায়া দিলো- সেই সাপ আমি নিজি আতে ছেড়বো- কিন্তুক পারি নাই, ক্যা যে পারি নাই- জান্নে! সাপের বালোবাসা বোদয় এম্বাই (চলে যায়)

বুড়োঃ পাঁচ কুড়ি বযস অলো- জেবনে কত কি দেখলা,- তুইযে কি?

(নেথথ্যেঃ বালো হরে ধর, ছুটে যিন না যায়- শালা সন্যাসী অইছ্যাও! ইত্যাদি বলতে বলতে দুখেকে ভীষণ ভাবে ধরে জাবেদ নবীরুদ্দিন প্রবেশ করে)

নবীরুদ্দিঃ ইয়েক নিয়ে অয়ছে মুশকিল! আঁধার কুদের - কহন পাড় বাওে নিতল অয় তার ঠিক নাই- আর উনি গাঙের বাধায় খাড়া নাত্তেছে

রূপলালঃ নাত্তেছে!

নবীরুদ্দিঃ যতো রাগ উনার গাঙের পর সেই রাগে নাত্তেছে-

জাবেদঃ না গেলি আজই যাতে (দুখে ছাড়ার চেষ্টা করে)উহ ছুট্যা যাবে - অতই সস্তা!

কুমেলাঃ ও বাবা ইটু ওষধ খাওয়া দ্যাও-

বুড়োঃ ওষধডা খাওয়া দেরে-

নবীরুদ্দিঃ দ্যাও, আমার কাছে দ্যাও (নয়) দুখে বাই, খাও। খাও কচ্ছি (জোর করে খাওয়ানোর চেষ্টা করে)

রূপলালঃ খাওয়ানে চাই নবীরুদ্দিন দাঁড়া আমি ইটু ধরি (চেপেধারে) দে দে গালের মদ্দি-

নবীরুদ্দিঃ দাঁত ক্ষেমটি মারে নয়ছে-

কুমেলাঃ ও বাপ খা- তোর পায় পড়ি বাপ খা-

নবীরুদ্দিঃ খাবে নায়- (হঠাৎ ঝাকি দিয়ে ছুটে যায়) হ্যাশ্‌শালার

কুমেলাঃ ওরে মা-ও ছাওয়াল আমাক মারে ফেলবিনি (প্রস্থান)

১। নাত্তেচ্ছে- লাথি দিচ্ছে

রূপলালঃ ইটু জিরায়া লে, পরে আবার ধরা নাগবি- ওষধ খাওয়াতিই অবি।

জাবেদঃ দুখের গায় শালার এক হাতির বল!

বুড়োঃ পাগল অলি অম্বেই অয়!

(হঠাৎ যেন ক্লান্তি নেমে আসে! জাবেদ পাটির উপর শরীর এলিয়ে দেয়। শন শন করে বাতাস বয়- রূপলাল পুনরায় তামাক সাজাতে মন দেয় - বুড়ো আপন মনে কি যেন ভেবে চলে। হঠাৎ রূপলাল কিছু লক্ষ্য করে সচকিত হয)

রূপলালঃ ভূতটুত নেহি?

বুড়োঃ কই? - (সবাই দেখার চেষ্টা করে)

রূপলালঃ আগুনির গোল্লা নাচতি নাচতি আসতেছে দেখছিসন্যা

নবীরুদ্দিঃ নাহ-

রূপলালঃ জঙ্গলের আরডালি গেছে

বুড়োঃ ইয়েক কয় কালি সাঁঝ (চীৎকার করে বলে) এ লাৎ বৌ ঘুমটা দে- খুপা বাধ - ভূত আসতেছে। পাটিৎ বয়, পাটিৎ বয।

গাঙের কাধায় মাছে ভূতির আমদানী অয়- (সবাই পাটিতে বসে দোয়া দরুদ পড়ে। বুড়ো চারপাশে দাগ কেটে বসে)

রূপলালঃ দ্যাখছ্যাও কাহা, ফস করে গরম বাতাসের ঝাপটা নাগলো -দুনিয়াডা সুমসাম - ঐ দ্যাখ, ঐ দ্যাখ- ! (সবাই দেখে উৎসুক)

বুড়োঃ যে মিয়ে মানষির মাতায় গুয়েছড়ি চুল- ভর কালি সাঁঝে চুল এলায়া শরীল ক্যালায়া থাহে- তাগরে ভূতি ধরে- দ্যাখছিস -২ কেম্বে নাচতি নাচতি আসতেছে

(জাবেদ হঠাৎ হাত তালি দেয়- সবাই চমকে ওঠে

জাবেদঃ হা- হা- হা - ভূত না ন্যাওড়া-!

বুড়োঃ	চোপ চোপ, তাজা রক্ত শরীলি তো-
জাবেদঃ	ক তো দেহি নবীরুদ্দিন বাই - কি উডা-?
নবীরুদ্দনঃ	কি জানি ! কিরে ?
জাবেদঃ	(রূপলালকে) কাহা, কওতো দেহি-?
রূপলালঃ	বুঝতিছিন্যা-!
জাবেদঃ	মিদ্দা আসতেছে - সাতে আছে ন্যাংড়া মফেজ...
নবীরুদ্দিঃ	হুশ শালার !
বুড়োঃ	ঠিকই আছে - ও শালাও এটা ভূত।
নবীরুদ্দিঃ	মিদ্দার মিয়ের সাথে জাবেদের বিয়ের কতাডা তুলা নাগে
জাবেদঃ	আমি কাট্যা প লেম (প্রস্থান)

১। আবডাল - আড়াল
২। কাঁধায় - তীরে
৩। গুয়েছরি - কোঁকড়া

(বাবর মৃধা ও মফেজ প্রবেশ করে। মফেজের হাতে হ্যারিক্যান)

বাবরঃ	রাতির বেলা আটতি বেশ বালো নাগে, তাই ন্যা দোস্তমিয়ে,
মফেজঃ	জ্বে। ঝনঝাট কম। সেই জন্যি যে সব জেবজন্তু ফ্যাসাদ পছন্দ হরেনা- তারা রাতির বেলায়ই বাড়ায়- যেম্বে শিয়েল - গা রা
বাবরঃ	থামেন। ছোটকালে মেলা দেহিছি - এহন বাংলাদেশে চার ঠেংয়ে লম্বা কানআলা গাধা এটাও নাই- কি কামে জানেন?
মফেজঃ	জ্বেনা-
বাবরঃ	দো ঠ্যাংয়ে গাধার বড় বাড়েছে- এগরে বুদ্দি দেহে নজ্জায় পালায়ছে তারা-
মফেজঃ	জ্বে-
বাবরঃ	কারা হ্যানে?
রূপলালঃ	আমরাই
বাবরঃ	অ, রূপলাল আর কিডা?
নবীরুদ্দিঃ	আমি নবীরুদ্দিন আর বুড়ে দাদা আছে।
বাবরঃ	বুড়ে চাচামিয়ে আপনে নেহি?
বুড়োঃ	হুঁ
বাবরঃ	আচ্ছালামো আলাই কম। গাঁর মাতাই তো আপনে। আপনে যেহেনে, একশও বছরের জ্ঞান সেহেনে। ইটু আমারে নগেও থাকপেন- আপনে কাছে থাকলি জ্ঞানগরিমার ইটু বল পাতাম।
বুড়োঃ	হুহ- আচিই তুগারে নাগে - দেহিসন্যা।
বাবরঃ	খুশী অলাম। কাল বাড়ীর পর ইটু আসপেন কতাও কওয়া যাবিনি- আবার আপনের ব্যাটার বউরা মোষির গোশত নাদেছে - ইটু মুহী দি আসেন্নে-
বুড়োঃ	মোষ! মোষ আবার কোনে জবই হরলো?
বাবরঃ	বনগিরামের হাটেত্তিন আইছিলাম যাবেন। চলেন দোস্তমিয়ে-
নবীরুদ্দিঃ	রাতির বেলা কি কামে আসলেন, কিছু না কয়াই যাচ্ছেন-
বাবরঃ	ঘোম আসার আগে পেত্তেক মোছনমানের দ্যাহা উচিৎ, পাড়া পিতিবাসী কি হালে আছে। মক্কা শরীফির এসব নিয়েম আছে। আর কি কবো -সে কি দ্যাশ বাবাজী, বালু আর বালু! বালুর বিব্সা হরলিও হাজার হাজার টাহা!
মফেজঃ	হাদীসির কতা-
বাবরঃ	যাগ্গেন। এদিকে হুঁশ কানার ল্যাহান গাঙ বাঙতেছে- আহারে দ্যাশের বাইবুনরা গাঙের পানিৎ বাসতেছে.....।

- বন বিড়াল

নবীরুদ্দিঃ ইবার কি ভোটে খাড়াবেন?
বাবরঃ আরে নাহ! ওসব সখ য়েছেছ নাই।
মফেজঃ যেদি মানষি খাড়া হরে দেয় -তালি তো খাড়ানেই নাগবিনি।
বাবরঃ বাঁধ মিরামত শুরু অয়ছে শুনছিসন্যা?
রূপলালঃ শুনছি। হরার কিচু নাই।
বাবরঃ বাড়ে ধরে মানষিক খ্যাদা দেচ্ছে তা শুনছ্যাস?
নবীরুদ্দিঃ শুনছি, কিন্তুক কি হরবো! (কপট রাপের ভাল করে মৃধা)
বাবরঃ আমার পর তো চাপ আসে-! তুগারে নেগে আমি হ্যা বিপদে পড়ি? একহাজার টাহা খরচ অয়ছে, টাহা দিয়া দিস-। তুগারে নেগে ইঞ্জিঁয়ারের পায় ধরা নাগে। পুলিশির গঞ্জনা শোনা নাগে-
রূপলালঃ কি হরবো?
মফেজঃ হরাব কিছু নাই- তুরা তো কিছু পারিসন্যা ঢালার চর দহল নিব্যার পারিসন্যা
বাবরঃ পুরান কতা ফ্যালা থন। তুগারে ঘরবাড়ী যহন বাস্যা গেছে তুরাও বাস্যা যা। আর যেদি ভদ্দরলোকের সুরমান রক্ষা হরে থাকপ্যার চাস- আমার টাহা শোধ দিয়া দিস- এহন আমার টাহা দিবি কবে তাই ক- - (হঠাৎ ক্ষিপ্ত দুখে ফালা হাতে প্রবেশ করে) ওরে বাবা, দুখেরে তোর পায় ধরি বাপ -জানে মারিসন্যা
মফেজঃ লাইলাহা --(দ্রুত পড়তে থাকে। নদীর গর্জন ভেসে আসে।মপেজ ও বাবর পালিয়ে যায়। দুখে মাটিতে অনবরত কারো বুকে বর্শা চালায়)
রূপলালঃ দুখে,দুখে-!
নবীরুদ্দিঃ সামনে যায়েনা-
বুড়োঃ হেই,হেই সামনে যাসনে- দুখে ক্ষ্যাপা কার্সেদ অয়া গেছে-(নদীর ভাঙ্গনে শব্দ আছড়ে পড়ে। দুখে সচকিত ভাবে তাকিয়ে দেখে) সামনে যাসনে কেই ,দুকে এহন ক্ষ্যাপা কার্সেদ
(আলো নিভে)

১। কার্সেদ - মহরমের মতমকারী দল।

<u>কালাপানি -৪</u>

(বাঁধের উপর। সময় দুপুর। ঝাঁঝাঁ রোদ্রে চারদিকে দগ্ধ হচ্ছে। বিলম্বিত লয়ে ঘুঘু ডেকে চলে। গোক্ষুরের ছোবলে নেশাগ্রস্থ আরজান সাপুড়ে আসে। পাতিরাজ গোক্ষুর তার গলায় পেচানো। আরজানে বারবার সাপের গায়ে আদরের স্পর্শ বুলায়)

আরজানেঃ রাধা ক তো পীতাম্বর, আমি তোরে ডাহি পীতরাজ কয়া। তোর বালোবাসায় আছে পীতলা পীতলা রং। নিশা। যে সবের পারে তার কাছে নিশা, নিশার রং। আর যে সবের পারে, তার কাছে নিশা, নিশার রং। আর যে সবের পারেনা, বন্ন নীল অয়া- পীতলা মরণ! হে -হে পীতরাজ, নাহের বালিডা বানায়া দিছি সুনার -খাঁড়ু বানায়া দেওয়ার এটা সখ আছে! বউ চা তো কদিন যে কয়ছে একজোড়া খাড়ুর কতা। আহা, খালি কইছি, সবুর হর, পুরান সাপ দুই এটা ধরি, তার বিষ বাঙেই বানা দেবো- খালি খাড়ু হ্যা, শাজাদ পুরির লালডুরা শাড়ীও দেবো- (দীর্ঘশ্বাস) অলোনাহ! তোর লাল শাড়ীর স্বপনরে বউ পীতরাজের ছোবলে পীতলে অয়া গেল। (সাপের মাথায় চুমা খায়) ও পীতরাজ -- আমার জিব্বায় - এটা চুমু দেরে পীতরাজ,- - ইটু বালোবাসা দে -দে পীতরাজ এটা ছোবল দে (জ্বিব বের করে) এই সময়ে দুখে ফালা হাতে প্রবেশ করে - চমকে ওঠে আরজানে) হেই, হেই দুখে, দিনদুপুরি ফালা আতে নয়ে ঘুরিস! পুলিশ দরবি! হেই (অবাক হয়) তোর চোকমুহীর বন্ন অম্বে হ্যা? (অর্থর দৃস্টিতে ফালা উচু করে লক্ষ্য করে) আমাবশ্যা পুন্নিমায় দুধরাজ পীতরাজ গোক্ষুরি সংক নাগে! আমার বাপ সাপুড়ে ছেলো, আমিও সাপুড়ে - ছোট কালেত্তিন দেহিছি সংক নাগার সুমায় সাপের চোহির বন্ন কেম্বে গুলা অয় -দুধরক্ত যদি একখ্যানে অয়,সেই রং নিশার মতন। দুখের দুই চোখ - পুন্নিমার গোক্ষুরি চোখ - সংক নাগার নিশা - (নদীর গর্জন ওঠে - দুখে দৌড়ে চলে) ঐ তো-দুখে গাঙের দিক দৌড়াচ্ছে - উয়্যার দুই চোহি আমি সংক নাগার নিশা দেহিছি - দুখের দুই চোখ ভরা সংক নাগার নিশা! আলি কি-- কি গাঙ আর মানুষি সংক নাগে?(অবাক বিস্ময়ে আরজানে হতবাক। নদী ও মানুষের যৌন সর্ম্পক হয় এই বিশ্বাষ তার ভেতরে প্রগাঢ়তর হয়।

(বাবর মৃধা ও মফেজ গল্প করতে করতে প্রবেশ করে)

বাবরঃ তারপর আবার পাহাড়, পাহাড় পাহাড়, সেকি পাহাড় দোস্তমিয়ে

সর্বপ্রাণবাদে আরজানে সাপুড়ে বিশ্বাসী। নগিনী মানুষের ও যৌন মিলন রূপকথা, উপকথায় রয়েছে। নেশাগ্রস্ত সাপুড়ে তা বিশ্বাস করে। মানুষ ও নদীর যৌন র্স্পক তার বিশ্বাসেরই পারিবর্ধিত রূপ।

মফেজঃ জ্বে-

বাবরঃ তারপর আবার খাজুর গাছ হা রে খাজুর রে -এতো বড় বড়

মফেজঃ এতো বড় বড় খাজুর -বাবারে।

বাবরঃ আর মাটি খুড়লিই চাঙড় চাঙড় সুনা-

মফেজঃ হজ্বে যাব্যার মন কচ্ছে দোস্তমিয়ে-

বাবরঃ আরজান ও আরজান-

আরজানেঃ জ্বে, আমাক ডাকতিছ্যান?

বাবরঃ হয়, এই বিরেন দুইপরে দুইপরে -এলহা এলহা খাড়ায়া কার নগে কতা কস?

মফেজঃ মতলবডা কি ?

বাবরঃ শোনলাম ,মরা বো'র নাহের সুনা দিয়ে সাপের নাহে বালি বানা দিছ্যাস-আর সাপের ছোবল খায়া নেশা হরিস?

আরজানেঃ জ্বে, আমার সখ।

মফেজঃ পাগল ম্যালারহম দেহিছি, তোর মতন গাছপাগল দেহি নাই।

আরজানেঃ তা আপনিরা যা খুশী কন, মানষির সখের উপের কিছু নাই।মিদ্দা সাপ ওযে পাগল

বাবরঃ এ্যাঁ কোনে?

মফেজঃ (ভয় গোপন কাশে) দোস্ত মিয়ে চলেন ভাগে যাই আমরা...

বাবরঃ দুখে কোনে?

আরজানেঃ গাঙের দিক গ্যালো, ফালা আতে হরে ঘুরে বেড়ায়।

বাবরঃ স্যাও বালো। ইয়ের এটা ব্যবস্থা হরা নাগরি পাগল চাগল মানুষ কাক কহন ফালা মারে বসে- দোস্তমিয়ে-

মফেজঃ জ্বে কন-

বাবরঃ ইটু দেহে আসেন তো কি হরতেছে।

মফেজঃ আমি যাবো!

বাবরঃ আপনেকই তো কত্যাছি-

মফেজঃ আমি নেংড়া মানুষ যেদি দোড় মারা নাগে-

বাবরঃ অতো ডরানহ্যা? যান- (মফেজ নদীর দিকে যায়) সাপের বিষটিপির বিব্‌সা কেম্বে চলত্যাছে রে আরজানে-

আরজানেঃ ভাল্লায় ! সাপটাপ নাই, মানুষি বাড়লি জেবজন্ত কুমে যায়। সাপ থাহার জাগাগুনে তো মানুষ দহল হরে নিলো - তারপর গাঙের যেম্বে ভাঙ্গন - সাপ থাহে কেম্বে ?

বাবরঃ অ। তো বউতো সাপের কামুড়ি মলো -আরাটা বিয়ে শাদী হর - না কি কস?

প্রকৃতি ও যান্ত্রিক সভ্যতার সংঘর্ষ

১। বিব্‌সা - ব্যবসা

আরজানেঃ আর য়েচ্ছে নাই মিদ্দাসাপ!

বাবরঃ ছাওয়াল পল কয়ডা?

আরজানেঃ নাই কিছু!

বাবরঃ তালি তো বালোই ঝামেলা নাই, নিহে এটা দিয়ে দেই। বালো মিয়ে আছে - শ্যাখগরে মিয়ে ছকিরুন

আরজানেঃ না, থাক । আর য়েচ্ছে নাই।

বাবরঃ বংশের বাত্তির নেগে তোর বিয়ে হরা তো ফরজ - বুঝিসন্যা হ্যা?

আরজানেঃ বংশের বাত্তি। হেহ, আমার আবার বংশের বাত্তি কিসির! (প্রস্থান)

বাবরঃ চিন্তে হরে দেহিস আরজানে, মিয়েডা খারাপ ছিলোনা।
(উদ্বিগ্ন মফেজ প্রবেশ করে)

মফেজঃ দোস্তমিয়ে হ্যানে আর থাহা যাবিন্যা-

বাবরঃ ক্যা, কি অয়ছে?

মফেজঃ দুখে পাগলের খুনীর নিশা চাপছে। বিরাট একখ্যান ফালা দিযে পানির মিদেন খোচাছে - য্যান কারু বুহির পর মারতোছে। ফালা মার্যা এফোড় ওফোড় হরত্যাছে -কিন্তু যিন মরেনা আবার মারে - আবার মারে!

বাবারঃ জান পরান নীচে কিছু থাকলি তো মরবি? শালার রাগ দ্যাহা - পানির দিদ্দেন ফালা মারে? হেহ চলেন (যেতে থাকে দুর থেকে রুশনাই বয়াতী ডাকে)

রুশনাইঃ মিদ্দা সাপ -মিদ্দা সাপ। আপনেকই খুজেই বেড়াচ্ছি

বাবরঃ কি কামে? তুরা আবার সাধুসন্নিসী মানুষ - কহ কিকামে ডাহিস?

রুশনাইঃ মিদ্দাসাপ আমার আমার

মফেজঃ কয়া ফ্যালাও, গুমটা খোল,লজ্জা কিসির-?

রুশনাইঃ মিদ্দাসাপ, আমার মা বিছেনে পড়ে আছে তাতো জান্নেই

বাবরঃ ওহোরে, আমি তো ভুলেই গেছিলাম। তে মাও জন্ননী বিছেনে গড়ে নয়ছে, তার চিকিসেস হরা - ? মাও জন্ননী যার নাই, তার কিছুই নাই কাক দিয়ে দ্যাহাচ্ছিস?

রুশনাইঃ মোলবী কররেজ-

বাবরঃ উয়্যাৎ কাম অবিন্যা - বড় ডাক্তার দ্যাহা -টাহা নয়ে যা। পহটে কি টাহা পয়সা আছে? দোস্তমিয়ে কাগজ পাতি আছেনা?

মফেজঃ আছে, আছে (স্ট্যাম্প বের করে) (বাবর পকেট থেকে একশ টাকার নোট বের করে)

বাবরঃ	এ লে একশও টাহা -আগের যিন কত আছে! যহন পারিস শোথ দিস- হিসেব ঠিক রাহার জন্যি ইটু নেহাপড়া হরে থো-

---

১।থো - রাখ (থুয়া - রাখা)
২। কাকদ্যা - কাকে দিয়ে

মফেজঃ	হ্যানে এটা টিপ সই দে-
রুশনাইঃ	মিদ্দা সাপ, আমরা গায়েন বাজনা হরি আমারে মুহীর কতায বিশ্বেস রাহেন-
বাবরঃ	আরে বাবা, খালি হিসেব ঠিক রাহার জন্যি -দোস্তমিয়ে মনে রাহেন - সন্ধ্যে নাগাৎ উয়ার মাক্ দ্যাখপ্যার যাবো- দে-টিপ সইডা দে
মফেজঃ	দ্যাওরে বাপুরে দ্যাও- (হাত ধরে টিপ সই নিয়ে নেয় রুশনাই টাকা নেয়)
বাবরঃ	যা এহন । দোড় মারে ডাক্তারের কাছে চলে যা
রুশনাইঃ	ছালামালেকম (চলে যায়)
বাবরঃ	বোঝলেন দোস্তমিয়ে-
মফেজঃ	জ্বে, কন।
বাবরঃ	বড়শী কন আর বেড়জাল কন, টাহার উপ্যার ফাঁদ নাই-
মফেজঃ	জ্বে!
বাবরঃ	রুশনাইগরে জাগার উপ্যার এটা বাড়ী বানানোর য়েছেহ আমার আছে- তাছাড়া পুর্যান বাসিন্দাাও শ্যাষ ও পাড়ায় এহন দুই চার ঘর যারা নোতন আছে, তারা তো আমাক হাজীসাপ কয় - না কি কন।
মফেজঃ	উরা আপনেক হাজীসাপ কতি কতি পাগল অয়া গেছে-। দোস্ত মিয়ে, উই দ্যাহেন ঢালার চর দ্যাহা যাতেছে-
বাবরঃ	আহা, দুইফরের রোদ নাগে ঝকমক করত্যাছে - দ্যাহা যাক, কাগজপাতি ঠিক হরব্যার বসে তো টাহ্যাগুনে কিভাবে খালো!
মফেজঃ	হুঁ হুঁ সেটেলমেন্টের ঘুড়া, টাহা পযসা তগরে কাছে ম্যাঘবরণ ঘাস। কিন্তুক দোস্তমিয়ে, দহল যে পাচ্ছিনে - মতলেব আলী তো ডাহাত - দিনি দুইফরে মানুষ খুন হরে।
বাবরঃ	অয়া যাতো, আমার ডান আতখ্যান যদি জেলে না থাকতো ! তাও চিষ্টা হরতিছি - প্যাঁচ খাটায়া কিছু হরব্যার পারি নেহি। (বুড়ো প্রবেশ করে বাবর দেখে বিরক্ত বোধ করে কথা না বলে চলে যেতে থাকে) চাচামিয়ে কতা না কয়াই চলে যাচ্ছেন?
বুড়োঃ	পাছেন্তিন ডাক দিলি কত কওয়াই নাগে, কও
বাবরঃ	আমার উপ্যার কি রাগ করিছ্যান? সেদিন জিয়েফৎ দিলেম গেলেন্ না
বুড়োঃ	ও জিয়েপৎ কি মনেন্তিন দিছিলি?

১। দুইফর - দুই পহর
২। জিয়েপৎ - দাওয়াৎ

বাবরঃ	এ কতা কন হ্যা? আল্লার কিরে, মাটির পর খাড়া কচ্ছি-
বুড়োঃ	থামো, আমি গেছিলাম। কিন্তুক গরীর মানুষ আমি - তাই তুমার ছাওয়াল পল কুত্তে ধরায়া দেয়? জিয়েফৎ খাওয়াতে দেল পুরু নাগে- (বাবর মপেজ চোখাচোখিতে হাসে)
বাবরঃ	(কপট) কোন শালা এ কাম হরছে। সে শালা বাদীর বাচ্চাকে আজ আমি জবই হরে ফেলবো- এই চল্লাম- আসেন দোস্তমিয়ে- (দু জনের প্রস্থান)
বুড়োঃ	চোহি চোহি আসো! শালা বারানীর বাচ্চারা! মনে হরো আমার চোহি পড়েনা। পাঁচ কুড়ি বয়েস অয়ছে বুলে, চোহির পাওয়ার কুমে গেছে হ্যাঁ! সেদিন আর নাই, যদি থাকতো একরাতি শালা

তুমার বংশের নিপাত করে দিতাম। শালা তমিজ মন্ডলের ব্যাটা -মিদ্দা বংশের মিয়েক বিয়ে হরে মিদ্দাগিরি ফলাও! কপালের দুই রগে দবদবায়া আগুন জ্বলতেছে! আবার জাগে ওঠ বুহির মুদ্দি, আগুনরে- আবার জ্বলে ওঠ।
(পোটলা হাতে কাশতে কাশতে রফাতুল্যার প্রবেশ)

রফাতুল্যাঃ (কাশি) কাহা-

বুড়োঃ চারদিক আগুনরে রফাতুল্যা-শালা বাবর মিদ্দা আমাক জিয়েফৎ দিয়ে, কুন্তে ল্যালা দেয়-!

রফাতুল্যাঃ জিয়েপৎ দেয়, তই কও ন্যা! (কাশি)

বুড়োঃ দেহে নেবো শালাক । কোনে গিছিলি?

রফাতুল্যাঃ বেড়াৎ(জায়গার নাম)। গাছ কাটার কামে, (কাশি) তে শরীল চলেনা, কাম হরবো কেবে। এবেও মরণ, ওবেও মরণ, বিদেশ বিভূঁই থাহে আর কি- চলে আলাম (কাশি) (একটা বিড়ি ধরায়,বুড়ো কে একটা দেয়, ধরায়)

বুড়োঃ (টান দিয়ে) বুহির অবস্থা ভাল্লায়, বিড়ি খাওয়া বাদ দিব্যার পারলুন্যা?

রফাতুল্যাঃ গলার হ্যানে কুটুর কুটুর হরে কামড়ায় (কাশি) বিড়ি খালি ইটু কমে । (কাশি) ছাড়েদেওয়ার যেচ্ছে থাকলিউ পারিন্যা।

বুড়োঃ তোর আগের পক্ষের ছাওয়াল পল দ্যাহেনা?

রফাতুল্যাঃ সব বেনো হরে দিছি- ও শালারা আমার ছাওয়াল লায় শত্তুর

বুড়োঃ এ আবার কি কস্?

রফাতুল্যাঃ (কাশি) আমার শরীল চলেনা, রাতিরাতি বুক পাঁসরে ত্যাল মালিশ করা নাগে- সেই জন্যি নিহে হরছি। (কাশি) আরে শালার ছাওয়ালপল -তোর বাপের যে বউ -সে তোগরে মা আর আমার ছাওয়াল পল (কাশি) উয়্যার মাক কি কয় জানো?

১। বেনো - আলাদা (ভিন্ন)

বুড়োঃ কি কয়?

রফাতুল্যাঃ সব সুমায় গাল পারে - শালি কয়া কয়া গাল পাড়ে (কাশি) কও এহন, সেই ছাওয়ালপল নয়ে আমি কেবে বাস করি- সব শালাক বেনো হরে দিছি-

বুড়োঃ তাও, মরে গেলি মরার খাটখ্যান তারা কাঁধে নিবিই..। (দুখে প্রবেশ করে। ক্লান্ত শরীর নিয়ে বসে পড়ে মাটিতে সাড়া মুখে চিকন ঘাম) দুখে, এ দুখে, আহা ব্যাটা ঘামে গিছিস- বাঁশের পাতায় যেম্বে আশ্বিনে কুয়াশা জমে - তোর মুখখ্যানেও তাই। চোখ দুডেৎ রক্ত জমেছে - থিরথির নড়েচড়েনা -কি খাইছিস বাপ গাজা না তালের রস? (দুখে কোমড় থেকে কিযেন বের করে খায়- বুড়ো দেখে অবাক হয) হেইরে ,সেই জন্যি ভাবি আমরে দুখে কতা কয়ন্যা হ্যা-উয়ার চোহির কিন্যারদ্যা কালচে দাগ অযছে হ্যা? বাবারে তুই ধূৎরের রীচি খাস? খা- খা -হেই দুখে শোন, ফালা আতে হরে ঘুরিসা - নাড়াই হরবি? তোর দাদা জমিদারের নায়েবেক মারছেলো বুলে জমিদার হারামজাদা তেনাক হাতীদ্যা পিষায়া মারছেলো। হেই, সেই বক্ত তোর শরীলি। মাটির উপ্যার ফালা খোচায়া কি করে, লাভ নাই, ঐ ফালা বাবর মিদ্দার বুহি মার্যাদে -শালা জালেম নিপাৎ হর ও শালা আমার বুহি আগুন ধরায়া দেছেরে
(কুমেলা বিবির প্রবেশ)

কুমেলাঃ সেই কহনতিন তোক খুজতিছি বাপ- মাতার পরতিন বেলা গড়ে গেছে। মানুষ না খালি কি বাঁচে - চল বাপ? লার পাতা সেদ্ধ কাঁচাসমরিচ দ্যা ছ্যানা তোর পছন্দ - চল বাপ। ভাতের ভাপ থাকতি থাকতি খালি বেশী খাওয়া যায়, স্বাদ লাগে -চল

বুড়োঃ দুখের মাও, নার পাতা ছ্যানা দ্যা ভাত ছোট কালে কত খাইছি, পাঁচ কুড়ি বয়সে আবার সখ হরে - আবার খাই, আমাক কি একমুঠ দিব্যানে?

কুমেলাঃ আমার বাড়ীৎ বিক্ষে হরা চালির বাত, খাওয়ার কত কাবো সে সাওস অয়না।
না র পাতা - লাউ পাতা

বুড়োঃ আর সেদিন নাই। সব বদলে গেছে, ঘাট অঘাট অয়ছে, অঘাট অয়ছে ঘাট- নাঅলি তমিজ মন্ডলের ব্যাটা আমারক জিয়েফৎ দিয়ে গেল, আমি গেলাম -আর আমার পাছে লেলায়া দিলো কুত্তে! হা-রে শালার ব্যাটা শালা, দুই দিনির বরগী এহন বাতেক কয় অন্ন!

কুমেলাঃ বাবর মিদ্দার কতা আর কব্যান্যা, কি দ্যাখলাম কি অলো- আমারে নগে চলেন চাচামিয়ে-

বুড়োঃ ওঠরে দুখে ল বাই- বাতের ভাপ ফুরে যায় চল চল (দুখে উঠে হাই তোলে রওয়ানা দেয়) দ্যাহিছ্যাওনা, উয়্যার দাদা ঐ রহম আটতো বাঘের ল্যাহান মাটি কামড়ায়া আটতো (সবাই চলে যায়)

(রূপলার ও নবীরুদ্দিন ও জাবেদের প্রবেশ)

রূপলালঃ তুই নিজি চোহি দেখছিসন্যা?

নবীরুদ্দিঃ অনেকদূর পয্যন্ত খুটে খুটে দেখছি কাহা, কুচকুচি কালা রংয়ের একখ্যান সুতোষিন পড়ে লয়ছে, ইটু বালো হরে দেহি ফাটার দাগ। কাল সহালবেলাই ঐ জামগাছের কিনার দ্যা দ্যাহোনে কতবড় ফাটল ধরে-

জাবেদঃ আমি নিজিউ দেখছি কাহা। ইবার বোদয় বাঁধমাঁধ আর থাকাপিন্যা

রূপলালঃ জামতলার কিনার দ্যা যদি ফাটা দেহিস্ তালি ঐ ঘাটখ্যানে আজ রাতিই গাঙের মিদেন যাবি

জাবেদঃ (অস্থির হয়ে ওঠে) ঘাটে তো মেলা নাউ বাঁধা লয়ছে কাহা

নবীরুদ্দিঃ উরা তো জানেই না

রূপলালঃ কহন ধূপুস করে ঘাড়ের উপ্যার চাঙর বাঙে পড়বিনি -সব নিতল অয়া যাবিনি, এতো গাঙের ঘাট বাঙেনা মানষির কপাল বাঙে - চিক্কির দিয়া কয়া দে, কয়া দে নবীরুদ্দিন

নবীরুদ্দিঃ হে নায়ারা, এ ঘাটের লাউ চাড়ে দেও -লাউ ছাড়ে দেও এদিকে মাটিৎ ফাটল ধরেছে গো

জাবেদঃ হৈ নায়ারা, এ ঘাটে লাউ বাধোনা -এদিকে ফাটল ধরেছে --এ ঘাট চাড়ে চলে যাও গো

রূপলালঃ ইটু বাতাস বচ্ছে, পূবের্র আহাশের গুড়ায় কালা ম্যাঘ -আজ যেদি বিষ্টি নাবে - কিয়েমত অয়ে যাবিরে নবীবুদ্দি-

নবীরুদ্দিঃ হে নায়ারা -এ ঘাটে ত্তিন নাউ ছাড়ে দ্যাও এদিকে মাটি ফ্যাটে গেছে লাউ ছাড়ে দেও গো (আলো নিভে)

মিদেন - মধ্যে

সকলের দিক। দাঁত খিলাল করতে করতে নবীরুদ্দিন বেরিয়ে আসে, সোহাগী আসে। আঁচল দিয়ে রুপার চুড়ি মুছতে মুছতে আসে।

সোহাগীঃ মাঝি।

নবীরুদ্দিঃ মাঝি কয়া আর ডাহিসন্যা। নাউ আর ববো ন্যা। কাশীনাথপুর বাঁধ মিরামতের কাম চলতেছে। ভাবতিছি - ওহ্যানে যায়া মাটেলের কাম ধরবো। ম্যালাদিন কাম চলবি। কালনেহি হামেদালী কন্টাকটারগরে নগে আলাপ হরছে- ওহ্যানেই যাবো-

সোহাগীঃ আমার রুপের চুড়িডা-

নবীরুদ্দিঃ কি অয়ছে?

সোহাগীঃ না, উডা তো আর আতে দেইন্যা- তাই কচ্ছিলাম উডা বাঙে এটা কবজ বানায়া দ্যাও-

নবীরুদ্দিঃ মাও অওয়ার সখ দেহি তোর বাড়ছে - দে -

সোহাগীঃ রাগ করলি, আল্লা অসুন্তষ্টি অয়- ন্যাও- (নবীরুদ্দিন নিয়ে কোমরে রাখে)

নবীরুদ্দিঃ সুপুরি আছে নেহি?

সোহাগীঃ থাকপ্যার পারে-

নবীরুদ্দিঃ দ্যাখতো - (সোহাগী ভেতরে যায়) ধুনে থাকলি খানিক নু আসিস
(হামেদালীর প্রবেশ)

হামেদালীঃ অয়ছে তুমার?

নবীরুদ্দিঃ অয়া গেছে খাড়া -কাম পাওয়ার যাবিনি তোরে না পালি তো মুশ্‌কিল-

হামেদালীঃ কাল তো শুনলাম, কামলা শট আছে- দ্যাহা যাক- (বুড়োর প্রবেশ)

বুড়োঃ নবীরুদ্দিনরে কোনে যাস বাই?

নবীরুদ্দিঃ কাম কাজির চিন্টায়- (সোহাগী আসে নবীরুদ্দিন হাতে সুপারির দেয়)

সোহাগীঃ মন যিন থাহে?

বুড়োঃ কি মনে থাকপিরে ল্যাৎ বৌ--

সোহাগীঃ তুমার মাতা (প্রস্থান। সাপুরে ডুগডুগি বাজাতে বাজাতে ঢোকে)

আরজানেঃ হেই নবীরুদ্দিন, আরে বুড়ে দাদা, হুই বটগাছের মাতার চড়ছ্যাও কোনদিন?

বুড়োঃ পাগল নেহি তুই। ঐড়া আলো আরবৎ বটগাছ, পুরানা, আমি তো দুরি থাক, পাঁচ কুড়ি বছরের কতা জানি ঐ বটগাছে কেউ ওটে নাই।

আরবৎ - ঐরাবত

আরজানেঃ হে- হে দাদা, আজ আমি ঐ গাছে উটিছেলাম, এক্কেরে চুড়ায় শ্যাষডালে-

নবীরুদ্দিঃ কি কও তুমি?

হামেদালীঃ মাতাডা গুলায়া ফ্যালছেও দেহি-

আরজানেঃ আরে না, মাতা হ্যা গুলাবো, আমি সত্যি সত্যি উটিছেলাম হুঁ হু

বুড়োঃ কিসির নেগে উটছিলো?

আরজানেঃ পীৎরাজ গোক্ষুরের পক্কির ডিম খুব বালোবাসে, হুই মাতার ডালে আছে শগুনির বাসা, তাই উটছিলাম। ম্যালা ডিম পাইছি এই দ্যাহো- (কোঁচড়ে ডিম দেখায়) দাদা-

বুড়োঃ কি কস ?

আরজানেঃ শালার বটগাছের মাতান্তিন মনে অয় গাঙডা যিন চন্দ্রবোড়া সাপ! এহাঁ বেঁহা অয়া যাচ্ছে, যাচ্ছে, যাচ্ছে - দিংলে সাপের মাতাও নাই ন্যাজও নাই - খালি যাতেইছে-

নবীরুদ্দিঃ পড়ে গেলি গোশতের টুপলা অয়া যাত্যা-

বুড়োঃ আর উটিসন্যা আরজানে, পুরানা গাছ উয়্যার ক্যাওড়ায় ক্যাওড়ায় বিপদ-

আরজানেঃ বাজান কতো, ঐ বাটগাছের ডালে ডালে বলে আজদাহা সাপ ঝুলতো। কই? আমি দাদা ঐ রহম পুরানা সাপ খুঁজত্যাছি বিষ পাওয়া যাবি ম্যালা, টাহার দরকার একজোড়া খাড়ু বানাবো-

হামেদালীঃ খাড়ু কার পায় দিব্যা-

আরজানেঃ	ক্যা আমার পীতরাজোর পায় -সোনার বালি দিছি এই দ্যাখ
নবীরুদ্দিঃ	তুমার সাপের পাও আছে?
আরজানেঃ	গাজাবি, দেহিস-!
বুড়োঃ	বাদ্দে -কোন যাচ্ছিস এহন?
আরজানেঃ	ঘোষের বাড়ীৎ - ইটু কাঁচা দুধির দরকার, পীৎরাজেক সিনান হরাবো - যাই গো কি সাপে দংলিলা নখাইরে (প্রস্থান)
নবীরুদ্দিঃ	মাতাড়া বোদয় গেছে!
বুড়োঃ	নিশায় আছে। পীৎরাজ গোক্ষুরির ছোবল খায়া নিশা হরে-
হামেদালীঃ	কি কও দাদা, গোক্ষুরির ছোবল খায়া মানুষ বাঁচে-
বুড়োঃ	আর কেউই না বাঁচলিউ আরজানে বাঁচে উয়্যার শরীলির রক্তই তো বিষ হে (রূপলাল ও জাবেদ প্রবেশ করে)
রূপলালঃ	কোনদিক যাস তুরা?

(Animism) সাপকে মানুষী দৃষ্টি কোন থেকে দেখা -এ ভাবনার উৎস।

নবীরুদ্দিঃ	দেহি মাটেলের কাম পাই নেহি
জাবেদঃ	নবীরুদ্দিন বাই সহালবেলা আমি গেছিলাম, কই ফাটল মাটল তো দেলহ্যামনা।
রূপলালঃ	কি দিয়ে দেখছিলো। আহাশে পাতলা ম্যাঘ, যেদি গুড়িগুড়ি বিষ্টি নাবে, ইলশের ঝাঁক ভাসপি এক জাঁক ইলশে খরায় পলি একধামা টাহা যাইরে আজ খরা পাতপো পদ্মা যমুনের মুহী- (হঠাৎ বিকট জোরে দুখের মা কুমেলা বিবি ওরে বাবা মাবে ফেল্লো বালে চীৎকার করে ওঠে। বুড়ো ছাড়া সবাই কি অলো কি অলো ব্যস্তভ্যাবে সেই দিকে দৌড়ায়ে যায়। এই সময় বাবর মৃধা ও মফেজ সেকানে আসে)
বাবরঃ	গুল্লি দিয়ে চিক্কির পড়ে কিডা ,দোস্তমিয়ে?
মফেজঃ	রূপবানেক বোদয় বাঘে ধরেছে
বাবরঃ	হ্যানে দেহি বুড়ো চ্যাচমিয়ে বসে নয়ছে (সোহাগী ঘর থেকে বেড়িয়ে আসে, মিদ্দাকে দেখে আবার ভেতরে যায়) দোস্তমিয়ে
মফেজঃ	জ্বে-
বাবরঃ	কিডা ও?
মফেজঃ	নবীরুদ্দিনের বউ-
বাবরঃ	নবীরুদ্দিনের ঘরে দেহি সাপের মনি-
বুড়োঃ	গোক্ষুর সাপের মনি-
বাবরঃ	ওহো চাচামিয়ে। সব আল্লার যেচ্ছে। (হঠাৎ বুড়োর পা চেপে ধরে) চাচামিয়ে আমার ছাওয়াল পল না জানে শুনে, আপনের কাছে ইটু অপরাধ হরছে মাপ করে দ্যান-
বুড়োঃ	পাগল অলি নেহি পাও ছাড় ছাড় ছাড় (ভেতর থেকে ধর শালাক, বাঁধ শালাক- ইহ মাক মারে ইত্যাদি শব্দ ভেসে আসে)
বাবরঃ	চিক্কির পারে কিডা?
মফেজঃ	চলেন আমরা চলে যাই-
বাবরঃ	অতো যাই যাই হর্‌যান হ্যা- চাচামিয়ে, আমি তো ইয়েরে সগলের বাঁধের পর থাহার নেগে একহাজার টাহা খরচ হরিচি- ইয়েরে মুহীর দিক তাহালি আর জান চিক্কির পারে কাঁদে - তাই আল্লায় ওয়াস্তে মাফ করে দিছি-
বুড়োঃ	সত্যি ন্যা?
বাবরঃ	আল্লার কসম, চলেন দোস্তমিয়ে ইটু দেহে আসি (মফেজ ও বাবরের প্রস্থান)
বুড়োঃ	উটিছিস পারতলেতিন, তোর নজর আর কতো বালো অবি? (সোহাগী প্রবেশ করে) সোহাগী ওগরে নজর ভাল্লায়!

বুড়োঃ মানুষ যেদি সত্যি মাটির বানানে অয়রে বুন - ও শালার জম্ম বেশ্যে বাড়ীর মাটিৎ, হারাম জাদা! সেইদিন যেদি থাকতো একরাতি দিতাম শালার বংশ নিপাত করে (ছুটে গেল ধর ধর সর সর শব্দ ওঠে ভেতরে প্রচন্ড ভয়ে বাবর মফেজ দৌড় প্রবেশ করে)

বাবরঃ ওরে বাবারে-

মফেজঃ ও দোস্তমিয়ে ও দোস্তমিয়ে

বাবরঃ জান বাঁচানে ফরজ- (পালায়) হাঁফতে হাঁফতে জাবেদ, নবীরুদ্দিন হামেদালী রূপলার প্রবেশ করে)

বুড়োঃ কি অয়ছে?

রূপলালঃ সরে আয়, তুরা সরে আয়,

হামেদালীঃ ও যে আসতেছে

বুড়োঃ হেই, হেই সরে যা, উয়্যার সামনে থাহিসন্যা কেউ

বুড়োঃ হেই, হেই- (দুখে ফালা হাতে ক্ষিপ্ত অবস্থায় প্রবেশ করে, নদীর গর্জন ওঠে, ছুটে যায় সেই দিকে) হেই দুখে নাড়াই হরব্যার যাচ্ছে দুখে নাড়াই হরব্যার যাচেছ-

নবীরুদ্দিঃ দুখেক ধর-

রূপলালঃ যাসনে, সামনে যাসনে (চেপে ধরে)

বুড়োঃ দুখের সামনে যাসনে , উয়্যার তিন পুরুষির রক্ত ক্ষ্যাপছে ও গাঙের নাগে নাড়াই হরব্যার বাড়ায়ছে সামনে যাসনে!

নবীরুদ্দিঃ চাচী অজ্ঞান অয়া রয়ছে যা তো সোহাগী
(সোহাগী ছুটে যায়)

রূপলালঃ বাবর মিদ্দাক দ্যাহার সাতে সাতে কি যে অলো দুখের -পাঁচ হাতির শক্তি নয়ে নাফায়া খাড়ালো - বেড়ায় গুঁজা ফালাডা একটনে বাই হরলো নবীরুদ্দিন যদি না ধরতো, বাবর মিদ্দার বুকটা আজ ছ্যাদা অয়া যা তো

বুড়োঃ ধরলু হ্যারে নবীরুদ্দিন, বিষফলের গাছটা উপরাব্যার দিলুনি হ্যা, ইয়ের পরাভোগ ভূগা নাগরি তগরে-

নবীরুদ্দিঃ মানুষ মারে ফেলব্যার কও তুমি?

বুড়োঃ মানুষ! হেই, কিডা মানুষ? বাবর মিদ্দা যেদি মানুষ অয় তালি তরা মানুষনা জানোয়ার

রূপলালঃ কাহা থামো। আমি এটা জিনিস খিয়াল হরিছি, দুখে কান পাতে কি যিন শোনে তারপর গাঙের দিক পাগল অয়া ছুটে যায়!

বুড়োঃ ঢাকের বাজনা শোনে - নাড়াই র বাজনা শোনে, উয়্যার বুক ভরা বাঘের রক্ত, তগরে মতন ভেড়া বরহীর রক্ত লায়

রূপলালঃ কতা কও। আয়রে জাবেদ (জাবেদ রূপলাল প্রস্থান)

হামেদঃ অনেকখ্যানি পথ আঁটা নাগবি নবীরুদ্দিন বাই

নবীরুদ্দিঃ দাদা তুমি থাহো (প্রস্থান) সোহাগী কুমেলাকে নিয়ে প্রবেশ) বারান্দায় কুমেলা বসো সোহাগী তার মাতায় বিলি দ্যায় - চুপচাপ বুড়ো বসে থাকে)

কুমেলাঃ মা রে, কপাল আমার ! বড় আহালির বছর দুখে জম্মিলো তিনদিনির মাতায় উয়্যার বাপ মলো কলোরায়। আতুর ঘরেত্তিন আমার আতের বালা খুলে নিলো -নাহের ফুল খুলে নিলো তিন দিনির ছাওয়াল কোলে নয়ে সাগবে বাসলাম- আমার সেই ছাওয়াল আজ আমের মারে, ধূৎরের বিচী খায়া নিশা হরে- বসের ছাওয়াল থাকতি যেদি শ্যাষ বয়সে বিক্ষে হরে খাওয়া নাগে -সে ছাওয়াল থাকলিই বা কি না থাকলিই বা কি?

সোহাগীঃ চুপ করে থাহো চাচী, ধূৎরে বিচী খায়া সে গাঙ ভাঙার কতা ভুলে থাহে- দুখে বাই বালো থাকলি কি এম্বে অতে?

কুমেলাঃ তাই বলে মাক ধরে মারবি - আমি বাত কাপুড়িার জন্যি উয়্যার গাও খামচাই? আল্লা আল্লারে, তুমি সব দ্যাখছ্যাও, ইয়ের বিচার হরো আল্লা আমার গায় য়ে আত দেছে তাক তুমি নিপাত হরে দিয়ো-

সোহাগীঃ চাচী থামো (অস্থির হয়ে ওঠে বুড়ো)

বুড়োঃ থামো থামো! দুখেক অভিশাপ দিয়োনা - মাও জন্ননীর কান্ননে আল্লার আরশ কাঁপে ওঠে, মাও জন্ননীর অভিশাপ ঠাটা হয়ে ছাওয়ালের মাতায় বাঙে পড়ে, নক্ করো নক্ করো জানে সবুর দ্যাও-

কুমেলাঃ কোন পরানে আমি সবুর দেবো ক, আমি কোনে সবুর দেবো, সাড়াজীবন সবুরির ফল যেদি এই অয়, তালি ক আমি কোন ভরস্যায় সবুর দেবো

বুড়োঃ নক্ করো - চুপ করো -মার মনের ছবুর অলো ছবুরের দরিয়া, মাও যেদি ছবুরের দরিয়া না অয়- তালি ছাওয়াল পল কোন ভরসায় দুনিয়াৎ থকপি

সোহাগীঃ চাচী তুমি থামো, তুমার আল্লার কিরে কাটি থামো (কুমেলা বিবি থামতে চেষ্টা করে)

বুড়োঃ দুখের মাও, একদিন দুখে ভালো অয়া তুমার কোলের মিদ্দেন মাতা গুঁজে করি ,মা মারে তুই আমাক মাফ করেদে আমি জ্ঞানে অজ্ঞানে তোর কাছে কত আপরাধ হরিছি মা -

কুমেলাঃ সেই সখ আর নাই সে আশার গাছ যেমন বাড়ছিল মরেও গেছে তেমনি

বুড়োঃ আর কতা কয়োনা চুপ করো
(ডুগডুগির শব্দ শোনা যায় - সবার মনোযোগ সেদিকে যায়। আরজানের উল্লসিত ভাবে প্রবেশ)

আরজনেঃ হেই বুড়ো দাদা, আমার মনে ছেলোনা,আমার মনেই ছেলোনা আমার দাদা সাপুড়ে বাবা সাপুড়ো আমি সাপুড়ে অথচ আমার মনে ছিলোনা! কি বুহা আমি!

বুড়োঃ খুব যে ফুর্তিফুর্তি ভাব -কি রে কি মনে ছেলোনা-?

আরজানেঃ হেই সেদিন বাবর মিদ্দা আামারে ধরে কয় - আরজানেরে এটা বিয়া হর -আতে বালো মিয়ে আছে - শ্যাখগরে মিয়ে-

বুড়োঃ মিদ্দা কয়দিন আগে যাক তালাক দিছে?

আরজানেঃ হুহ! শালা আমার ঘাড়ে গছাবার চায়- শোনলাম রাতিরাতি এহনো যাতাযাত আছে-

বুড়োঃ তুই কি উত্তের দিলি?

আরজানেঃ আমি আর কি কবো! কলাম য়েচ্ছে নাই মিদ্দা সাপ

বুড়োঃ তোর য়েচ্ছে নাই?

আরজানেঃ না - বিয়েশাদী জেবনে একবারই অয়-

বুড়োঃ বংশের বাত্তি তো দেওয়া নাগবি।

আরজানেঃ সে কতা তো মিদ্দাও কইছেলো-। তহন আমি কিছু কব্যার পারি নাই- আমার খিয়ালই ছেলোনা- । ঐ মিদ্দাম, এহন কই শোন, আরজানে সাপুড়ের বংশের বাত্তিদিবি সাপে -সুতানলী, সুতাশংখ, দুধরাজ, পীতরাজ, কালকেউটে আজার আজার সাপ, আমার বংশের বাত্তি দিবি আজার আজার সাপ

বুড়োঃ তুই পাগল অয়া গিছিস আরজানে

আরজানেঃ না, না দাদা পাগল অই নাই। ঘোষের বাড়ী যায়া যহন কাঁচা দুধি পীৎরাজক সিনান হরাবো এমন সুমায় পাকা পিয়ারার গন্ধ ছোটেছে - হা-হা- হা। আমার পীৎরাজের গাওদ্যা পাহা পিয়ারার গন্ধ- (নিজের শুঁকে) এই দ্যাহো উহঁ---। দ্যাহো ইয়েরে চোহি দুধরক্ত রং ধরেছে, নিয়েশে গরম বাতাস - দাদা, মোচড়ায়, আমার পীৎরাজ মোচড়ায়ে ওটে - এই দ্যাহো নাভিডা পদ্ম কোরকের ল্যাহান ফুলে ওটছে- সংক নাগার সুমায় অয়ছে- দাদা আমার পীৎরাজের সংক নাগার সুমায় অয়ছে - যাই গো - পীৎরাজের কপাল আবার সিদুঁর নাগায়া ছাড়ে দেয়া নাগবি। (ডুগডুগি বাজিয়ে প্রস্থান)

বুড়োঃ তোর দাদাক দেহিছি, তোর বাপেক দেহিছি, সামনে আঘ্রাণে আমার পাঁচকুড়ি বয়েস অবি- তুই যে কি?(কাকের চীৎকার ভেসে আসে)

সোহাগীঃ কায়া হ্যা ডাহে হুঁস হুস-

বুড়োঃ কায়া ডাহা ভাল্লায়, হুই শালার কায়ারা - মারান্যার আর জাগা পালুন্যা- হেই -হেই (লাঠি উচিয়ে ভয় দেখায়)

সোহাগীঃ এম্বে - যাবিন্যা - (ঢিল ছুড়ে - কাকের শব্দ থেকে যায়। নবীরুদ্দিন চালের টোপলা নিয়ে প্রবেশ করে)

নবীরুদ্দিঃ কাম অলোনা। আর লোক দরকার নাই। কন্টাক্টররা শ্যাম সুন্দর পুরির মাটেল নাগায়ছে- এ সুয়াগী এগুনে নয়ে যা-(সোহাগী চালের টোপলা হাতে নেয়)

সোহাগীঃ আমার জিনিস বানাবের দিছ্যাও?

নবীরুদ্দিঃ হুঁ

সোগাগীঃ দিবি কবে?

নবীরুদ্দিঃ দিবি, দিবি তোর মঙ্গলবারে

সোহাগীঃ কোন মঙ্গলবারে?

নবীরুদ্দিঃ বেশী কতা কস কচ্ছিই তো সামনের মঙ্গবারে দিবি (সোহাগী ভেতরে যায়- নবীরুিদ্দিন একটু দুরে বসে)

বুড়োঃ ফাঁহে গেলি হ্যাঁ?

নবীরুদ্দিঃ গরম ধরেছে - হ্যানে ইটু বাতাস -

বুড়োঃ অ।

নবীরুদ্দিঃ কাম পালামনা টাহা পয়স্যাার বড় অভাব। জগদীশ কম্মকাবেব বাড়ীৎ আমি গেছিলাম - সোহাগী ছাওয়াল পল আঁয়ার গাছ বাঁধবি তার নেগে রূপার এটা কবজ দরকার। আমার আতে পয়সা কড়ি নাই তাই সুয়াগী রূপের বালাডা দিছিলো কবজ বানানো নেগে । বালাডাকা বেচে চালডাল লআলাম। হারে প্যাটের ছাওয়ালের খায়েশ! জীবনে কোনদিন সোয়াগীক এতবড় ধুকাদেই নাই- উপায় ছেলোনা বালাডা না বেচলি যে কয়দিন না খায়া থাকতাতম!

বুড়োঃ বিড় বিড় হরে কি কস্ নবীরুদ্দি?

নবীরুদ্দিঃ এ্যাঁ! না, আমি ভাবতিছেলাম, সামনে ঢালার চরের বাঁশীরাজ ধান কাটার সুমায় - যে করে হোক সে ধান ইবার ঘরে তোলবই দাদা -।

বুড়োঃ আমিও যাবো তোর নগে আমার শ্যাষ যাত্রা (কুমেলা বিবি ওঠে দাঁড়ায়)

নবীরুদ্দিঃ চাচী কোনে যাও?

কুমেলাঃ বাত তুলে দেওয়া নাগে প্যাটভরা ক্ষিদে নয়ে আসপিনি (প্রস্থান)

বুড়োঃ মাও যে কি জিনিষ রে!(কলরব ওঠে দূরে হাঁফতে হাতে জাবেদ প্রবেশ করে)

জাবেদঃ নবীরুদ্দিন বাই - নবীরুদ্দি বাই

নবীরুদ্দিঃ কিরে কি অয়ছে?

জাবেদঃ দু দুখে বাই -নিতল অয়া গেছে-

বুড়োঃ কোনে?

জাবেদঃ জামতলার কিনার দ্যা ধবস নামছে

নবীরুদ্দিঃ আয় (দৌড়ায় - পিছে পিছে জাবেদ)

বুড়োঃ গাঙ হারামজাদী সব গিরাস হরলো- জমিদার শালারা যেম্বে গিরাস করতো -গাঙও সেম্বেই। দুখে বোদয় বাঁচপিন্যা- উয়্যার দাদাক জমিদারে হাতীদ্যা পিষায়া মারছোলা!
(সোহাগী প্রবেশ)

সোহাগীঃ কি অয়ছে দাদা, চিক্কির পাড়ে কতা কলো কিডা - দুখের বা র কি অয়ছে?

বুড়োঃ দুখে গাঙে নিতল অয়া গেছে -

সোহাগীঃ আল্লারে --- (কুমেলা বিবির দিকে প্রস্থান)

বুড়োঃ দুখে তো পড়ে যাওয়ার ছাওয়ালন্যা ঝাপায়া পড়ার ছাওয়াল। উয়্যার বুক ভরা বাঘা পুরুষির রক্ত -দুখেরে তুই কার নগে নাড়াই করব্যার গিছিলি - তোর পরাণের খবর একটুও পাই নাইরে - বাই (রূপলাল প্রবেশ)

রূপলালঃ কাহা,দুখে শ্যাষ (হতাশ ভাবে বসে পড়ে)

বুড়োঃ বাঘা পুরুষির রক্তের সোঁত থামে গেল-? রূপলাল, রূপলালরে বাঘা পুরুষির রক্তের সোঁত থামে গেল।

রূপলালঃ গুড়ি গুড়ি বিষ্টি ছেলো, ভাবছেলাম আজ অনেক মাছ পাবো। আমি রূপলাল হলদার বাবা জ্যেতিলাল হলদার উপেরে আহাশ আর নীচে পানি ছাড়া কিছু চিনিনে। হাজার বছর ধরে গাঙের কিনারে বাস করি আমরা একদল দুঃখী মানুষ - জম্মেৎতিন আমরা এই পানিৎ হাবুডুবু খাই- ক্যা -ক্যা কাহা -আমাগরে রক্ত বদল অয়না হ্যা-?

বুড়োঃ জান্নে - জান্নে

রূপলালঃ কাহা, আজ মাছের খাই ছিটছেলো খলবরায়া পানি নাচাছ্যিালো, হঠাৎ জালডা ভারী ঠেকলো টান্যা তুললাম (গলা ধরা আসে) ভারছেলাম আজ অনেক মাছ পাবো -কিন্তুক পালাম দুখের মরা লাশ ঐ দ্যাহো ঐ দ্যাহো নবীরুদ্দিন উয়্যাক কাঁধে হরে নয়ে এস

(ভেতর থেকে সোহাগি কুমেলা বিবি চীৎকার করতে করতে প্রবশ করে। সবাই দুখের লাশের দিকে ধাবিত হয়)

(আলো নিভে)

<u>বিরতি</u>

কালাপানি-৬

(সময় দুপুর। বিস্তৃত বাঁধের এক অংশ। একটি নোতুন কবর। কবরের পাশে বুড়ো আছে)

বুড়োঃ দুখে,এ দুখে, ঘুমায়া আছিস এই। একবার তুই জ্যোতিলার হলদারের সেই নীল কমলের মতো ক- কে জাগো? দুখে জাগ। খুব সাওস পাতামরে বাই, খুব সাওস পাতাম । আজ দুই দিন কব্বরের আধারে শুইয়া নইছিস - কানতি কানতি তোর আমার চোখ রক্ত জবা অয়া গেছে। ও দুখে বাই একবার চায়া দ্যাখ-। একবার চিক্কির দিয়া ক - আমি জাগে আছি- নাক্ষস মারার নেগে আমি নীল কমলের ন্যাগাল জাগে আছি (হতাশ ভঙ্গীতে নবীরুদ্দিন এসে বসে পড়ে) নবীরুদ্দিরে-

নবীরুদ্দিঃ হুঁ

বুড়োঃ তর বউ কি বাত নাদছে?

নবীরুদ্দিঃ (হঠাৎ ক্ষেপে যায়) বাত! অতো বাত বাত হরো হ্যা?

বুড়োঃ ক্ষিদেরে বাই, কালকেত্তিন নাখায়া আছি

নবীরুদ্দিঃ তাৎ আমার কি? তুমার নেগে বাত জম্মা থুইছি! তুমি আমার কিডা যে দৈনিক বাত দেওয়া নাগবি ক্ষিদে নাগে - যায়া বিক্ষে হরে খাওগা-

বুড়োঃ আমার যেদি কেউ থাকতো -তালি কি তগরে কাছে চাতেম আল্লারে কত মানুষ মরে, আমি হ্যা মরিন্যা?

নবীরুদ্দিঃ দাদা, তুমার ন্যাৎবোর এটা রূপের চুড়ি ছেলো, ছাওয়াল পল অওয়ার কবজ বানানের নেগে দিছিলো - সিডা বেচে চাল কিন্যা খালাম! ভাবছেলাম কমকাজ বাধলি বানায়া দেবো - নাউ নয়া বসেছেলাম সুয়ারী নাই, কোন রহম কামকাজ নাই - -দাদা, দুখে বাই বাঁচে গেছে -

বুড়োঃ সে আমালে আসামীগরে কালপানি অতো। সুমুদ্দুরির মদ্দি এটা চর, কতা কওয়ার মানুষ নাই, বুক ফাডায়া চিক্কার হরলিই শোনার মানুষ নাই- সাহায্য হরার নোক নাই - আমি তাই ভাবিরে নবীরুদ্দিন, এই মানষির সুমুদ্দুরির আমাগরে কালা প্যাানি অয়া গেল!

নবীরুদ্দিঃ কেম্বেষিন সব বদলে গেল দাদা! যুদ্ধুর বছরেও ভাবি নাই কপাল এই ন্যাহা ছেলো। জামাল বাই, মুক্তিবাহিনীতে কমান্ডার ছেলো, যুদ্ধর বছরে ক তো নবীরুদ্দিন যুদ্ধর হর - দ্যাশ স্বাধীন হর - দেখপু চাদ্দিক সুখ শান্তিৎ ভরে গেছে --। জামাল বাই আপনে এহন কোনে জান্নে -তে আপনে এটা মিত্যোবাদী ছিলেন -

বুড়োঃ উরা মিত্যে কতাই কয় - দ্যাশের সুকশান্তি ওসব মিত্যে কথা-

নবীরুদ্দিঃ তে যুদ্ধ হরছেলো হ্যা?

বুড়োঃ সখ করছিলো - যুদ্ধ হরার সখ

নবীরুদ্দিঃ তালি মিত্যোবাদ্দীরে পাল্টানে পড়ে ঠকছি! স্বাধীনির পরে বিয়া হরে হলদার কাহার শাস্তরের সুকসারীর জেবন চাইছেলাম- আর এহন গাঙের পাড় বাঙে, স্বপন নিতল তায়া যায়- রক্তের ঘিরান ছোটে মাটিৎতিন - দুখে বাই বাঁচে গেছে দাদা

(কিতাবালীর প্রবেশ)

কিতাবঃ মরার তো দরকার ছেলো আমার ! কিসির নেগে মরব্যার পারিনে দাদা - ভররাত ছাওয়ালডা কাঁদে - ফ্যালা খুয়ে যে চলে গেল তার জন্যি শালা কাঁদে হ্যা! মনকয় শালার গলার পারা দিয়ে শ্যাষ হরে দেই- সহ্য অয়না আর!

নবীরুদ্দিঃ ছবর দে, পাগলামী হরিসন্যা

কিতারঃ নবীরুদ্দি, হে বলে এহন প্যাট ভরে বাত খায়, ছাপার কাপুড় পরে, ধান বানতি দিন যায়

নবীরুদ্দিঃ বালো আছে, বালো কতা।

কিতাবঃ হের জাউরা জেবনের সাক্ষী আমার কাছে হ্যা - নয়ে যাক সে শালি

নবীরুদ্দিঃ চুপ কর - চুপ কর - ভুলে যা

বুড়োঃ হেই নাদান, এতই যেদি অশান্তিৎ ভুগিস, বিষ খায়া মরবার পারিসনা? মরদ অয়ছে শালা, ভাড়ে মরদ। আরে, বউ চলে গেছে সখ থাহে আরাটা বিয়ে হর -মাগীর মতোন কাঁদে বেড়াস্ হ্যা!

কিতাবঃ আমি পারিনে দাদা, আমি পারিনে। (প্রস্থান)

বুড়োঃ পারিসন্যা তো মারাগা! ঐ শালাক আমার দ্যাখপ্যার মন চায়না। বউ পলালো - শালা বসে কাঁদে - শালা ইল্লোত বালাই। হেই নবীরুদ্দিন! দুখের মার অবস্থা কেম্বে রে?

নবীরুদ্দিঃ বোদয় বাঁচপিন্যা বেশী দিন! কয়দিন শরীল এহেবারে অদ্দেক। তো আমি কইছি, চাচী যে কয়দিন তুমি বাচো আমার নাগেই থাহো-

বুড়োঃ তুই ছাড়া তো দ্যাহার কেউ নাই-

নবীরুদ্দিঃ আমি ছাড়া তো তাক দ্যাহার কেউ নাই, কিন্তুক আমাক দ্যাহে কিডা - বাড়ীৎ চাল নাই। সগলে নাখায়া আছে - এহন কও চাল না নয়ে কোন মুহী বাড়ীৎ যাই!

১। শুকসারী- রূপকাথায় বর্ণিত পাখী

২। ভাড়ে - ভাড়ুয়া (স্ত্রৈন্য)

বুড়োঃ নবীরুদ্দিরে-

নবীরুদ্দিঃ হুঁ-

বুড়োঃ ন যাই আমরা নগরবাড়ীর ঘাটে কুলিগিরি হরি

নবীরুদ্দিঃ তুমি হরব্যা কুলিগিরি? হা- হা- হা-

বুড়োঃ আসিস্ ক্যা, আমি মরে গেছি নেহি?

নবীরুদ্দিঃ মরো নাই, কিন্তুক নগরবাড়ী পর্যন্ত আটে গেলি তুমাক আবার কাঁদে হরে নআসা নাগবিনি

বুড়োঃ কিযে কস

নবীরুদ্দিঃ শোন, আমি গেছিলাম। দশটা স্যার চাল - আমার মতন বহুমানুষই কুলিগিরি হরার নেগে লাইন দেছে

বুড়োঃ ফিরে আলু হ্যা?

নবীরুদ্দিঃ কুলিরা সমিতি আছে তার হুকুম নাগে

বুড়োঃ (হতাশ হয়, তার সমস্ত কুলের পথ যেন রুদ্ধ) অ। শ্যাষবয়সে তালি বিক্ষে হরার জন্যি বাড়ান নাগরি। হে - হে - হে

নবীরুদ্দিঃ আসো হ্যা?

বুড়োঃ আসতিছি, গাঙের জরম অয় পাহাড়ে মরণ সাগরে, আমার জরম পাহাড়েই অইছেলো, মরন দেহি বালুর চরে -কেম্বে কথা- নবরুিদ্দিনরে

নবীরুদ্দিঃ কও।

বুড়োঃ জেবন যেদি আগুন অয়, তালি ঐ পাড়ের পরতিন গাঙের মিদেন ঝাঁপায়া পলি আগুন নিভবিন্যা?

নবীরুদ্দিঃ হ্যাঁ (হঠাৎ বুড়ো দাড়া হয়। কম্পিত দুই হাতের চোং বানিয়ে চীৎকার করে বলে)

বুড়োঃ হৈ হলদার বাইরা, যমুনের পাড়ে আমার জরম অইছেলো-যমুনের পাড়ে পাঁচ কুড়ি বছর কাটছে - আমি যমুনের নগে সুমুদ্দুরি যাবার চাই- তুমরা কেঊ আমার নাশ ধরোনা (কম্পিত পদক্ষেদ্রুত নদীর দিকে যেতে থাকে) তুমরা কেউ আমার নাশ ধরোনা - হলদার বাইরা-

নবীরুদ্দিঃ দাদা- দাদা -দাদা (জড়িয়ে ধরে)

বুড়োঃ কিসির নেগে থাকপো, কার নেগে থাকপো- যেদিন গোরস্থান বাঙে গেছে সেইদিন আমার সুকশান্তি শ্যাষ অয়া গেছে রে নাবীরুদ্দি -- আমর ছাওয়াল মেয়া বউ বাপ মাও সগলের আড়গোড় গাঙের সোঁতে সুমুদুরি বাস্যা গেছে - আমি তাগরে কাছে যাব্যার চাই।

নবীরুদ্দিঃ দাদা, ইটু বসো, জিরেও -থির অও (দুজনে বসে) শান্ত হয়। একটি স্মৃতি মনে পড়ে নবীরুদ্দিনের) দাদা, যেদিন গোরস্থান বাঙে পড়ে - সেদিন আমি আর দুখে বাই নাউ নয়া সেহেনে গ্যাছিলাম- শুকন্যা বাশের ন্যাগাল আড়গুনে বাসত্যাছেলো! দুখে বাই কইছ্যালো, নবীরুদ্দিনরে - চেহুন দেহে এটা আড় তুলে লে- বাঁশী বানাবো- আমি কইছেলাম - কি যে কও পাগলের মতন - দুখে বাই কইছেলো - বাঁশে যেদি বাঁশি অয়, মানষির আড়ে ক্যা বাঁশী অবিন্যা-? আড়ের বাঁশী জবর বাঁশী -জেবন নাই কিন্তু আড়ের মিদেন জেবনের সুর লুকায়া থাহে

বুড়োঃ বাদ্দে - বাদ্দে সব

(অসহায়ভাবে বসে থাকে তারা। পারস্পরিক অবস্থায় সখ্যতা থাকলেও ভাবনার দ্বিধাবিভক্ত স্রোতধারায় ভেসে যেদে থাকে উদ্দেশ্যহীন ভাবে। মাথার উপরের সুর্য হেলে পড়ে পশ্চিমে। হঠাৎ বেশ নিকট
ডুগডুগি বেজে ওঠে। ভাবনা স্থালিত হয় তাদের - নবীরুদ্দিন হাই তোলে - বুড়ো আড়মোড়া ভেঙে পেছনে চায়। পান চিবুতে চিবুতে বেশ প্রসন্ন চিত্তে আরজানে সাপুড়ে প্রবেশ করে)

আরজানেঃ নবীরুদ্দিন, আরে বুড়ে দাদা ন্যাও এটা পান খাও-

নবীরুদ্দিঃ তুমি কোনতিন আসতিছ্যাও?

আরজানেঃ গেছিলাম নগরবাড়ীৎ ঢাকাত্তিন মওজন আইছোলা, আতে যে কয়ডা সাপ ছেলো বেছে দি আলাম। তে আসার সুমায় মনে অলো চারডে কিনে নয়ে যাই- ন্যাও খাও

নবীরুদ্দিঃ তুমার বউ খাউনে সাপটা কই?

আরজানেঃ ছাড়ে দিছি। ঐ যেদিন দুখে বাই মরে যায়, সেদিন আমর পীৎরাজের সংক নাগার সুমায় অইছেলো - কপালে সিঁদুর দিয়ে ছাড়ে দিছি।

বুড়োঃ সুনার বালিডা কি খুলে রাখছিস?

আরজানেরঃ নাহ, নিজির আতে পরায়া বৌয়ের ইজ্জত দিছি- তা কোন পরাণে খুলে নোবো। চিন্তে নাই কালকে আবার ধরার নেগে বাড়াবো-

বুড়োঃ হুঁহ খাঁচার পক্কি ছাড়ে দিলি যেদি আবার খাঁচায় আসতো। মরা বো'র নাহের সুনাটুকু হারালুরে আরজানে-

আরজানেঃ কি যে কও দাদা- যাক এ্যাতো বালোবাসি, সে কি আমার ছাড়্যা যাবের পারে

নবীরুদ্দিঃ যাক এ্যাতো বালোবাসো - সে তুমার বোকো ছোবল দিলো

আরজানেঃ ও তুরা বুঝবিন্যা - সাপের বালোবাসা অম্বেই। আগুন কি আর মাংনা জ্বলে, কিছুনা কিছু পোড়ে বুলেই আগুন জ্বলে - ছোবলই যেদি না মারলো - তালি কি সাপ অলো? তাইনে দাদা-

বুড়োঃ কতা ঠিক, কথা ঠিক।

আরজানেঃ কও দেহি দুখে বাই কো?

নবীরুদ্দিঃ তুমি পাগল অয়া গিছ্যাও - বেরেন ঠিক নাই-

আরজানেঃ দাদা তুমি কওতো দেহি-

বুড়োঃ ঐ তো কব্বরের মিদেন, দুখে শ্যাষ অয়া গেছে

আরজানেঃ হা- হা- হা- দুখে কি শ্যাষ অওয়ার জিনিস! গাঙের নগে দুখে বাইর সংক নাগেছে। আমি তার চোহিমুহি সংক নাগার নিশা দেখছি। আমার তো ভুল অওয়ার কতান্যা দাদা - আমি তিন পুরুষির সাপুড়ে। যাই গো আজ রাতি দেবো মা মনসার পুজে। মনসার বন্দনা গায়া, সাদা আকন্দের পাতায় দেবো ডুগডুগা সিঁদুরির ফুটা। ঘিয়ের সলতে জ্বলবি - থিরথির হরে কম্প উটপি বাত্তির শিখায়- তারপর আমার দাদার হাতের নলতা বাঁশের বাঁশী হাতে নযে মন্ত্রপড়া --তারপর সুর্য্যউঠার আগেই বাড়ায়া পড়বো পীৎরাজের সন্ধানে। কাল না অয় পরশুই তুমরা আবাার দেখবা আমার গলায় ঝুলতাছে পীৎরাজ - যাই গো - কি সাপে দংশিলা নখাইরে (প্রস্থান)
(বাবর মৃধা ও মফিজের প্রবেশ)

বাবরঃ জেবনে দেহি নাই, খালি গপ্প শুনে আসতিছি - জন্তুর নাম নাই। সাড়া শরীল জুড়ে হাজার হাজার চক্ষু। মিটমিট করে চায়। আকার - গোল্লার ন্যাগাল গোল। ইচ্ছে অলিই ঘোরণ মারে - ভীষণ জোরে ঘোরণ মারে -তার নগে নগে ঘোরে পানি। সে এমনই জোরে ঘোরণ - পানির জিব্বা বাড়া যায়। তহন মাঝিরা কয়, গাঙে নাক্ষুসে পাক পড়ছে - সেই পাকে পড়ছিলো আমারে দুখে - আহা

মফেজঃ কব্বরের কাছে যাবেনা দোস্ত মিয়ে - কওয়া যায়না

বাবরঃ মাটি ফাটে গাছ বাড়ায় মানুষ বাড়ায়না

মফেজঃ মানুষ খাওয়া গাছ তো মাটি ফাটেই বাড়ায় দোস্তমিয়ে

বাবরঃ সে হিসেব আমার আছে। চাচামিয়ে, নবীরুদ্দি কব্বর পাহাড়া দিছিছস - দে - দে যাতে শিয়েলে না খায়। শিয়েল বড় খারাপ জন্তু। আহা, ব্যাটা দুখেরে তোক যেদি আমি হিমেতপুর হাসনপাতালে থু আসতাম - এই আবস্থাডা অতোনা। আল্লা যা হরে বালোই হরে - খুনীর নিশা চাপছিলো -আল্লা তুলে নেছে। বালোই

অয়ছে-। তগরে বাড়ীৎ গেছিলামরে নবীরুদ্দিন- আহা দুখের মার দিক তাহালি কান্নন আসে! যাগ্গেন বাড়ীৎ তো সগলে নাখায়া আছে দেহে আলাম।

নবীরুদ্দিঃ কাম নাই-

বাবরঃ আমার কাছে কস নাই হ্যা- মরে গেছি নেহি!

মফেজঃ না চাচা মিয়ে কি কন?

বুড়োঃ হুঁ।

বাবরঃ চাচামিয়ে, আমি যেদি আপনের ছাওয়াল অতেম ছোট খাটো অপরাধ যা করছি মাফ করে দিতেন্ন্যা। আমার পরান ফাটে য়ায- দ্যাশের মানষিক কত মনে উটলি - ভাল ঠ্যাহেনা। গাঙ বাঙছে - তাই দ্যাশের

মানষির জন্যি ঢালার চরের বন্দবস্ত হরছি। ইরা দহল নিবের পারেনা - আমার কি দোষ কন। চারদিকে আহাল বাজরে চাল নাই, আমার ডিলারের দুহানে চাল গম ভর্ত্তি। গাঁর মানষে নয়ে যাক - টাহা পয়সা না থাহে আমি দিচ্ছি - কন আমার কি দোষ। বাঁধের পর থাহার নেগে আমি এক আজার টাহা খয়খরচা হরছি- গিরামের মানষের কাছতিন একপযসা নই নাই। তাও সরকার যেদি বাঁধের পর না থাকপ্যার দেয়- এই আমি আপনের আত ধরে কতা দিলাম - আমি জমি দেবো- আমার জমিৎ সগলে ঘর তুলুক

বুড়োঃ তারপর তারপর কি অবি?

বাবরঃ তারপর ধীরে সুস্থে ঢালার চর দহল নয়ে আামর জমি খালাস হরে দিবি

বুড়োঃ ঢালার চরের ধান পাবি কেডা?

বাবরঃ ধানের ব্যাপারে আমার ইটু আপত্তি আছে চাচামিয়ে - আমার আজার আজার টাহা খরচ

মফেজঃ টাহাডা তো তুলা নাগবি (জাবেদ রূপলাল হামেদালী প্রবেশ করে)

হামেদালীঃ জবানয়ালা মানুষ আলাদা আছে - তাগরে কতা আর কাম সুমান।

জাবেদঃ ইডা তো মিদ্দার নোতুন কামন্যা - কয়া যাবি এক হরবি আবাক

১। হিমেতপুর - হেমায়েতপুর

বাবরঃ ও যে রূপলাল রাও আস্যা গেছে। রূপলাল আজ মাছ কয় সের দিলে?

রূপলালঃ আট সের কিন্তুক আপনে সেদিন কল্যান দাদানের বাঁহী টাহা কাটে দিছেন- আপনে ছাওয়াল তো সে টাহা নয়া নিল

বাবরঃ কি, হারামজাদার এতবড় আস্পর্দা- কয়টাহা কাটে নেছে?

রূপলালঃ এগারো টাহা

বাবরঃ এই ল, (টাকা বের করে দেয়) ন। বিবসাবাণিজ্য কেম্বে হরা নাগে জানেওনা আবার শিখপিউন্যা -শালা শুয়োরের ছাউ - আমার মানসুরমান ডুবে দিলো ন টাহাডা ন (রূপলাল টাকা নিয়ে (কোমড়ে রাখে)

নবীরুদ্দিঃ বসো ইটু -খাড়া নলে হ্যা (সবাই বসে)

বাবরঃ ঢাহার মওজনের ফরে অইছিস বড় বিবসাদার অয়া গিছিস- ও শালার ছাওয়ালেক কিডা বুঝিবি কও য়ে ফরে গিরি আর বেশ্যেগিরি সুমান নাং ভাতার দুইই দ্যাহা নাগে

বুড়োঃ থাম থাম ছাওয়াল পল মানুষ!

মফেজঃ মুরুবী থামব্যার কচ্ছে দোস্তমিয়ে-

বাবরঃ অ। যাগ্গেন - কতাডা যে কচ্ছিলাম, চাচামিয়ে বাঁধের যারা আছে তাগরে পেরধানরা হ্যানে আছে। এহন আপনেই এটা পিলান বাই হরেন, কি হরা যায়।

রূপলালঃ কিসির পিলান?

মফেজঃ ঢালার চরে ধান কাটা

রূপলালঃ ও আমরে দিয়ে অবিন্যা

বুড়োঃ (চটে ওঠে) অবিন্যা হ্যাঁ, হেই অবিন্যা হ্যা? পাত্তর ফাটেও তো ঘাস গজায়-

বাবরঃ	ঠিক কইছেন চাচামিয়ে পান্তর ফাটেও ঘাস, এই দ্যাহেন আমার বুহি কত পশম! য়েচ্ছে হরলিই পারবো। চাচামিয়ে দুখের কব্বর সামনে থুয়ে কতিছি যেদি সরকার বাঁধের পরতিন নামা দেয় আমি জাগা দেবো-
বুড়োঃ	হেই নবীরুদ্দিন ঢালার চর ইবার দহল নে - যা থাহে কপালে - শোন মিদ্দা, ঢালার চরে সব ধান নবীরুদ্দিরা পাবি।
বাবরঃ	চাচামিয়ে, ইটু বিবেচনা হরেন, আমি মামলামোকাদ্দমা হরে আজার আজার টাহা খরচ হরিচি।
বুড়োঃ	রূপলাল, কিছু ক দুখের কব্বর ছুয়ে এটা পিলান লে হামেদালী তুরা কিছু ক
হামেদালীঃ	ধান কাটার এহনো কয়দিন দেরী আছে, কিন্তুক এ কয়দিন বাঁচি কেবে?
রূপলালঃ	তাছাড়া যেদি ঘরদুয়ের বাঙা নাগে, তার টাহা পয়সা পাবো কোণে?
বাবরঃ	ঠিকাছ, টাহা পয়সা যা নাগে আমি দেবো, খালি ইটু হিসেব ঠিক রাখপো
বুড়োঃ	কেম্বে হিসেব?
বাবরঃ	খালিই ইটু ন্যাহাপড়া। কত নাগবি কন?
বুড়োঃ	নবীরুদ্দি-
নবীরুদ্দিঃ	কি কবো আমি-
বাবরঃ	টাহা পয়সা যা নাগে নিয়ে যা - নজ্জা কিসির আমিতো তোক বিক্ষে দিচ্ছিনে - পরে শোধ দিয়ে দিস
মফেজঃ	দোস্তমিয়ে টাহা পয়সা দিয়ে কাক উপুকার হরে নাই। সব কি ভুলে গিছ্যাও
বাবরঃ	আমি আর সেসব কতা কব্যার চাইনে। রূপলাল তুইই ক তুরা যহন খরা পাত্যা রাতদিন গাঙে থাকছিস - আমি নিজি আতে নাউ বায়া তুগারে চালডাল নুন তেল বিড়ি সিকারেট দি আসি নাই?
রূপলালঃ	দিছ্যান
বাবরঃ	হামেদালী, নতুন নাউ বাঁধার সুমায়, জাল বুনেনের সুমায় তুগারে আমি টাহা পয়সা দিয়ে হেল করি নাই
হামেদালীঃ	হরছ্যান-
বাবরঃ	আবার মনে হরে দ্যাহো তুমরা যহন ধানের বতরে সিলেট ময়মনহিংহ ধান কাটার নেগে গিছ্যাও, তুমাগরে সুংসার পিতিপালনের জন্যি কড়কড়া নগদ টাহা দাদন দেই নাই-?
নবীরুদ্দিঃ	দিছ্যান ঠিকই-
বুড়োঃ	কিন্তক লাভটা নিছ্যাও ফাটানে
বাবরঃ	ও টুকু নিছি প্যাট চলানের জন্যি চাচামিয়ে, ও টুকু নিছি জান বাঁচানের জন্যি। তাই যেদি কন, জান বাঁচানের জন্যি মশা ছাইইপুহা মানষ্যার রক্ত খায়না? আবার আশরাফুল মুখলাকাৎ মানুষ প্যাটের জন্যি গরু বরহী মোষ এসব জেব হত্যা করেনা? উডা কিছুন্যা -খালি দ্যাহেন আমার হেল নয়া মানুষি উপুকার পালো কি পালোনা (পকেটে হাত দিয়ে টাকা বের করে) ন নবীরুদ্দি টাহাডা পহটে রাখ (নবরুিদ্দি টাকা নেয়) আমার দুহানে চালডাল আছে নয়ে যাস। বাজার ছাড়া কম দরে পাবুনি - দুইদিন পর নাড়াই খায়াদায়া মোটা তাজা হ আমি তো তুগারেই

১।হেল - হেলপ
২। দুহানু দোকান
৩। ছাইপুহা - ছারপোকা

বুড়োঃ	শোন বাবর, ঢালার চরের ধান কাটা নয়ে যেদি মামলা মোকদ্দমা অয়, যেদি দুই চারডে খুন অয়া যায় কিডা দেখপি -তাই কও আগে
বাবরঃ	আমি দ্যাখপো চাচামিয়ে, সব আমি দ্যাখপো। তে চাচামিয়ে আপেনে মুরুব্বী যহন ধানের কতাডা, আমি রূপলাল গরে সিকিধান দেবো
বুড়োঃ	না তুমি পাবে সিকিধান
মফেজঃ	তা কি অয়
বাবরঃ	এ্যাহেবারে অন্যায় হরে ফেল্লেন চাচামিয়ে
বুড়োঃ	তালি যাও, আরাটা কত কয়া দেই-

সমবেতঃ	কও, কও
বুড়োঃ	আধা আধি ধান। তুরা সগলে নাড়াই হরে ধান কাটপু - আর বাবর দেখপি কোট কাছাড়ি এই কয়দিন চলার জন্যি বাবর তগরে দাদন দিবি - সে দাদন তগরে সুবিধে যহন অয় শোধ দিয়া দিবি- কি রাজী?
বাবরঃ	আমি রাজী, রাজী আছি, দোস্তমিয়ে সিকারেট -
মপেজঃ	আছে, আছে (মফেজের হাত থেকে সিগারেট নিয়ে বাবর বিতরণ করে)
বাবরঃ	নেন -সিকারেট খান
বুড়োঃ	এ সুমায় দরকার ছ্যালো গুল্লার - তুমি দিলে সিকারেট কতাগুনে আবার ধুমে অয়া বাড়া না যায়
সমবেত	হা- হা- হা-
বাবরঃ	কিযে কন চাচামিয়ে - আর নজ্জা দিব্যান্না -এই আমি দুখের কব্বর ছুয়ে (করব ছুত গিয়ে চীৎকার করে ওঠে) ওরে আল্রাহ-!
সমবেতঃ	কি কি অলো?
বাবরঃ	সাপ কালা কুচকুচে সাপের ন্যাজ!
বুড়োঃ	কাছে যায়োনা ফাঁহে থাহো
নবীরুদ্দিঃ	(একটু এগিয়ে পরখ করে) মন কয়, সাপের যাওয়া আসা চালে
মফেজঃ	আল্লাহ জবর বাঁচানেয়ালা -যেদি লাফদ্যা উটে কপাল কামুড় দিতো
বাবরঃ	আমার জান চুমকে গেছে আমি যাই চাচামিয়ে, সন্ধের সুমায় দ্যাহা হরবোনে - ওরে বাপরে বাপ (বাবর ও মফেজের প্রস্থান)
বুড়োঃ	কেম্বে কতারে নবীরুদ্দি-?
নবীরুদ্দিঃ	জান্নে -
রূপলালঃ	কাহা আমি ভাবতিছি
বুড়োঃ	কি ভাবিস?
রূপলালঃ	শাস্তরে আছে চম্পাবতীর রাজকুমারীর বুহির মদ্দি সাপের বাসা ছেলো - কিন্তুক ক্যা? মানুষির বুহি সাপের বাসা বানায়? কাহা, তুমি কি জনো মানষির বুহি সাপে বাসা বানায় কিনা?
বুড়োঃ	জান্নে, কোনদিন শুনি নাই-
রূপলালঃ	আচ্ছা যেদি এমন এটা ধাঁধাঁ অয় কোন সাপে মানষের বুহি বাসা বাঁধে - তার জবাব কি?
বুড়োঃ	জান্নেম জান্নে (হঠাৎ দুখের কবর থেকে একটি সাপ বেরিয়ে দ্রুত গতিতে অনত্র চলে যায়)
নবীরুদ্দিঃ	দাঁড়াস -দাড়াস সাপ!
হামেদালীঃ	কি জোরে যায় দেহিছ্যাও-
জাবেদঃ	ন্যাজের বাড়িৎ ঢেল ছোটে (সবাই ভয় ও বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে)

ছোটে - ছিটকে যাওয়া

কালাপানি-৭

(সময় রাত। নবীরুদ্দির ঘরের সামনে পাটিতে বসে বুড়ো ও নবরুিদ্দি বিড়ি খাচ্ছে।)

বুড়োঃ বিড়িডা ভালোই-

নবীরুদ্দিঃ হহ। হেই সুয়াগী বাত কদ্দুররে?

নেপথ্যে

সোহাগীঃ এইতো অয়া গেল-

বুড়োঃ নাদব্যার দে, নাদব্যার দে, মাছ তরহারীর ঝোলে যেদি মেয়ে মানুষ মন চুব্যাবের না পারে, ভালো অয়না - তাৎ স্বাদ নাগেনা

নবীরুদ্দিঃ তুমার স্বাদ -প্যাটের মদ্দি নাড়ি ভূড়ি ঢগর ঢগর হরত্যাছে-

বুড়োঃ যহন ছিলোনা, তহন তো সহ্য ছিলো,

নবীরুদ্দিঃ হা- হা -হা আসলেই দাদা, না থাকলি চলে, থাকলি চলেনা

(সোহাগী প্রবেশ করে)

সোহাগীঃ অয়া গেছে

নবীরুদ্দিঃ বাঁচালু-চল দাদা -খালি প্যাটে গল্প জমেনা

বুড়োঃ খাড়া, বিড়িডা শ্যাষ হরে নেই-

সোহাগীঃ তুমরা আসো, আমি বাত বাড়িগ্যান (প্রস্থান)

(জাবেদের প্রবেশ)

জাবেদঃ এ নবীরুদ্দি বাই, রূপলাল কাহা আসে নাই?

নবীরুদ্দিঃ না, এই আসে পড়বিনি, (কাশতে কাশতে রফাতুল্যার প্রবেশ)

রফাতুল্যাঃ বাবর মিদ্দা বলে দাদন দিবি- (কাশি) করাত খ্যান বেচার আগে কইছেরাম, মেদ্দাসাপ, আমাক কিছু দাদন দ্যান - তে উনি কইছেলো যে তোর অয়ছে রাজ যক্ষা, মলি টাহা শোধ দিবি কিডা? নবীরুদ্দিরে তুরা কয়াবুলে আমাক কিছু নয়া দিস (কাশি)

নবীরুদ্দিঃ কওয়া নাগবিন্যা, ঢালার চরে ধান কাটপ্যার গেলি এম্বেই পাবেনে

রফাতুল্যাঃ তুরা কি ধান কাটপ্যার যাবি? (কাশি)

বুড়োঃ সগলেই যাবি- তুই যাবি নেহি তাই ক?

রফাতুল্যাঃ যাবো-

নবীরুদ্দিঃ তুমরা কতা কব্যার নাগো আমরা চারডে মুহি দি আসি - আসো দাদা (বুড়ো ও নবীরুদ্দি প্রস্থান)

রফাতুল্যাঃ নবীরুদ্দিক আর কি করো, দুখের মাক টানতেছে বুড়ো দাদাক টানতেছে

জাবেদঃ তুমার বুহির অবস্থা এহন কেবে?

রফাতুল্যাঃ ইটু বালো (কাশি) কয়দিন ত্যাল কম্পুর দ্যা মালিশ হরে ইটু বালো বালো ঠ্যাকতেছে (বিড়ি বের করে)

জাবেদঃ আবার বিড়ি খাচ্ছেও !

রফাতুল্যাঃ না খালি শালার বালো ঠ্যাহেনা (কাশি)

জাবেদঃ খাও, খাও, গাছগাছালীর তৈরী খুব বালো জিনিস!

রফাতুল্যাঃ আর ঠাট্যা হরিসন্যা বাই নজ্জাই নাগে (ভেতর থেকে কুমেলা বিবির কান্নার শব্দ আসে)

জাবেদঃ ওহ ক্যাযে কাঁদে?

রফাতুল্যাঃ ক্যাযে কাঁদে তা দুখের মাওই জানে - তাজা ছাওয়ালের কতা কি সওজে ভুল অয়!

জাবেদঃ কি কামে যিন কান্নন শুনলি মার কতা মনে পড়ো বাজানের কতা মনে পড়ে। মরা মানষির কতা ভাবে তো কোন লাভ নাই, তাও শালার ক্যাযে মনে পড়ে

রফাতুল্যাঃ (কাশি) গল্প শুনি দুনিয়াৎ বলে মাটির চায় পানিই বেশী । অবিন্যা কি কামে শালার জেবনডাই তো চোহির পানিৎ ভাসে-

জাবেদঃ জানো রফাতুল্যা বাই, মাঝে মদ্দি ছোট কালোর কতা মনে পড়ে - আশ্বিন মাসের সন্ধেবেলা উঠেনের পর খাজুরির পাটি বিছায়া সেহেনে বাস দাদী শাস্তর কত্যা। সে কি শাস্তর! জানে আলম বাদশার শাস্তর শুনতি সাত সন্ধে নাগতো। শিরালীরা আসাতো মানিক পীরির গান গায়া বিক্ষে

চাতো আমার মা সাজি ভরে চাল বিক্ষে দিতো শিরালী ফাহিরির মাতায় জট, কপালে সিঁদুরির পুটা, বগলে সাপের ন্যাগাল প্যাচানে ন্যাটি

আস্তে খুনজুরি। মার মুহি শুনছি শিরালী ফাহিরিক বিক্ষে দিলি, মানিক পীরির দুয়ার বরকতে গাভীন গায়ের দুধ বাড়ে পোড়া ধানের ক্ষ্যাৎ ম্যাঘের ন্যাগাল ঘন সবুজ অয় - ইস

রফাতুল্যাাঃ ছোট কালে মা মরছেলো ভেদ বমি অয়া কিছু মনে নাই

জাবেদঃ মার মুখখ্যান ও ভুলি নাই বাজানের মুখখ্যানেও না তাগরে ছবিহ্যান চোহির সামনে ভাসলি আগে একঝলক রক্ত বাস্যা ওঠে সাঝে মুদ্দি মন কয় চলে যাই

রফাতূল্যাঃ কোনে যাবি?

জাবেদঃ কত জাগা আছে-। নানার বাড়ীঢ বির চাঁদোর ফুফুর বাড়ী শ্যামসুন্দর পুর আরো কত আছে-

রফাতুল্যাঃ তা তোর যা কুল কিনারা আছে, তাৎ পাটনীর কাম মানায়না

জাবেদঃ কি মানায় না মানায় - আর ভাবিনা

(রূপলালের প্রবেশ)

রূপলালঃ কিতাব শোনছেলাম ছোট কালে চট্রগেরামের গহীন জঙ্গলের হাতী নামছেলো -- আজার আজার বিঘা জমির ধান খায়া নাশ করছেলো --মনকয় আমারে বেপদ কেরমেই বাড়তেছে রে রফাতুল্যা

১। জানে আলম বাদশা । শাস্তর পাবনার আঞ্চলিক উপকথা আনুমানিক ২১ ঘন্টা সময় লাগে শুনতে।

২। শিরালী - বিলুপ্ত পেশাজীবি - যারা গবাদি পশু, ক্ষেতের ফসল প্রাকৃতিক দুর্য়োগ তেকে যন্ত্রশক্তির দ্বারা রক্ষা করে। বজ্রপাত, শিলাবৃষ্টি বন্ধ করে।

৩। মানিকপীর - শিরালেিদর ভিক্ষার গানে উল্লেখিত অলৌকি শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি। পুথি

রফাতুল্যাঃ ইয়ের চায় বিপদ বাড়লি বাঁচপোন্যা (কাশি)

রূপলালঃ চারদিক তো মরণের মড়কই নাগছে- আজ আসার সুমায় শোনলাম রুশনাই বয়াতীর মাও মরছে

(বুড়ো নবরুিদ্দি প্রবেশ করে)

বুড়োঃ কিডা মরছে?

রূপলালঃ রুশনাই বয়াতীর মাও

নবীরুদ্দিঃ সোতো অনেকদিন বিছেনে পড়েছেলো-

বুড়োঃ হেই, রূপলাল শোন, মিদ্দার পিলানডা কিন্তুক আমি ধরব্যার পারতিছিন্যা। কওয়া যায়না ঢালার চরে লাড়াই হরার পর আবার মিদ্দার নগে নাড়াই বাধব্যার পারে-

রূপলালঃ সে দ্যাহা যাবিনি, ধান যেদি কাট্যা আনব্যার পারি তা রক্ষা হরার ক্ষেমতাও থাকপি - নাকি কস নবীরুদ্দি?

নবীররুদ্দিঃ তা তো চিষ্টা হরবোই

বুড়োঃ এই তো বেটা ছাওয়ালের কতা

নবীরুদ্দিঃ (জাবেদকে নিয়ে একটু রসিকতার উদ্দেশ্যে) এটা কতা তহন কওয়া অয় নাই দাদা -মিদ্দা আলি সাড়ে লয়ে

বুড়োঃ কি কতা?

নবীরুদ্দিঃ আমাগারে জাবেদ মিদ্দর মিয়ে শাজাদীক বালোবাসে বিয়ের পেরেস্তাব-

বুড়োঃ হা- হা- হা- আমি দেবোনে মরার আগে একবার ঘটক বাবা অয়া দেহি কেম্বে ঠেহে-

জাবেদঃ তুমরা কি আমাক থাকপ্যার দিবে?

রূপলালঃ তুই কি মিয়েলোক যে সামনে বিয়ের কতা অলি লজ্জা পাস? বিয়েডা অলো ভাগ্যির ব্যাপার কপালে ন্যাহা থাকলি - অবিই

বুড়োঃ কপালে ন্যাহা থাকলিউ অয় না থাকলিউ অয়। কিতাব শুনিস নাই, জঙ্গল বাড়ীর দেওয়ান ফিরোজ খাঁ সকিনা বিবিক যুদ্ধ হরে জয় হরছেলো। আরে পুরুষ্যা মানষির ভাগ্য না থাকলি তাক পুরুষ কওয়া যায় না-

রুপলালঃ আমাগরে ধর্ম্মশাস্তরে কয়, আগের যোদ্ধাগরে নেহি জোর হরে বিয়া হরাই ছেলো নিয়ম। যেম্বে মহাবীর অজ্জুন বিয়া হরছেলো সুভদ্রাক যে পারতোনা তারে মানষি কতো কাপুরুষ

নবীরুদ্দিঃ নে নে বুহি অগৎ আছে কিনা একবার দ্যাহা দে। পংখীরাজ ঘুড়া না থাকলিউ ময়ের পংখীরাজ নাউডা তো আছে

১। সকিনা বিবির পুথি

২। মহাভারত

রফাতুল্যাঃ ময়ের পংখী নাই - হা- হা-হা (কাশি) পানি ওটে, নাৎ পানি ওটে, তারপর আবার গলুই বাঙা (কাশি)

নবীরুদ্দিঃ না ওটে, উড়াই ময়ের পংখী

সমবেতঃ হা-হা- হা- (সাহাগী বারান্দায় এসে বসে)

নবীরুদ্দিঃ (অভিনয় করে দেখায়) জাবেদ, ময়ের পংখী নাউ নয়ে শা জাদীর জন্যি বসে নয়ছে। অনেক দুরি কিড়া যিন গায়েন গাচ্ছে- বেদের মিয়ে জুসনা আমায় কতা দিয়্যাছে। আসি আসি করে জুসনা ফাঁকি দিয়্যাছে (অংগভংগী করে গায়) গায়েনের সুরি জাবেদ চক্ষুর মদ্দিতিন চক্ষু ছুটে পড়ত্যাছে- আহা (জিব দিয়ে চুক চুক শব্দ করে) এমন সুমায় গুগরি বাজে পেতলের কলসী কাংখে শাজাদী আসত্যাছে। থমকে দাড়ায় - চোহিচোহি চোক পড়ো চারচোকেই যিন পাতর- লড়েনা চড়েনা - এমন সুমায় জাবেদ কয়, কন্যে তুমার জন্যে আমি দেওয়ান অয়া গিছি ওঠো আমার ময়ের পংখী নাৎ ওটো এই কতা কয়া শজাদীর আতধরে টানে তুল্লো তারপর বাদাম, টানায়া একটানে বিল চাঁদোর নানার বাড়ীৎ--

সমবেতঃ বাহ বাহ বাহ বাহ

বুড়োঃ জেবনে এম্বে রাত খুব কম পাওয়া যায় বাহ বাহ

সোহাগীঃতু তুমি তো হ্যানে বসেই সব ফয়সোলা হরলে যেদি ধরো শাজাদীর পায় বেড়ী, শাজাদী আস্যাপ্যার পারলোনা-

নবীরুদ্দিঃ থাম তুই শাজাদী আসপিন্যা, শাজাদীর বাপ বাবর মিদ্দা শুদ্ধে আসপি-

সোহাগীঃ বাঁচপি ম্যালাদিন - ঐ দ্যাহো, নাচতি নাচতি ভূতির আগুন আসত্যাছে (প্রস্থান)

রফাতুল্যাঃ (কাশি) ঐ শালা নেংড়া মফেজকে দেখলি আমার শরীল জ্বলে

বুড়োঃ বাবর মিদ্দার ভূত

(মফেজের প্রবেশ)

মফেজঃ সালামলেকম

বুড়োঃ অলেই কম- এলহা হ্যা?

মফেজঃ দোস্তমিয়ের পাঁচ পরাণ চুমকে গেছে, তাই রাতবিরাতি বাড়ালোনা

বুড়োঃ কুপা দার মাতা পুড়ায়া এক গিলাস পানিৎ ছ্যানৎ দিয়া সেই পানি খাব্যার কওগা

মফেজঃ ইটু জিরে নাই (বসে) বাতাস তো বালোই নাগে

১। পাঁচ পরাণ থ (আঞ্চলিক শব্দ) পঞ্চইন্দ্রিয়

২। প্রচলিত সংস্কার

৩। গুগরি - ঘুঙুর

৪। উড়াই - ওটাই

রফাতুল্যাঃ বিড়ি খাব্যা?

মফেজঃ বিড়ি - দ্যাও (বিড়ি ধরায়) অ নবীরুদ্দি দুখে মরে গেল, উয্যার মা তো কিছুই হরলোনা

নবীরুদ্দিঃ কি হরবি?

মফেজঃ সুমাজের মানষির আত ধূয়ালোনা, হাদীস শরীফির নিয়েম -

বুড়োঃ সুমাজের মানষির আত ধূয়াবি, টাহা পাবি কোণে? মরে গেছে, গেছে! আত ধূয়াবি আবার কিসির ?

মফেজঃ মোছনমানের খাতায় নাম রাখব্যার বসলি হরাই নাগবি চাচমিয়ে

নবীরুদ্দিঃ জান বাঁচলিতো মোছনমানগিরি?

মফেজঃ সুমাজের মানষিক না খাওয়াব্যার পারলি, খালি দুই তিনজন মুল্লা ডাহ্যা খাওয়াক - ইটু কব্বরডা জিয়েরৎ হরে নিক (কুমেলাবিবি প্রবেশ করে)

কুমেলাঃ না বাবা, আমার তো আর কেউ নাই, বাঁচপোই বা কদ্দিন - তুমি ইটু মিদ্দাক কয়ো, আমার যিন টাহা ধার দেয়, যারা আমার দুখে ব্যাটার কব্বর দেছে -তাগরে আমি আত ধূয়াবো

মফেজঃ বুঝছ্যাও । আল্লাক যে ভয় হরে সে বোঝে -। এসব না করলি কব্বরের মিদেন শইলী আগুনে কিচ্ছু নাগে। এ্যাবেও তো দুখে কোনাকালেই নামাজ কালাম পড়তোনা- হিসেবে জানাজাই - অয়না আমি উটি (উঠে দাঁড়ায়)

কুমেলাঃ বাবা, তুমি ইটু মিদ্দাক কয়ো

মফেজঃ তা কবোনা যাই সালামালে কম (প্রস্থান)

নবীরুদ্দিঃ তুমি আবার উঠে আল্যা হ্যা?

কুমেলাঃ শুয়ে থাকপ্যার মন কয়না বাপ

বুড়োঃ তাও তুমি যাও। শুয়ে থাহোগা

কুমেলাঃ এ্যাত গরম পড়ত্যাছে, আজ কয়দিন আমার ব্যাটা কব্বরের আঁধার শুয়ে নয়ছে- মন কয় আমার ব্যাটার শরীল ফুলে ওঠেছে

নবীরুদ্দিঃ তুমি যাওতো চাচী

জাবেদঃ ওঠো চাচী (হাত ধরে) চল শুয়ে থাহোগা যাও (কুমেলা প্রস্থান)

বুড়োঃ নবীরুদ্দিরে

নবীরুদ্দিঃ কও?

বুড়োঃ যে গরম পড়ত্যাছে - যেদি দুখে ফুলে ওঠে -আজ কয়দিনির লাশ, মন কয় নাভিডা ফাটে গেছে

রফাতুল্যাঃ (কাশি) নাভিডা কি পয়লা ফাটে?

আত ধুয়ানো - মৃত ব্যাক্তির উদ্দেশ্যে সমাজের মানুষকে খাওয়ানো।

বুড়োঃ হয়! মানষির মূল শিঁহড়ে - ওহ্যানেই পচন পয়লা। হা রে মানুষরে হারে মানুষ, মূল শিঁহেড়ের তোর সারি ধরেনা-

রূপলালঃ এই যে জেবজন্তুর জরম আবার মরণ? (হামেদালী একটি কলস কাধে নিয়ে প্রবেশ করে)

নবীরুদ্দিঃ ও কি রে হামেদালী?

হামেদালীঃ আর কয়োনা (নামায়) খড়ির বানানোর নেগে জঙ্গল কাটল্যাম, কায়েফলা, ভাটি এরাঞ্চি ইয়ের মদ্দি চারডে জটা ভাঙের গাছ পালাম

বুড়োঃ সরপত বানাইছিস?

হামেদালীঃ হয়! মনে হরলাম, সরপত বানা নায়ে যাই, আসর জুমবিনি বালো নবীরুদ্দি

বুড়োঃ শরীলির পক্ষে খুব উপুকারী গাছ। সাঁওতাল বুনেরা খুব খায়। নবীরুদ্দি গিলাস লি আয়, বারো বছরের প্যাটের কাই এক গিলাসেই সাফ-

নবীরুদ্দিঃ জাবেদ, তোর ভাবীরতিন গিলাস চায়া নয়ায়-(জাবেদ চলে যায়)

বুড়োঃ বুঝলি, সে আমালে গোশত মোশতো বেশী খালি বাঙের সরপত খাতাম, হজম হরে - শরীল টালা রাহে-(জাবেদ গ্লাস নিয়ে প্রবেশ করে)
(সবাই খেতে থাকে)

বুড়োঃ হুই বটগাছের পরেই ছেলো শ্মশান ঘাট, সিবার ধান জরমিছ্যালো বালো। সোনাবরশ ধানের ছড়ায় নক্ষীর গু । ভর দুইপর বেলা নক্ষীর গুকপালে মাহায়া শ্মশান ঘাটের শ্যাওড়াতলায় বইছি ইটু জিরেনের জন্যি-

জাবেদঃ নক্ষীর গু কপালো হ্যা?

বুড়োঃ ক্ষ্যাৎ কিষষির কাম হরলি নক্ষীর গু কপালে নয়া নাগে বাপদাদারা কতো তাৎ নেহি ভাগ্য বালো অয়

জাবেদঃ অ।

বুড়োঃ তারপর বসে নইছি, কালি ডোম এইরহম ভাঁড় নয়া আসে কালো হেই ছ্যাড়া, অমিতো খাবু নাহি - কলাম খাবো - দ্যাও দাদা- কালিডোম নারকেলের মালই ভরে দিলো এই জিনিষ -সেই আমার পয়লা খাওয়া হে- হে তারপর কত খাইছি

রূপলালঃ কাহা কল্যানাতো?

বুড়োঃ কি?

রূপলালঃ জেবজন্তুরা জরমে আবার মরে যায়, লাভটা কার?

১। জটাভাং - ঔষধি বৃক্ষ গাঁজার মাতো নেশা করা যায়।

২। নক্ষীরগু - লক্ষীর মল। ধানের ছড়ায় এক ধরনের সবুজ ফ্যাংগাসে জম্মে। প্রচলিত লক্ষীর মল হিসাবে। যা কপালে মাখলে মানুষ সৌভাগ্যবান হয়। (বাঙালী সংস্কার)

বুড়োঃ বুঝিনে, বোদয় লাভ টাফ কিছু নাই। ইডা অলো খোদাতায়ালার সখ, সখের কাছে লাভ লোকসানের কতা চলেনা-

হামেদালীঃ কার?

বুড়োঃ যার তারই-

নবীরুদ্দিঃ খুলে কও

বুড়োঃ ভেদ আছে, ভেদ নাই, মনে আছে, মানে নাই, এম্বেই - উঠা নাগে (নেশাগ্রস্থ জাবেদ পা দিয়ে কি যেন তাড়ায়)

নবীরুদ্দিঃ যাও, জুসনা ওঠেছে-

বুড়োঃ হহ্। (উঠে দাঁড়ায়) শালার চাঁদখ্যানও ক্ষয় অয়া গেছে - যহন ছোট ছেলাম চাঁদখ্যান কত্ত বড় ছেলো

হামেদালীঃ কিরে জাবেদ?

জাবেদঃ কুত্তে

নবীরুদ্দিঃ কুত্তে! (সবাই হাসে) ধরে গেছে

বুড়োঃ বালো হরে খ্যাদা

জাবেদঃ যায়না, লড়েনা শালা পার সাতে নাগে নয়ছে

হামেদালীঃ ন যাই (জাবেদকে ধরে নিয়ে প্রস্থান)

রূপলালঃ থাকরে

বুড়োঃ জুসনা রাত আছেরে নবীরুদ্দি হে হে (রূপলাল ও বুড়োপ্রস্থান) (নবীরুদ্দি বসেই থাকে সোহাগী ঘর থেকে বেড়িয়ে আসে, বারান্দায় ঝোলানো নবীরুদ্দি জামার পকেট হাতড়ায়, নবীরুদ্দির দৃষ্টি যায় সে দিকে হঠ্যাৎ ক্ষিপ্ত ওঠে)

নবীরুদ্দিঃ কি খুঁজিস - পহটে কি খুজিস, মিয়ে নোক পহটে আত দিলি নক্ষী ছুটে যায়।

সোহাগীঃ আমার জিনিষখ্যান কো?

নবীরুদ্দিঃ কিসির জিনিস? পহটে আবার কিসির জিনিস?

সোহাগীঃ আমার কবজখ্যান কো?

নবীরুদ্দিঃ কবজ,কবজ! ওহো জগদীশ কর্মকার আজ সহালে শ্বশুর বাড়ীৎগেছে

সোহাগীঃ তাক্ তো আজ সন্ধেয় আটেত্তিন ফিরতি দেখলাম

নবীরুদ্দিঃ কতা বেশী কস, আমার চায় বেশী জানিসন্যা? আমার জানে নাই শান্তি আর উনার কবজ বাধার সখ

সোহাগীঃ এ সখ কি খালি আমার জন্যি

নবীরুদ্দিঃ তোর নয় তো কি, আমার ছাওয়াল পলের দরহার নাই

সোহাগীঃ চুপ হরো, চুপ হরো (কেঁদে ফেলে) ছাওয়ালপল ছাড়া মিয়ে মানষির কোন সাধআল্লাদ নাই-

নবীরুদ্দিঃ নাহে কাঁদিসন্যা- আমার শরীল জ্বলে। কাঁদে হেহ, শুনছি বড় আহালে প্যাটের তান্নায় কত মাও প্যাটের কোলের ছাওয়াল ফ্যালায়া দিছিলো -প্যাটের ক্ষিদের কাছে কোলের ছাওয়ালও শত্রুর (সোহাগী উচ্চ স্বরে কেঁদে ওঠে)

নবীরুদ্দিঃ থাম থাম কচ্ছি, নাতালি ললির যার পারা দিয়ে

সোহাগীঃ তাই দ্যাও, আমি বাঁচে যাই, আমার সখ আল্লাদ নিব্যা যাক

নবীরুদ্দিঃ আবার কাঁদে শালি (ছুটে গিয়ে কিল থাপ্পর মারে ফিরে আসে আত্ম্যন্ত্রনায়)

নবীরুদ্দিঃ সোহাগীরে তোক আমি মারলাম ছাওয়ালপলের স্বপন দেহিস সেই নোগে মারলাম সোহাগীরে গাছের পাতা নড়ে চড়ে সেও তো ফলের আশায় আমি জানি, বুঝতি পারি সোহাগী, সোহাগীরে তোর চুড়ি বেচে আমি চাল কিনে আনছেলাম আমাক মাফ করে দে সোযাগী

(অশ্রুসিক্ত চোখে সোহাগী চেয়ে থাক)

(আলো নিভে)

১। বড় আকাল - উনপঞ্চাশের মন্বন্তর

কালা পানি -৮

(সময় বিকেল। আরজানে সাপুড়ের মাথায় সাদা কাপড় বাঁধা - কপালে বুহৎ সিদুঁরের ফোটা। কাঁধে চৌকস কাপড়ের গিঁটমারা ঝোলা। বাঁশীতে ফুঁ দেয়, ডুগডুগি বাজায়- এবং উচ্চস্বরে সাপ ধরার মন্ত্রপাঠ করে)

আরজানেঃ (মন্ত্র) উত্তরে বান্ধলাম সিথা আছে হিমেলয় পাহাড়
দক্ষিণে বান্ধলাম সিথা আছে অকুল পাথার
পূর্বে বান্ধলাম সিথা আছে সাপ খ্যাকোর দ্যাশ
পশ্চিমে বান্ধলাম সিথা আছে দুনিয়ারেই শ্যাষ
মন্তর আমার ধারাল সুতে হাওয়ায় নাড়ে চড়ে
যতো কবো ততো সাপের গলায় গিড়ে পড়ে
মা সনস্যার আজ্ঞা হলো আমার মুহির বানী
মহাদেবের ত্রিশুল দিয়া সর্প বিন্ধে আনি
কাম্‌রুপের এই মন্তর পড়ে যখন দেবো ফুঁ
সাপের চোখে ধুলে পড়ে ছু মন্তর ছুঁ
(বাঁশীতে ফুঁ দেয় ডুগডুগি বাজায়)
পীৎরাজ, তু কো পীৎরাজ? আজ দুইদিন ধর্‌যা খুঁজতিছি তোর পাঁচ পরাণে আমার বাঁশীর সুর কি পৌচে নাই?
পীৎরাজ তুই যে আমার বালোবাসার পীৎরাজরে আমার সুক শান্তিতোর নেগে বিসজ্জন দিছিরে তুই কোন পরাণে আমাক ফেলায়া পলায়া থাহিস (দৃঢ় প্রতিঞ্জ হয়) পীৎরাজ, আমি আরাজনে সাপুড়ে আমার সুকশান্তি তোর জন্যি বিষ অয়া গেছে তোক আমি ধরবোই ---এইবার আমার শ্যাষ মন্তর এই আামার শ্যাষ মন্তর-
মনসার আঞ্চায় সোনার কড়ি ধায়
আকাশ পাতাল ভেদি ছুইটা ছুইটা যায়
বাসুকী মহারাজ পাতাল নিবাস
পাচপরাণে আগুন নাগে করে হাঁস ফাঁস
সেই না বাসুকী হলো তোর আদি পিতা
এইনা মন্তর বলে তার কাটে মাথা৷
মাথা কাটা বাসুকী করে খাই খাই
তুয়ারে না ছাড়ি দিলি তর উপায় নাই
ঝলকশা ফহিরির আর মনসার শির
গোক্ষুরির প্যাটে বিন্ধে হাজংয়ের তীর
পীৎরাজকে ছাড়ে দ্যাও মা মনসা কয়
করপুটে ধরা আছে তাহার আশ্রয় ।
(ডুগডুগি বাজায় বাঁশিতে ফুদেয় তাকায়, হতাশ হয়)

আরজানেঃ কো রে পীৎরাজ, তুই কো - ধরা দে, পীৎরাজ ধরাদে (ক্ষিপ্ত হয়) পীৎরাজ, তরে আমি ফানা ফানা হরে ছেড়বো ধরা দে- ধরা দে- পীৎরাজ রে (প্রস্থান তৃপ্ত নবীরুদ্দি বুড়ো প্রবেশ করে)

নবীরুদ্দিঃ মাতাডা বোদয় খারাপ অয়া গেছে

বুড়োঃ মাতা খারাপ হোক আপত্তি ছিলোনা কিন্তুক বোর নাহের সুনাটুক যে হারালো ্ঐ জাগায়ই আমার দুঃখু। মন কয় পয়সা কড়ি আতে নাই,আফিং ফুরে গেছে

নবীরুদ্দিঃ দাদা, আমি চিন্তে হরতিছি, মিদ্দা শালা তো কাগজপাতিৎ টিপ সই নয়া তেয়গা সগলেক টাহা দিলো,অসুবিধা অবিলায় তো?

বুড়োঃ অসুবিধেই ধরে নাহেক। তো বেশী যেদি অসুবিধা হরে সগলে মিলে মিদ্দা শালাক শ্যাষ হরে দিস- আপদ দূর অয়া যাবি-

নবীরুদ্দিঃ আচ্ছা নোক তুমি , বেপদের সুমায় যে উপুকার হরে তাক মারব্যার বুদ্ধি দ্যাও

বুড়োঃ	দুনিয়াডা বেশী বালো জাগানয়া যে হ্যানেই বালো থাহাই নাগবি - শোন ঢালার চরের ধান কল ইটু আগেই কাটা নাগবি
নবীরুদ্দিঃ	বালো হরে তো পাকই ধরে নাই - এহনো কতক ধান দুধভর নয়ছে
বুড়োঃ	গাছের ফল বেশী পাক্প্যার দিলি কি অয়রে?
নবীরুদ্দিঃ	বাদুড়ি খায়া যায়-
বুড়োঃ	চাচামিয়ে তালি বোঝ। কাঁচা থাকতি থাকতিই কাটা নাগবি - ফালা শড়কিৎ ধারদে - সামনে মঙ্গলবারে কাম সাড়ে ফেলি
নবীরুদ্দিঃ	সোহাগী, এ সোহাগী-
নেপথ্যে	
সোহাগীঃ	আসি (ঘর থেকে বেড়িয়ে) কি কও?
নবীরুদ্দিঃ	এই নে তোর কবজ, নগদ কড়কড়া টাহ্যাদ্যা বসে থাহে বানা আনলাম
বুড়োঃ	খালি কবজ বাধলিই কি অবিনি সিবা যত্ন ইটু আমাকে হরিস - জুসনা রাত আছে যেদি আশা দিস কদমতলায় বসে বাঁশীৎ ইটু ফুঁ দেবোনে -হে হে - হে-
সোহাগীঃ	তাই নেহি, রস দেহি এহনো আছে!
বুড়োঃ	হে- হে- আছেই তো, নবীরুদ্দি কি কস্?
নবীরুদ্দিঃ	আমি আর কি কবো-

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

১। দুধভর - প্রথমে কাঁচা অবস্থায় ধানে দুধের মতো তরল পদার্থ জমে,

---

বুড়োঃ	হে- হে কিরে রাজী আছিস নেহী? তোর কবজে আমার মন থির করছিরে নাৎবৌ - তোর মাজায় আমি ঝুলে থাকপো হে- হে
সোহাগীঃ	বুড়ে, তুমার হাড় দেবো চুরে (প্রস্থান)
বুড়োঃ	তাই দে, তাই দে, হা- হা- হা- হা । ও নবীরুদ্দি তুই তো নাৎবোক কবজ দিলি - আমি কি দেই কতো?
নবীরুদ্দিঃ	তুমি আবার কি দিবে?
বুড়োঃ	শালা মিদ্দার টাহা, আমার তবীলি নাফাচ্ছে, খরচ হরা নাগরি হাটেত্তিন এটা শাড়ী কেনবো নাৎবৌ পড়বিনি কি কস
নবীরুদ্দিঃ	ইচ্ছে অয় কিনোনে (আকাশে লক্ষ্য করে) ও দাদা, হুই দ্যাহো মেলা শগুন ওড়তেছে
বুড়োঃ	তাই তো -গরুটরু বোদয় মরছে - মরির গন্ধ যেহেনে চিল শগুন সেহেনে (জাবেদ প্রবেশ করে)
জাবেদঃ	মরির গন্ধন্যা - মোষ জবই হরছে-
বুড়োঃ	(আল্লদিত হয়) কোণেরে?
জাবেদঃ	আমিনপুর তেমাথায়
বুড়োঃ	আমি চল্লামরে নবীরুদ্দি, গোশত কিন্যা আনিগেন (প্রস্থান)
নবীরুদ্দিঃ	শালার বুড়ের খাওয়া কুমলোনা (বারান্দায় চাল গোজা ফালা বের করে গামছা দিয়ে মুছতে থাকে)
জাবেদঃ	চুন দেওয়া না থাকলি এদ্দিন বোদয় মরচে ধরে যাতো?
নবীরুদ্দিঃ	কোণে ক্ষয় অয়া যাতো -ছোট কালেত্তিন তো এম্বেই দেখতিছি
জাবেদঃ	আচ্ছা নবীরুদ্দি বাই এই ফালাডা যেদি কারু বুহির মদ্দি মোট খ্যানি বিদে যায়?
নবীরুদ্দিঃ	বিঁদে গেলি আর কি হরা! খালি রংডা লাল অয়া যাবি ধুয়ে ফেল্লিই সাফ - ফালা শড়কি খুনের হিসেব রাহেনা
জাবেদঃ	ফালার যেদি জান থাকতো, হিসেব বোদয় থাকতো তাইন্যা?
নবীরুদ্দিঃ	কি জানি! (বাবর মৃধা ও মফোজের প্রবেশ)
বাবরঃ	কি হরিস বেটা নবীরুদ্দি?
নবীরুদ্দিঃ	(হঠাৎ মৃধা আগমনে হতচকিত হয়) সালামালে কম
বাবর ও মফিজঃ	ওয়ালাই কম সালাম
বাবরঃ	কি হরিস, ফালা মুছতিছিস মোছ মোছ

মফেজঃ ফালা যতো চকচকে হয়, নাঠেলের মনের জোর বাড়ে ততো

১। থির - স্থির
২। তবীল - তহবীল

বাবরঃ ঠিক কইছ্যান - আমাগরে বাপদাদারা নেহি কাজ্যার দুইমাস আগেত্তিন অস্তরপাতি ধার দিতো-

নবীরুদ্দিঃ নাড়াই যহন হরাই নাগবি-

বাবরঃ হরা নাগবি কিরে ব্যাটা শুরু অয়া গেছে। চান্দিক থমথমা ভাব, শব্দ নসাই ঢালার চরের সুনাবরণ ধানে সুয্যডা থির মার্যা খাড়ায়ছে- আগুনির মত জ্বলতেছে, জ্বলতেছে, ঐ আগুন যেদি আতের মদ্দি, আসেরে নবীরুদ্দি জেবন সার্থক -হে -হে হে বুড়ে চাচাক তো দেখতিছিন্যা

নবীরুদ্দিঃ আর কব্যান্না সে গেছে আমিনপুর মোষির গোশত আনব্যার

বাবরঃ খায়া নিক খায়া নিক জানপরাণে যা খাবের চায় খায়া নিক

মফেজঃ হয়, কয়দিনি, বা বাঁচপি

বাবরঃ হহ! মনে বড় যেচ্ছেরে নবীরুদ্দি এই গিরামে এটা মাদরাসা বানাই কিন্তুক সুন্দের জাগা পাচ্ছিনে - চাচীমাকো?

নবীরুদ্দিঃ সামনের শুক্কুরবারে কব্বর জিয়েরৎ আর আত ধূয়ানের দিন হয়ছে তাই - সুমাজের মানষিক কওয়ার নেগে বাড়ায়ছে,

বাবরঃ মিয়ে মানুষ, তারপর ওয জমিটুকু ছিলো -পানি অয়া গেছে - টাহা পয়সা দেওয়া যায়না , খালি তগরে মুহির দিক তাহায়া দিলাম

মফেজঃ কোনতিন যে শোধ দিবি।

নবীরুদ্দিঃ পরকালে ইয়ের সুফল পাবেন-

বাবরঃ সেইজন্যি তো চিন্তেৎ পড়ে গিছিরে - ঘোমনাই - সাড়ারাত চোহির দুই পাতার মদ্দি এহকাল পরকাল মারামারি হরে - আমি তাহায়া দেহি - ঘোম নাইরে, ঘোম নাই খালি নাক ডাহে-

নবীরুদ্দিঃ মোছনমান যেহুন পরকালের কাম কিছু হরাই নাগে

বাবরঃ কলামই তো মাদরেসা খোলবো । রুশনাই বয়াতীর মা,ও অবশ্যি তাগরে জাগাডা রিষ্টিরি হরে দেছে - ভাবতিছি মাদারেসাডা ও হ্যানেই বানাই,

নবীরুদ্দিঃ রুশনাই রয়াতীর মাও জাগা বেচেছে-?

বাবরঃ সে তো কবে!

মফেজঃ পাহা কাম এযে তার দলীল নয়ছে (দলীল দেখায়)

বাবরঃ ওহ্যানে মাদরেসা বানালি কেম্বে অয়রে নবীরুদ্দি (বুড়োর প্রবেশ, হাতে মাংসের টুপলি)

বুড়োঃ কি কও?

বাবরঃ চাচামিয়ে এটা মাদরেসা বানাচ্ছি

নয়ছে - রয়েছে

বুড়োঃ কোণে?

বাবরঃ রুশনাইগরে জাগা কিনছি ওহ্যানে-

বুড়োঃ তা হক পয়সার জাগা যেদি অয় বানাতি পারো

মফেজঃ ওহ্যানেই যাচ্ছি

বাবরঃ আজ যেদি জাগা ছাড়ে, তালি সামনের শুক্কুরবারেই কাম ধরবো

বুড়োঃ বালো, খুব বালো

বাবরঃ দোস্তমিয়ে রওয়ানা দ্যান (যেতে থাকে)

বুড়োঃ শোন মিদ্দা, সামনে মঙ্গলবারে কাম ফয়সালা হরবো

বাবরঃ সেতো আপনের য়েচ্ছের পর ছাড়ে দিছি চাচামিয়ে, আপনে যা হরবেন তাই । (প্রস্থান)

বুড়োঃ হেই ন্যাৎবৌ, নাৎবৌরে - হে নাৎ বৌ (সোহাগী বেড়িয়ে আসে)

সোহাগীঃ ডাহো কি কামে?

বুড়োঃ কোনে থাহিস - এদিক আয়, ইডা নয়ে যা বালো হরে মন ছুবায়া নান্দিস

সোহাগীঃ ও কি?

বুড়োঃ গোশ্তু। আমিনপুর তেমাথায় বাজ্যা মোষ জবই হরছেলো - হুই দ্যাখ, গোশতের গন্ধে এহনো চিল শগুন ওড়তেছে

নবীরুদ্দিঃ নয়ে যা , মোষির গোশ্তু নানতি আবার ম্যালা সুমায় নাগে (সোহাগী গোশত পেটলা হাতে নেয়া)

সোহাগীঃ আচ্ছা দাদা মোষির বাচ্চা অতোনা হ্যা?

বুড়োঃ হেই বাধকের ব্যারাম ছেলো তাই (হাতের উপর হাত রেখে জবাই করার ইশারা করে)আল্লাাহকবার-

সোহাগীঃ অ। আচ্ছা মানষির ছাওয়াল পল না অলি তাবিজকবজ বাঁধে পীরির দরগায় মানৎ দেয়-

নবীরুদ্দি বুড়োঃ হা - হা - হা

বুড়োঃ হাসলি -হা -হা -হা মানষে ফলের আশায় গাছ নাগায় সে গাছ যেদি ফল না দেয় খড়ি বানাানেই বালো

সোহাগীঃ অ। (চলে যায়)

বুড়োঃ হে নাৎ বৌ মনদ্যা নাদিস, হে হে বাজ্যা মোষির গোশ্তের নাৎবৌ -উয়্যার বাঁজে বাজে ত্যাল হে - হে

নবীরুদ্দিঃ মাতায় বুদ্দি কম দাদা, এ্যাতো বয়েস অলো তাও মাঝে মদ্দি দশ বারো বছরে ছেড়ির মতন কতা কয়

বুড়োঃ শ্যাষ বয়েসেও তোর দাদী আড়ালি আবডালী কত রঙ্গ রসের কতা কতো - আহা! তিরিশ বছর আগে মরছে, মদুর মুখখ্যান ভুলি নাই

নবীরুদ্দিঃ যেদি কও তো এখ্যান নিহে জুড়াই

বুড়োঃ হে- হে- হে কিযে কস - নজ্জাই নাগে হে -হে -হে

(দুখের কবরের পাশে হাটুগেরে বসে বিলাপ করছে আরজানে তার দুই হাতে ধরা সাপের খোলস)

আরজানেঃ পীৎরাজরে আমাক ফ্যালা তুই কোণে পলা গেলুরে পীৎরাজ-- আমার সুক শান্তি ভালবাসা নয়ে কোণে পলা গেলুরে পীৎরাজ ---ও পীৎরাজরে - তোর নেগে আমি সব ভুলে ছিলাম আমার বুহি আগুন ধরায়া তুই কোণে গেলুরে পীৎরাজ - হো- হো হো পীৎরাজ (উচ্চস্বরে কাঁদে) আরজানের কান্নায় আওয়াজে ধবনীতে হয় অনেক দুর পযর্ন্ত)

বুড়োঃ চিক্কুর পারে কিডারে?

নবীরুদ্দিঃ শালার কাঁদাকাটি আর ভাল্লাগেনা দাদা-

বুড়োঃ কিযে অয়ছে! রাতভর শালার কুত্তে কাঁদে ঘোম অয়না -দ্যাশ যে কি দুয্যোগ আসতেছে - আল্লাই - জানে

নবীরুদ্দিঃ কপালে যে কি ন্যাহা আছে! কালরাতির যহন কুত্তে কাঁদে উঠলো, ঘোম বাঙে গেল! সেই কমান্ডার জামাল বাই কুত্তের কান্নন একটুও সহ্য হরব্যার পারতোনা-। ডাব বাগানের ফাইটি যাচ্ছি - ঘুড় ঘুড়ে রাত -শরীল দ্যাহা যায়না -মনে অচ্ছিলো শরীল নাই- আমরা যিন বাতাস -ফিস ফিস কতা আছে, আর আছে অস্তরহ্যান - আমরা যিন আঁধার রাতির বাতাস - হঠাৎ কাছেই কে উ -উ হরে লম্বাসুরে কাদে উঠলে জামালবাই দাঁতের দাঁত চিবায়া কল কুত্তের কান্নন সহ্য অয়না আমার -

(কাঁদতে কাঁদতে আরজানের প্রবেশ)

বুড়োঃ হেই পাগল কাদিস্ হ্যা?

আরজানেঃ পীৎরাজ পালায়া গেছে দাদা

নবীরুদ্দিঃ কাঁদলি কি পাবেনে ?

আবজানেঃ ও পীৎরাজ, আমার আদরের স্পশ্য তোর গায় যন্ত্রণা বানাইছেলো - আমি বুঝি নাইরে পীৎরাজ - ও পীৎরাজ তুই চলে গেলি আমি কার নেগে খাড়ু বানাবো হো হো

কুকুরের লম্বিত সুরে কান্না অমঙ্গলসুচক (লোকসংস্কার)

বুড়োঃ সাপের খুসাহ্যানে পালু কোণে

আরজানেঃ ঐ তো দুখের কব্বরের কাছে

নবীরুদ্দিঃ তুমার সাপ বোদয় ঐ কব্বরেই বাসা বানছে

আরজানেঃ হয়, আমি দেখছি তা - পীৎরাজ রে

বুড়োঃ হেই পাগল থাম থাম

আরজানেঃ আমার নিশা ফুরে গেছে, টাহা পযসা নাই, দিন চলেনা-

বুড়োঃ শোন শোন, ঢালার চরে ধান কাটপো আমারা মঙ্গলবারে তুই যেদি যাস টাহাও পাবুনি আবার ধানের ভাগও পাবুনি-

আরজানেঃ তালি আঘে দশটাহা বায়না দ্যাও

বুড়োঃ (দশ টাহা বের করে দেয়) এই নে-

আরজানেঃ (টাকা নেয়) আসতিছি (বেগে প্রস্থান)

নবীরুদ্দিঃ বেসাৎ নগরবাড়ী চল্লে- নিশার ঘোরতাল অয়া গেছে দাদা
(কুমেলা বিবি আসে)

কুমেলাঃ সুমাজের মানষিক কয়া আলাম। মাও অওয়ার সাধ আলালাদ সব পূরেণ অলো। খুদারে যা চাইছেলাম তা তো দিলু এহন আমাক কবে নিবু -

বুড়োঃ এক শও বছর বয়েস অয়া গেল, আমাক নিলো না - আমাগরে মরণেও কালাপানি দিয়ে থোয়ছে
(ধামা, বোতল ইত্যাদি সহ হাটের পথে রূপলাল জাবেদও হামেদালী প্রবেশ করে)

নবীরুদ্দিঃ আটে যাচ্ছেও?

রূপলালঃ হহ্ যাবিন্যা?

বুড়োঃ যাবো খাঁড়া

নবীরুদ্দিঃ পিরনডা গায়দ্যা আসি (নবীরুদ্দি ঘরে যায়)

রূপলালঃ রাতি এটা ঢোল নয়া আসিসরে রূপলাল, নাটি শড়কির মারপ্যাঁচ ইটু টেলিং দেয়া নাগে নাড়াই এর আগে নাড়াইয়ের ঢং হরা নাগে -

রূপলালঃ আমিউ সেই কতা কব্যার চাচ্ছিলেম কাহা - জেবনে তো কোনদিন হারি নাই-(নবীরুদ্দি আসে)

জাবেদঃ নবীরুদ্দি বাই, পুরান কাপড়ের দুহানতিন আমাক এটা পিরান কিনে দিস

নবীরুদ্দিঃ চল যাই তো (রুশনাই বয়াতীর প্রবেশ)

রুশনাইঃ চলে যাচ্ছি নবীরুদ্দি বাই বাড়ীত্তেন তো নামা দিলে মিদ্দা যেদি জেবনে তুমাগরে কাছে কোন অপরাধ হরে থাহি- মাফ করে দিও- জন্ননী জম্মভুন্নী ছাড়া চলে যাচ্ছি বাই-

রূপলালঃ কি দ্যাখপো দুনিয়ার বড় মাছে হাবল মারে ছোট মাছের গাছ - আমগরে কপালেও দুঃখু আছে! কোনে যাবি?

রুশনাইঃ দুই চোখ যেহেনে যায়। যেহেনে বিচার আচার নাই সেহেনে আর থাকপ্যার চাইনে-

নবীরুদ্দিঃ মিদ্দা তো দলীল দ্যাহালো-

রুশনাইঃ কতা ছেলো, আমার সুযোগ সুবিধে মতো টাহা শোধ দেবো। কিন্তুক মোকছেদ ডাহাতির বাইবেরাদরগরে দিয়া, মার পিটির ভয় দ্যাহালো তাই বিষ্টিরি হরে দেওয়া নাগলো। নাবাছলো মাও না বাচলো তার জমিটুক! মা জম্মভূমি রুশনাই বয়াতী যেদি তোর কোন ক্ষেতি হরে অধম ছাওয়ালেক মাফ করে দিস (প্রস্থান) (সবাই ব্যাথিত চিত্তে তার গম পথের দিকে চেয়ে থাকে)

রূপলালঃ কিষ্ণ যহন বিন্দেবন ছাড়ে মথুরায় গেছিলো এই রহম কানছিলো-

বুড়োঃ আমারে ধর্ম্মে আছে হিজরতের কতা। হিজরতের সুমায় সগলেই কাঁদে! মরণের কালে চোখ ভরে ওঠে পানিৎ - স্যাও বোদ্দয় জম্মভুমি নেগেই। (চকিত হয়) এহ বেলা গড়ে গেল চল চল (সবাই হাটা দেয়থ) (আলো নিভে)

<u>কালাপানি- ৯</u>

সুর্য ওঠেনি। টুপী মাথায় বাবর ও মফেজ।

মফেজঃ আপনের পিলানডা বুঝতিছিন্যা দোস্তমিয়ে কেম্বে কি হরব্যান?

বাবরঃ মানষি কয় এক অংগ হানি যার আশি মনে বুদ্দি তার - কই আপনের সাতে মেলেনা-

মফেজঃ আমি না বুঝেই কতাডা কইছি দোস্তমিয়ে

বাবরঃ কি বোঝেন নাই?

মপেজঃ পাঁচ শত হরে টাহা দিলেন সগলেক

বাবরঃ সাদা দলিলি সই নিছিন্যাহ-

মপেজঃ ঢালার চরের ধানের আধাআধি ভাগে রাজী অলেন

বাবরঃ ধান কাটুক তো আগে, ভাগের হিসেব পরে - হে -হে -হে

মফেজঃ কিন্তুক তারা জমি দহল পালি তো আপনের কতা শুনবিন্যা-

বাবরঃ কলাম , আল্লা খালি আপনির ঠেংডাই ন্যাংড়া হরছে - আমিতো তাগরে পার নীচে মাটি দেই নাই - পানিই আছে । জেবনের সখ দোস্তমিয়ে - সখ

মফেজঃ কিসির সখ দোস্ত মিয়ে

বাবরঃ ইটু সুরমানের সখ, ইটু আজীসাপ কয়া ডাহুক - সুরমান হরুক

মফেজঃ পুরানা যার আছে এ শালারা আর দিবিন্যা জ্ঞান নাই

বাবরঃ সেই জন্যিা তো চাই এ শালারা বাস্যা যাক - দ্যাহেন তো কিডা যায়

মফেজঃ কিতাবালী

বাবরঃ ডাক দ্যান

মফেজঃ হেই কিতাবালী শোন -

বাবারঃ কিতাবালী, বাজান, এদিক আয় (কিতাবালী আসে)

কিতাবালীঃ সালামালে কম

বাবরঃ কোনে যাস বেটা-

কিতাবঃ নবীরুদ্দিরে হনে - ওহ্যানে তিন তো সব বাড়াবি - ঐ তো ওহ্যানে জমা হওয়ার ঢোলে বাড়ি পলো (ঢোলের আওয়াজ আসে) আমি যাই

বাবরঃ দাঁড়া, যাবিইতো। তো কথা অলো এ গিরামে যতো মানুষ আছে - সবচায় পুড়া কপালে তুই-

কিতাবঃ জ্বে, আর কব্যাননা বাগ্যির দোষ

বাবরঃ নারে বেটা বাগ্যির দোষ দিসনে- না কি কন দোস্তমিয়ে

মফেজঃ জ্বে, বাগ্যির দোষ নাই-

বাবরঃ ফাঁহা ময়দানে ঘর তুলছিলি বাও-বাতাসে বাঙছে -বাগ্যির কি দোষ - তে যা কচ্ছিলাম - তোরে যেদি আমি দশবিঘা জমি বর্গা দেই চাষপ্যার পারবি-

কিতাবালীঃ মিদ্দা সাপ!

বাবরঃ জমি দেই চাষবাস কর, ফসল ঘরে তোল, তারপর তোর ঐ বউ মাগীরে দ্যাহায়া দে - বাত ছড়ালি খালি
কা য়াই আসেনা - মাগী মানুষও আসে-
কিতাব আলী হঠাৎ মৃধার পা জড়ায়ে ধরে)

কিতাবঃ দেন মিদ্দা সাপ দয়া হরে আমার দিক তাহান - আমি ঐ শালিক দ্যাহায়া দেবো। আমি পিতিশোধ নিবের চাই-মিদ্দাসাপ!

বাবরঃ আরে পাগল ওঠ ওঠ-

মফেজঃ ওঠ, ওঠরে বেটা - বটগাছে ছ্যাঁমায় থাক জেবনে ঝড় ঝাপটা লাগবিন্যা-(ওঠে)

কিতাবঃ আমার এটা ব্যবস্থা হরে দেবেন -

বাবরঃ ঠিকাছে যা - খালি যহন যা কই শুনিস্ - যা
ঢোলে বাড়ি দ্যায় নবীরুদ্দি। ঢোলের পাশেই রয়েছে তার ফালাটা। ফালা হাতে করে এদিক চায় - বিরক্ত হয়)

নবীরুদ্দিঃ ঘোম পাড়ে নেহি সব বেটা - (কুমেলা বিবি কাপড়ে পুটলি হাতে বেরোয়) কোন যাও চাচী ?

কুমেলাঃ আমার বুন আছে সাগর কান্দি - জিয়েফৎ দি আসি-
নবীরুদ্দিঃ আজকের দিনডা থাহো - আমি না অয় কাল সহালে উঠে যাবোনে-
কুমেলাঃ তুরা কামের মানুষ বাপ - আমিই ঘুরে আসি (প্রস্থান)
(শ্লথ গতিতে সোহাগী আসে)
সোহাগীঃ আচ্ছা তুমার না গেলি অয়না - আমার বয় হরে-
নবীরুদ্দিঃ সুয়াগী, তোক মানা হরে দিত্যাছি, আজ কোন কতা কসন্যা - এমন কতা কসন্যা যা কাজ্যার ময়দানে যায়া মনে পড়ে-
সোহাগীঃ আমি নিজিক বুঝ দিব্যার পারিন্যা-
নবীরুদ্দিঃ চোপ- শুনব্যার চাইনে ওসব। দাঁত দাঁত খেমটি মারে মুখ আটকায়া থাক- সবচায় বালো, আমার সামনেত্তিন সরে যা - রাতি আবার দ্যাহা অবি- (সোহাগী কান্না লুকিয়ে পালায়। বুড়ো প্রবেশ করে)

(বুড়ো হাতে লাঠি। নবীরুদ্দি একা দেখে ক্ষিপ্ত হয়)
বুড়োঃ হেই, হেইরে নবীরুদ্দি এহনো ন্যাজ ঘসতিছিস! আরে তুগারে কাম কাজ্যা হরানা। আর সগলে কই - চল রওনা দেওয়া নাগে , হেই রূপলাল ,হেই জাবেদ তুরা কি নুমা ছিড়িস জলদি আয় হেই ব্যাটারা
নবীরুদ্দিঃ খাড়াওনা (উপস্থিতির সংকেত দেয় ঢোলে বাড়ি দিয়ে)
বুড়োঃ কাজ্যা অলো বিদ্যুতির ন্যাগাল মার‍্যা ফিরে আসা। হে - হে সেই বারো বছর পয়লা কাজ্যাৎ গিছিলাম আজ পাঁচ কুড়ি বছর বয়েসে আবার কাজ্যাৎ যাচ্ছি- এইবার দিয়ে জেবনে ষোলবার কাজ্যাৎ গেলাম- হামেদালী রে - কিতাবালীরে তাড়াতাড়ি আয় এই দ্যাখ- এই দ্যাখ কার্সেদের খত বানায়া আনছি সগলের মাতায় বাঁধে দেবো-
নবীরুদ্দিঃ গুন কি?
বুড়োঃ মহাগুন মহাগুন! শত্তুররা চোহি দেখপি ধাঁধা- সেই সুযোগি তার মাতা অরি ছাতু
হা -হা -হা
(আরজানে প্রবেশ হাতে লাঠি গলায় সাদা কাগড়)
আরজানেঃ চলে আইছি দাদা-
বুড়োঃ আইছিস - আয়, বেটা ছাওয়াল
আরাজানেঃ সগলে ভারছেলো আমি আসপোনে - কিন্তুক আমি আইছি এই যে আমার বম্ব
(কাপড়টা দেখা)
নবীরুদ্দিঃ ঐডা তুমার বম্ম?
আরজানেঃ দাদার মুহি শুনছি এই কাপড়ির উরপে চন্দ্রচুড় সাপের সংক নাগছিলো
বুড়োঃ ধন্নন্তরী কাপুড় - যার কাঁধে থাহে তার পরাজয় নাই
আরজানেঃ জয় আমাগরে অবিই-
বুড়োঃ আরে হহ, জয় আমাগরে অবিই
(রূপলাল ও জাবেদের প্রবেশ। রূপলালের সাড়া শরীরে ছাই মাখানো-কপালে বড় করে সিঁদুরের ফোটা - হাতে ফালা - জাবেদের পিঠে ধনুক ও তীর)

রূপলালঃ আমরা আস্যা পড়িছি কাহা, শ্মশান চারী ভৈরবের পুজা দিয়া আইছি। এহন আমি ভূত নাথ শ্মশানচারী ভৈরব পার তলে নক্ত আর আগুন-
(বিকটভাবে কুকুর কেঁদে ওঠে)

কার্সেদের খত - মন্ত্রপূত কপালপট্টি যা মানুষকে অসীম সাহসী করে।
১। লোক বিশ্বাস - যদি কোন কাপড়ের উপর সাপের যৌন মিলন ঘটে। সে কাপড় আলৌকিক শক্তি সম্পন্ন হয়। সম্ভবত একধরণের শিবের গলায় ঝোলোন সাপের প্রজাতি

নবীরুদ্দিঃ (অসহিষ্ণু ভাবে) কুত্তে হ্যা কাঁদে -শালার কুত্তে (ঢিল ছোঁড়ে)

আরজানেঃ	আরাটু সাওস পাতাম যেদি পীৎরাজ আমার গলায় ঝুলতো-লাটি দেখতিছ্যাস এই নাটি ছেলো আমার দাদার এই লাঠি নয়া আমার বাজান শাজাদ পুরির নাড়াই হরছে।কেউ হারে নাই- (আবার কুকুর কাঁদে) আহ্ শালা কুত্তের ছাউ কুত্তে যা তো নবীরুদ্দি হারামী কুত্তেক এ ফোঁড় ওফোঁড় হরে দিয়ায়- ফালার মাতায় রক্ত আনা চাই যা -(নবীরুদ্দি ছুটে যায়) (হামেদালী ও রফাতুল্যা প্রবেশ করে)
রূপলালঃ	এ্যাতো দেরী অলো হ্যা?
রফাতুল্যাঃ	এটা খারাপ সুসংবাদ আছে-
বুড়োঃ	চোপ ,চোপ। একটা কতা যেদি কস্ মাতাডা ফাটায়া দেবো রফাতুল্যা- আগে নাড়াত্তিন ফিরে আসি তারপর যতো পারিসা কস্
রূপলালঃ	থাক থাক যাত্রার সুমায় দুঃ সুংবাদ কব্যার নাই-
আরজানেঃ	আর দেরী চলেনা চল রওনা দেই-
বুড়োঃ	হহ, আর দেরী চলেনা হেই নবীরুদ্দি
নবীরুদ্দিঃ	এই তো আইছি দাদা
বুড়োঃ	সাবাস, সাব্বাস ঢোলে বাড়ি দে- আল্লা আল্লা রসুল বলো নাইলাহা এল্লেল্লাহ
সমবেতঃ	ঐ (সোহাগী বারান্দায় দাঁড়ায় -মেঘলা চোখে তাকিয়ে থাকে) (নবীরুদ্দি একবারও তার বৌয়ের দিকে তাকায়না সব মানুষগুলোকেই সোহাগীর অচেনা মনে হয়।
বুড়োঃ	চল চল (সবাই রওয়ানা দেয়। চকিতে একবার বুড়ো সোহাগীর দিকে তাকায় শিশুর মতো হাসে - ঠিক আগের মতই ঠাট্রা করে এর ল্যাৎনী - তুই আমার ধম্ম বৌ ! সাজে গুজে থাহিসলো তোর সাতে আজ আমার কিষ্টলীলে অবি হে- হে -হে (বুড়ো চলে যায় -আর ফিরেও তাকায়না। সোহাগীর চোখ ফোটে পানি গড়ায়- স্ত্রী বোধে না কি মাতৃত্ব বোধে বুঝতে পারেনা। বাঁশের খুটিতে হেলান দেয়া শরীর আস্তে আস্তে ধবসে পড়ে মাটিতে

১।নাড়াত্তিন - লড়াই থেকে।

২। আল্লা আল্র্যা রসুল বলো, লাইলাহা এল্লেল্লাহ্- বিল বাওড়ে দরবদ্ধভাবে মাছ মারার সময়ে এই ধবনী ব্যবহৃত হয়। সম্ভবত ১৮৭২ সালে শাজাদ পুর কৃষক বিদ্রোহের - বিদ্রোহী দল পলোনাথ কোম্পানী এই ধবনী ব্যাবহার করতো।

৩। বুড়ো ১৮৭২ সালের শাহজাদপুরের কৃষক আন্দোলনের উল্লেখ্য।

বাবরঃ	(একা একা পায়চারী করছে) জেবনে ইটু টাহা পয়সার শখ ছিলো- পুরষ্যা মানষির কাছে টাহা পয়সার নোভ অন্যায়ন্যা-। ছোট কালে দুঃখি কষ্টে কাটছে । দেখছি, খরা আরবানে ধান নষ্ট অলি দুঃখে মানুষের ঘরে ঘরে মড়ক নাগতো আমার মাওডা বড় বানের বছরে ভেদবমি অয়া মরচেলো। সিবার না খায়া থাকতি থাকতি একদিন বাত খাওয়ার নোভ অইছেলো। চারডে বাতের নেগে শ্যাখগরে বাড়ীৎ সিঁদ দিছিলাম- ধরা পড়ছেলাম , জানের ভয়ে পলায়া গেছিলাম ঢাহার শহরে। আল্লা পয়সা কড়ি মন্দ দেয়নাই এহন। টাহা পয়সা রোজগার অলো দশ আঙুলির কিরামতি- যে জানে,তার আতের তাল্যু সুখ টলমল হরে -হে হো হো এহন ইটু সুরমানের সখ অয়ছে- মরণের পরেও যাতে ইটু নামগাম থাহে- (মফেজ ও কিতাবালীর প্রবেশ) ও দিক কদুর দোস্তমিয়ে?
মফেজঃ	ওদিকে উরা তয়ের নাঠেলগ মোট আটত্রিশটা ফালা শড়কি এহবারে ঝাকমক হরত্যাছে
বাবরঃ	অবিন্যা হ্যা, মোকছেদরা অলো বংশিত ডাহাত - উয়্যার বাপ দাদারা বড় বড় মওজনের নায় ডাহাতি দিতো মোকছেদ নাঅয় আজ কয়দিন ফূটুস নয়া ডাহাতি হরে-
মফেজঃ	নবীরুদ্দিরা কো?
বাবরঃ	এই আসলো বুলে
কিতাবঃ	আমি নাঅয় ডাহ্যা নআসি

বাবরঃ ঐ দ্যাখ ঢোলের আওয়াজ আসত্যাছে (ঢোল শোনা যায়- ধরনি দিতে দিতে প্রবেশ করে বুড়ো নবীরুদ্দি রূপলাল, রফাতুল্যা হামেদলী জাবেদ- আরজানে ও অন্যান্য) সালামলেকম চাচামিয়ে-)

বুড়োঃ অলেই কাম ছালাম (ব্যস্ত ভাবে লাঠি দিয়ে একটা দাগ কাটে গোল করে) দাগের মদ্দি সগলে খাড়া - যতক্ষণ না কই সাধন বাইরে বাড়াবিন্যা। ইশাই ডাহাতির কাছেত্তিন কালি সাধন শিখছিলাম - এই সাধন
বলে একদমে তিনকোশ দৌড়ানো যায় - ছিনে টান হরে খাড়া - কপালে কার্ষেদের খত বাঁেধ নে (সবাই খত বাঁধে)

বাবরঃ কাহা, গাঙের এপারের সগলের মান সুরমান আপনের আতে

বুড়োঃ চিন্তে হরিনস্যা জিতে আসপোই

১। ইশাই ডাহাতির - ইশাই ডাকাতের - পাবনা অঞ্চলের কিংবদন্তীর ডাকাত ডিনি এক নিঃশ্বাসের তিন ক্রোশ পথ অতিক্রম করতেন।

বাবরঃ আাপনের উপেরই আমার ভরসা । বাই সগল, ইনাক আমি কাহা কয়া ডাহি- আমার বাপ নাই ইনাক আমি বাপের ন্যাগাল শেরেদ্দা হরি। জেবনে বহুবার ইনি কাজ্যা হরছে, জেবনে ও হটে নাই - তুমরা সগলে ইনার কতা মতো চলো -

বুড়োঃ তুমার আর নোকজন কই মেদ্দা-

বাবরঃ ঐ ঘাটে আছে। কোন অসুবিধা নাই আপনের - আপনের কতা মতই সগলে চলবি-

বুড়োঃ এক খ্যানে অলি বালো অতো হেই কিতাব- ভিতরে খাড়া -

বাবরঃ আমি কিতাবেক নয়ে পরে আসতিছি

বুড়োঃ হহ খাড়া, ছিনে টান হরে খাড়া, হামেদালী ঢোলে বাড়ি দে (ঢোলে বাড়ি দেয়) (বুওড়া মন্ত্র আবুত্তি করে)

আলী কালি যুদ্দু হরে
বীজলী ছুটে যায়
কাপে মাটি থরথর
করে হায় হায়।
ঝলকসা ফহির ছেলো
নামেতে ফহির
আশিমনে গর্জ কাঁধে
এমনই সে বীর-
তিনি পা লো আলী কালী
দু জনার বর
সে বর ভর করে
আমাগো উপর
ধর শালাক ধর (ফুঁ দেয়)

বাবরঃ চাচামিয়ে ধান কোণে থুবি?

বুড়োঃ এই জাগায় - হেই হ্যানে একজানের থাহা নাগবিরে কিডা থাকপি ?

রূপলালঃ তুমি থাহো, সবছেয়ে বালো অয় নবীরুদ্দি কি কস?

নবীরুদ্দিঃ হয দাদা তুমিই থাহো-

বুড়োঃ কি কিস তুরা?

বাবরঃ আপনেই থাহেন চাচামিয়ে - এহন শরিলীর ধাববল ফুরে গেছে

বুড়োঃ তাই যেদি কস তুরা , আমিই থাকলে হ্যানে - হেই নবীরুদ্দি - আমার নাঠিডা ধর (নবীরুদ্দি লাঠি নেয়)

নবীরুদ্দিঃ দুয়া হরো আমাগরে জন্যি (সালাম করে)

১। ইনাক - ইনিকে।
২। শেরেদ্দা্‌ শ্রদ্ধা

বুড়োঃ যা, জিতে আসপুই ধবনি দে এটা ধননি দে আল্লা ....

সমবেতঃ আল্লা .. আল্লা .. আল্লা ..

বাবরঃ বাইসব, আমাগরে গিরামের নাঠেলরা জেবনে কোন দিন হটে আসে নাই- আপনেরা জানপরান দ্যা কাজ্যা হরেন- আপনেরে বুহির সাওস আর তাগতের উপের আমাগরে মান সুরমান । বাইসব মনে রাখপেন, যে পুরুষির পা'র তলে মাটি নাই তার জেবনের কোন দাম নাই। মনে রাখপেন, আপানরা গরমেনের জাগার পর নইছেন - যহন তহন আপনেনেরা নাবে যাওয়া নাগবি --আজ যেদি নাড়াই হরে ঢালার চরের দহল নিব্যার পারেন - ঘর তুলার জাগা পাবেন, ক্ষ্যাৎ কিষির জমি পাবেন - প্যাটভরে বাত জুটপি - পরণের কাপুড় জুটপি বাই আজকের নাড়াই আপনেরা সুক শান্তির নেগে নাড়াই। সরকার আপনেগরে জাগা দেছে সেই জাগা দহল হরের নয়ছে মতলেব আলীরা -তারা প্যাট ভরে বাত খায় আপনেরা মরেন - মনে রাকপেন, বাঁচার অধিকার কেউ দেয় না, বাঁচার অধিকর আদায় হরা নাগে - আপনেরা আজকের নাড়াই অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে নাড়াই, যান, বাই সগল - রওয়ানা দ্যান - আমরা হ্যানে খাড়ায়া আল্লার কাছে প্রার্থনা হরি, আল্লা আপনেরে সাতে ফেরেশতা নাজেল হরুক (মোনাজতের জন্য হাত তোলে সাথে সাথে মফেজ)

বুড়োঃ রওনা দে - রওনা দে - আল্লা আল্লা - -

সমবেতঃ আল্লা আল্লা (ধবনী দিয়ে দৌড়ে চলে যায়) (নৌকা বওয়ার হেঁইয়ো হেঁইয়ো শব্দ শোন যায়। বুড়ো মন্ত্রপড়ো চলে - বাবর মৃধা কাযমনে মোনাজাত করছে)

বুড়োঃ ঝলকশা ফহিরির গুর্জ দেখিতে বাহার
দুধেমনির বল যায় র্স্পমেতে তাহার
পায়ের দাপটে বীরেরমাটি থর থর
তাই দেহে শুত্তুর অংগে ওঠে কম্পজ্বর
এদিকে শীতলা দেবী জলেতে নিবাস
শত্রুর কাপুড়ে চুপুড় হাগে মুতে নাশ

বাবরঃ আমিন (মোনাজাত শেষ করে) আপনে বসেন আমরা আসতিছি -দোস্ত মিয়ে - আয়রে কিতাবালী

বুড়োঃ যাও ঘুরে আসো (বাবর মফেজ ও কিতাবালীর প্রস্থান)

১। পাথথনা - প্রার্থনা
২। ঝলক্‌শাফকির -প্রচলিত মন্ত্রে ব্যবহৃত ব্যাক্তি বিশেষ।

বাবরঃ আজার হ্যানেক টাহা দিলি নাঙ্গল নাঙল জুঙাল বানাবের পারবিনি?

কিতাবঃ আমাক কচ্ছেন ?

বাবরঃ হয়, তোর দায়দায়িত্ব যহন নিছি-

কিতাবঃ অব্যার পারে

বাবরঃ (দুশ টাকা বের) ল দুই শও টাহা রাহে দে - বাড়ীৎ আর বাহী টাহা দেবোনে (টাকা নেয়) দোস্তমিয়ে

মফেজঃ জ্বে

বাবরঃ মোকসেদের ছোটভাইডাক ঠিকমতন বুঝে দি আইছেন - তো?

মফেজঃ জ্বে উরা ধান আপনের বাড়ীৎ পুছে দিবিনি কয়ছে, কিন্তুক আমার সন্দো অয় দোস্তমিয়ে কতা রাহে কি রাহে না

বাবারঃ কতা রাখপিন্যা - কন কি দোস্তমিয়ে - মামলা যেদি চড়ায়া দেই মোকছেদ আলী ফাঁসীর দড়িৎ ঝুলবিন্যা

বাবরঃ তে আমি যেদি উপকার হরি তাগরে, তারা আমার কাম হরব্যিন হ্যা - কিতাবালী কি কস।

কিতাবঃ হরা তো নাগবি-

বাবরঃ আমি তরে কামের কথা কলামনা, খালি তরে কই, আমার নগে থকাপি কি থাকপিনা সেইডা চিন্তে হরে দ্যাখ। যেদি থাহিস সামনের শুক্কুরবারে জাঁকজমকের সাথে তর বিয়া দেবো বাড়ীর জন্যি আধাবিঘে, বর্গা জমি পাবু দশ বিঘে - কাম আমার একখ্যন

কিতাবঃ আমি আপনের নগেই থাকপো কন-

মফেজঃ অস্থির হসক্যা বাপ!

বাবরঃ খালি মনে রাহিস , দুনিয়ায় বালো কাম হরব্যার গেলি টাহা নাগে - আর টাহা কামাই হরব্যার গেলি ছোটখাটো দু - এটা খারাপ কাম হরা নাগে

কিতাবঃ আমিতো কত্যাছি মিদ্দা সাপ ,যে কামই হোক আমি হরে দেবো-

মফেজঃ আহা -চেতিস হ্যা?

বাবরঃ আমার কামের নেগে যেদি ঝড় ঝাপটা আসে - আমি ঠ্যাহাবে - জানিস তো কিতাব, বটগাছের নিচে যেদি নড়বড়ে ঘর থাহে - ঝড়ে পড়ে না - কি কামে?

মফেজঃ বটগাছে ঝড় ঠ্যাহায়া দেয়-

১। উরা - ওরা

২। পুছে - পৌছে

বাবরঃ আমি আলাম বটগাচ , তোর জেবনে সব ঝড় থামায়া - তোর মনের সাধ আল্হাদ পূবেন হরে দেবো - জমি দিয়ে, টাহা দিয়ে, বুদ্দি দিয়ে

কিতাবঃ কন কন মিদ্দা সাপ

বাবরঃ খালি একখ্যানে কাম

কিতাবঃ কি কাম সেই কতা কন!

বাবরঃ কত্যাছি চল (যেতে থাকে)

দুখের কবরের পাশে বসে অস্থির ভাবে কথা বলছে। তার অনুপস্থিতিতে কাজ্যার জয় পরাজয়ের অনিশ্চয়তা তাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে।

বুড়োঃ এ দুখে , দুখেরে - কব্বর ফাড়ায়া খাড়া হ -আমার নগে কতা কবাই - কেম্বেযিন মাতাডা ঘুলা অয়া গেছে - পাঁচ কুড়ি বয়েস - মাতার ঘিলুউ বুড়া অয়া গেছেরে বাই-। উরা কাজ্যাৎ গেছে, কিযে হরত্যাছে - আল্লাই জানে - আমার ভালো ঠেকতেছেনা - কি যে হরতেছে - উরা - কাজ্যারর সুমায় টালা মাতা দরকার- উরা যে কি হরতেছে -দুখে -- (ধান মাথায় করে জাবেদ ও রফাতুল্যা আসে) হেই, হেইরে জাবেদ সুংবাদ কি?

জাবেদঃ তুমুল নাড়াই চলতেছে

রফাতুল্যাঃ নাঠিৎ নাঠিৎ বাড়ি খায়া আগুন জ্বলত্যাছে দাদা

বুড়োঃ মোকছেদের দল-

জাবেদঃ আমাগরে সাতেই নাড়াই চালাচ্ছে - এহনো অসুবিধা হরে নাই-।(ধান রাখে)

বুড়োঃ সে তো আমি জানি-

জাবেদঃ খটাখটা খটাখট বাড়ি পড়ত্যাছে - কালা চুল লাল অয়া যাছেহ্ রক্তে ভিজে --- দাদা যাই তাড়াতাড়ি -

বুড়োঃ দৌড়া যা - এটা কতা শোন (জাবেদ যেতে থাকে)তহন কি কব্যার চাইছিলি?

রফাতুল্যাঃ (কাশি) অ। ওয়ে চোহালী রহিম সদ্দার ছেলো- ঐ যে চরের পর ঘর তুলে ছেলো কাশি) কালরাতি কারাযিন তার বাড়ীৎ হামলা দিছিলো- রহিম সদ্দারেক না পায়া তার নয় মাসের পোয়াতি বউডাকে মারে ফেলছে

বুড়োঃ আহা-হা । কসন্যা কাউক যা জলদি য়া থ (রফাতুল্যা প্রস্থান) আহা গব্বের শিশু দুনিয়ার মুখ দেখলো না-চান তারার গব্ব পাতের যে শিশু - তারাও তো সহালবেলা ঘাসের মাতায় ঝকমক

হরে শুহায় - আাহরে মানষির বাচ্চা তর কপালে তাও জোটলোনা - আহা- (ধান মাথায় করে আরজানে আসে)

আরজানেঃ মটকা ভরা ধান থাকলি জানডা বোদয় টালা থাহে - গুষ্টিক শালার সাপ ধরা - এই বারতিন আমি চাষা অয়া গেলাম দাদা
(ধানের বোঝা রাখে)

বুড়োঃ কাজ্যার খবর ক,

আরজানেঃ কিডা হারে কিডা জেতে কওয়ার জো নাই দাদা

বুড়োঃ ক্যা কি অয়ছে

আরজানেঃ পার দাপটে ঢালার চরে ধূলে ওড়তেছে খটাশ খটাশ বাঁশের বাড়িৎ মনে অতেছে যুদ্দু নাগে গেছে - আমার হামেদালর

বুড়োঃ হামেদালীর?

আরজানেঃ ফালা নাগছে-

বুড়োঃ কোন?

আরজানেঃ ঠ্যাংয়ে-

বুড়োঃ অ। জলদি যা, জলদি যা

আরজানেঃ যাত্যাছি (দৌড়ে চলে যায়)

বুড়োঃ দুখে ও দুখে ভীষণ নাড়াই বাদে গেছে পাঁচ কুড়ি বয়েসে আমার রক্ত নাচছে রে আমার যাব্যার মন কত্যাছে - হেই, হেই বুদাই ওঠ,ওঠ কব্বরের মিদেন শুয়া নইছিস হ্যা -কব্বর ফাড়ায়া খাড়া -চল আমরা কাজ্যাৎ যাই। হেই হেই দুখে (নবীরুদ্দিন আসে ধান মাথায় নিয়ে) কি খবরে নবীরুদ্দি...

নবীরুদ্দিঃ তুমুল নাড়াই চলতেছে - কিডা হারে কিডা জেতে ঠিক নাই তুমি দূয়া হরো দাদ (ধান রাখে) চল্লাম (যেতে থাকে)

বুড়োঃ হেই নবীরুদ্দি, আমাক নয়ে যা আমার রক্তে নাচন ধরেছেরে নবীরুদ্দি হেই - হেই বাটা শালা

নবরিুদ্দিঃ তুমি থাহো দাদা আমি আসত্যাছি (প্রস্থান দ্রুত বেঘে)

বুড়োঃ আমারে নয়ে যা নবীরুদ্দি আমার রক্তে আগুন ধরছেরে- আমার আর সহ্য অতেছেনা, আমি লড়াই হরব্যার যাবো - আমার বুহি ঢাক বাজত্যাছে - আমার রক্তে লাচন ধরেছেরে নবীরুদ্দি - হেই শালার বেটা শালা আমাক লয়ে যা -- (হঠাৎ দুখের কবরের উপর কিল ঘুষি দিতে শুরু করে) (মফেজ, বাবর, ও কিতাবালী প্রবেশ করে)

বাবরঃ গাল পাড়েন কাক চাচামিয়ে?

বুড়োঃ (উঠে আসে) মিদ্দা আমি নাড়াৎ যাবো...

বাবরঃ জবর ক্ষ্যাপা ক্ষেপচেন শরীল কাঁপত্যাছে - দোস্তমিয়ে ধরেন (মফেজ ও বাবর দুই হাত চেপে ধরে)

বুড়োঃ (যাওয়ার জন্যো টানে) চল জলদি চল মিদ্দা- আমার রক্ত ক্ষ্যাপছে-

বাবরঃ যাত্যাছি । কিতাবালী (কিতাবালী হঠাৎ বুড়োর গলায় গামছা পেছিয়ে ধরে)
(আকাশে সুর্য হারিয়ে গেছে। লালচে আভাটুকু এখনো লেগে আছে ম্লান ভাবে। একপাশে দুখের কবর তার পাশে এলোমেলোভাবে পড়ে আছে বুড়োর লাশ। দূর থেকে হেইয়ো হেইয়ো নৌকা বওয়ার শব্দ ভেসে আসে। সবাই উল্লাস করতে করতে মঞ্চে প্রবেশ করে)

নবীরুদ্দিঃ দাদা, আমারা জিতে গিছি

জাবেদঃ আমারা জিতি গিছি দাদা

আরজানেঃ আমরা চর দহল হরছি

রূপলালঃ আমারে আর বাঁধে পর থাহা নাগবোনা -ও কিরে নবীরুদ্দি বুড়ে কাহাঅম্বে পড়ে আছে হ্যা?
(নবীরুদ্দি ও জাবেদ দৌড়ে যায়)

নবীরুদ্দিঃ দাদা, কি অয়ছে দাদা? দাদা!

আরজানেঃ কি অয়ছেরে নবীরুদ্দি ?

নবীরুদ্দিঃ দাদা নাই-

রূপলালঃ কি কস ? (এগিয়ে যায়)

জাবেদঃ দাদা মরে গেছে -দাদাক কিডা যিন মারে ফেলছে গামছা পেচায়া

রূপলালঃ (গামছা খোলে) কিতাবালীর গামছা - নবীরুদ্দি রে আমরা মিদ্দার ফাঁদে পড়েছি্য - মিদ্দার কাম (দূর থেকে হৈ হৈ শব্ধ ইত্যাদি ভেসে আসে) হেই, হেই নবীরুদ্দি চাদ্দিক তিন নোক ছুঠে আসতেছে মিদ্দা আমাগরে খুনীর আসামী বনাব্যার চায় নবীরুদ্দিরে এহন পলান নাগবি

নবীরুদ্দিঃ কিন্তুক দাদা?

রূপলালঃ সামলানে নাগবি-

জাবেদঃ কোনে সামলাবে চাদ্দিক নোক

নবীরুদ্দিঃ বুদ্দি দ্যাও কাহা, বুদ্দি দ্যাও-

রূপলালঃ চিন্তে হরার সুমায় নাই লাশ কাধে তোল

আরজানেঃ তারপর?

রূপলালঃ তারপর নাই - ধরাপড়া যাবিন্যা -লাশ কাঁধে তোল নবীরুদ্দি - গাঙে ফ্যালায়া দেওয়া ছাড়া উপায় নাই - দেরী হরিসন্যা - তাড়াতাড়ি -(খুন খুন চীৎকার ক্রমশ কাছে আসে) তাড়াতাড়ি নবীরুদ্দি তাড়াতাড়ী (লাশ কাঁধে নিয়ে দ্রুত সবার প্রস্থান) (আলো নিভে)

(রাত বাবর মৃধা ও মফেজ প্রাবেশ করে - লটি কাঁধে বলিষ্ঠ ভাবে কিতাবালী তাদের পিছে। টার্চ জ্বেলে জ্বেলে চলছে

বাবরঃ রাতই আমার কাছে বাল নাগে মনকয় সব আমার । পার তলের মাটি যৎদূর ছাড়ায়া গেছে- সবখানি আমার - । কিতাবালী

বাবরঃ তোর কি ভয় হরত্যাছে?

কিতাবালীঃ নাহ! আগে বয় হরতো- একবার রাতি ক্ষ্যাপা শিয়েল তাড়া করছিলো তো আজ ক্যাযিন বয় নাগেনা!

মফেজঃ সুমায় মতো উরা আসপনি তো দোস্তমিয়ে

বাবরঃ আসপিন্যা মানে? ফুল কামের কন্টাক দিছি ন্যা - দোস্ত মিয়ে টাহার ফাঁদে পড়েনা কয়জন?

মফেজঃ চাদ্দিক সুমসাম - পলায়ছে নেহি সব?

বাবরঃ উহু, আছে সগলেই আছে - সগলের গার ঘিরানই আমি পাত্যাছি - দেখলেন তো খেলাডা - চর দহল করায়া খুনির আসামী - পুলিশি দিছি - হাজার চারেক-

মফেজঃ জ্বে।

বাবরঃ ঢাহার শহরে দেখছি সোঁতের ন্যাগাল গাড়ীঘোড়া চলে, লকলকানে ঢেউএর ন্যাগাল মানুষ যায় মানুষির নাখায়া পাঁজবার হাড় বাড়াইছেলো কেউ জিগায় নাই মানুষ সুমুদ্দুর -আমি কুটের মতো ভাসছেলাম - তহনই তো রাগ উঠছিলো জেবনে ইটু টাহা পয়সার দরকার টাহা পয়াসার নোভ আর খুব বেশী নাই, এহন ইটু সুরমান দরকার টাহাপয়সা মানসুরমান কাড়ে ছিড়ে না নিলি পাওয়া যায়না- দোস্তমিয়ে

মফেজঃ জ্বে। তালি উরা আসত্যাছে তো

বাবরঃ রাত বারোডার পর - সব কাকম শ্যাষ অয়া যাবি

মফেজঃ (হঠাৎ ভয়ে লাফিয়ে ওঠে) দোস্ত মিয়ে

বাবরঃ কি অলো?

মফেজঃ এ্যাঁ! আঁধার পথে সাপ, সাড়া পথেই কিতাব আগে চল- (প্রস্থান)

(চুপচাপ রূপলাল প্রবেশ করে। ভয় উদ্বিগ্নতা তাকে ঘিরে আছে। রাতের নিস্তব্ধতা এবং অন্ধকার দেখে বিস্মিত হয়। বিড় বিড় রূপ কথা বলে।

রূপলালঃ *পাত্তরের মতো কালো অন্ধকার চাদ্দিক, থম থম। ঝিঁ ঝিঁ ডাহেনা -গাছের পাতা নড়েনা। নিশ্চুপ থম্ থম্- নাক্ষসে দ্যাশ ছায়ে গেছে- পায় বাধে মানষির আড়গোড় মুন্ডু - কি বীভৎস চাদ্দিক। সুবর্ণ গিরামের রাজা মিত্যুশয্যায় - এদিকে নাক্ষসে আস্তে আস্তে সব খায়া ফ্যালতেছে - হাতীশালের হাতী, ঘোড়াশালের ঘোড়া, গাছের ফলমূল, ক্ষ্যাতের ফসল, মানুষজন -- চাদ্দিক শ্মশান - চাদ্দিক বীভৎস (অস্থির নবীরুদ্দি প্রবেশ করে)

নবীরুদ্দিঃ কাহা-

রূপলালঃ চুপ চুপ এই মাত্তর বাবর মিদ্দা ঘুরে গ্যালো।

নবীরুদ্দিঃ কাহা এহ্যানে আর থাহা যাবিন্যা-

রূপলালঃ বুড়ো কাহায় কতো দুনিয়াডা হলো আজার আজার কচ্ছপের পিঠ - চাদ্দিক পানি - মানুষ এক পিঠেত্তিন আরাক পিঠে যায়-

নবীরুদ্দিঃ (কেঁদে বলে) কালাপানি অয়া গেল কাহা!

রূপলালঃ কাঁদিসন্যা নবীরুদ্দি - চোকের পানি ঝরলি অন্তরের আগুন নিভে যায়- নবীরুদ্দি কাঁদিসনে আগুন জ্বলে রাখ

(অন্ধকার দুখের কবরের পাশে বসে আরজানে সাপুড়ে কাঁদে।)

আরজানেঃ ও পীৎরাজ, পীৎরাজরে তু কো। তু কোরে পীৎরাজ। আজার কালসাপ নয়ে গজ্জন হরে ওঠ, দুখে বার কব্বর ফাডায়া বাড়ায়া পড় ও পীৎরাজ। ও পীৎরাজ, আমি এই মনষের জেবন চাইনে, তুই আমারে

সাপ বানায়নে ,তুই আমার বুহি বাসা বানা - ও আল্লা তুমি আমারে সাপ বানায়া দেও এই মানুষের জেবনে আমার ভাল্লাগেনা হো- হো হো

সোহাগীঃ আমার বয় হরে। বুড়েদাদা কো ? কতবার তুমারে জিগালেম কতা কও না হ্যা, চাপে যাও হ্যাঁ? কারা যিন কত্যাছে দাদাক মারে ফেলছে-

নবীরুদ্দিঃ দাদা কো গেছে জান্নে, দাদা কো গেছে জান্নে তো

সোহাগীঃ কাজ্যায় মানুষ যায়! রহিম সদ্দারের পোয়াতি বউডা মরছে। আধারে শত্তুর ফালাডা পোয়াতি বউডার তলপ্যাট ফুরে চলে গেছে - যে দুনিয়ার মুখ দ্যাখলোনা, তার কচি বুকটা ছিড়ে থুড়ে বাড়া গেছে - উহ -!

---

*সাঁওতাল উপকথা

(অন্ধকারের কেউ এসে দাড়ায়)

নবীরুদ্দিঃ কিডা হনে?

জাবেদঃ জাবেদ। আমি চলে যাচ্ছ নবীরুদ্দিবাই-

নবীরুদ্দিঃ কোণে?

জাবেদঃ বিল চাদোর মামার বাড়ীৎ - রূপলাল কাহাক কতা দিয়ে আলাম আমি আবার আসত্যাছি-

নবীরুদ্দিঃ অ। (জাবেদের প্রস্থান)

সোহাগীঃ চুপ হরে নইছ্যাও হ্যা কও বুড়ে দাদা কো?

(রূপলাল প্রবেশ)

রূাপলালঃ থমথমা চাদ্দিক , কালাপানির লকরকানে ঢেউ, হে ভাসত্যাছে কতা নাই, বাত্তানাই, জেবন নাই নিথর নিথর হে বাসতি বাসতি যাতেছে সুমুদ্দুরির দিকে হে ভাসতি ভাসতি যাতেছে

সোহাগীঃ কিডা ?

নবীরুদ্দিঃ (চীৎকার করে বলে) কয়োনা মুহি খিল দ্যাও কাহা, কয়োনা -

সোহাগীঃ কিডা বাসতি বাসতি যাত্যাছে?

রূপলালঃ নাখাই - বেউলের নখাই বাসতি বাসতি যাত্যাছেরে মা -বেউলার নখাই বাসতি বাসতি যাত্যাছে (কেঁদে ফেলে)

(আগুন আগুন চীৎকার করতে করতে আরজানের প্রবেশ)

আরজানেঃ আগুন , আগুন কাহা আগুন (রফাতুল্যা ও হামেদালী প্রবেশ)

রফাতুল্যাঃ কাহা আগুনির মশাল

সোহাগীঃ কোণে?

হামেদালীঃ লাইন বাঁধে আসত্যাছে-

রূপলালঃ মোকছেদ ডাহাতির বাইবেরাদর

নবীরুদ্দিঃ আর থাহা যায়না কাহা উরা আমাগেরে মার‍্য ফেলবিনি

সোহাগীঃ চল আমরা চলে যাই-

রফাতুল্যাঃ চল

হামেদালীঃ কাহা

রূপলালঃ চল-

নবীরুদ্দিঃ কোণে?

রূপলালাঃ এক কচ্ছপের পিঠেত্তিন, আরাক কচ্ছপের পিঠে - কালাপানিৎ (রওয়ানা দেয় আকস্মাৎ আরজানের কেঁদে ওঠে)

আরজানেঃ পীৎরাজরে ----

<u>স মা প্ত</u>